ধৃতং প্রেম্ণা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) [2017]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN–978-93-82043-51-5

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)
গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬
অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং
অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)
অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫
অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২
অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০
দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

চতুস্ত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম-সাময়িক পত্রাবলী, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮২ সালের "প্রতিধ্বনি'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইতেছে। ইহা তাঁহার চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি'তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,

(ক) সাময়িক-পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—পত্রগুলি পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্নার পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা অশেষ-রূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এইভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্য পুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে

ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারীরূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি মাঘ, ১৩৮৩ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী—১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ধৃতং প্রেম্না চতুস্ত্রিংশতম খণ্ডের এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক
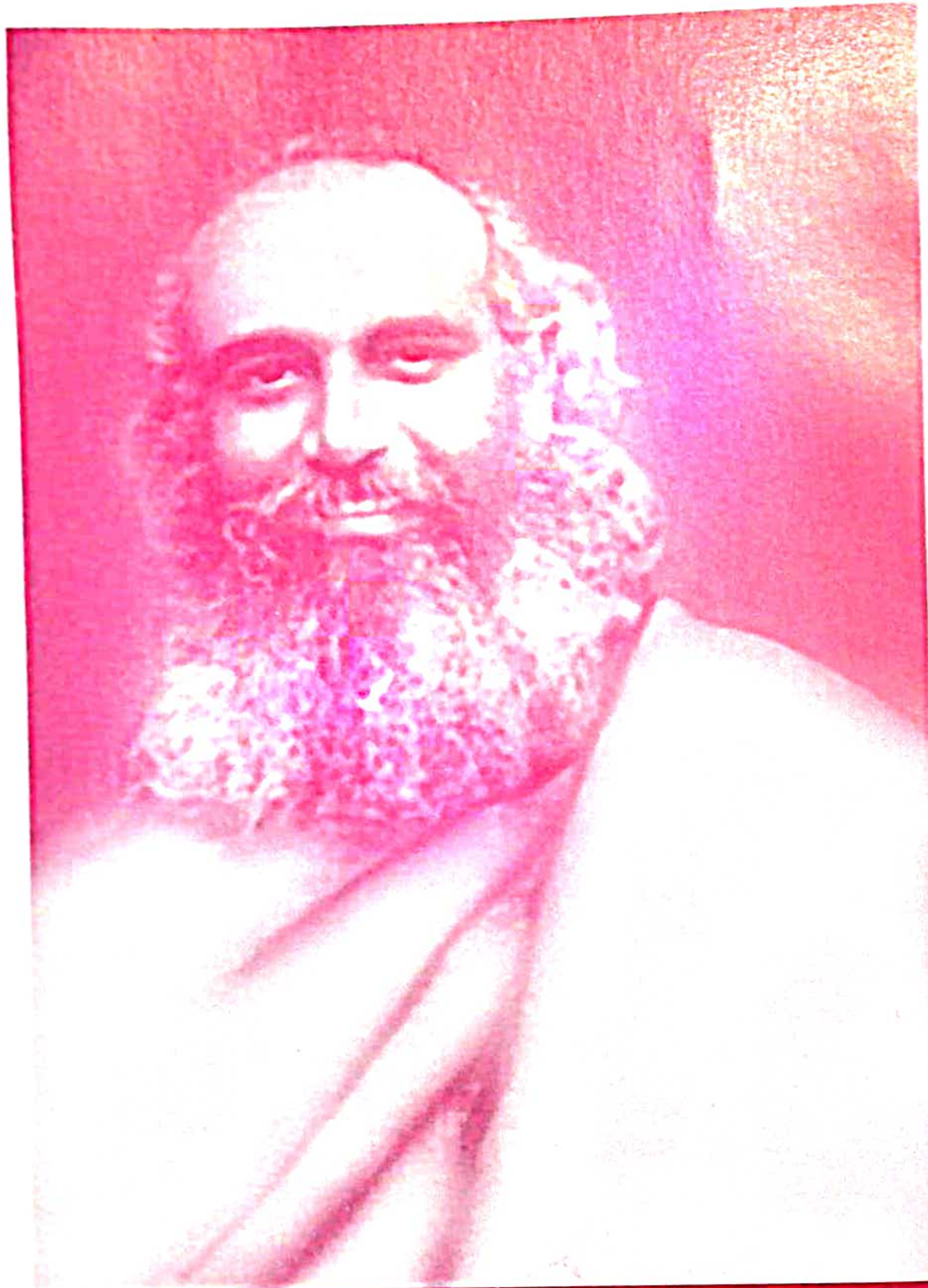
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরিওঁ
বারাণসী
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র একখানা অনেক দিন হইল পাইয়াছি। উত্তর দিতে অবসর পাই নাই।

একই পিতার দুই পুত্র দুই মতে শ্রাদ্ধ করিতেছে। ইহাতে ক্ষতি কি হইল? শ্রাদ্ধ যে করিল, ইহাই বড় কথা। পুত্র-কন্যার পক্ষে পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাচীন প্রথায় শ্রাদ্ধ যাহাদের পছন্দ হয় না, তাহারা যে কোনও আধুনিক প্রথায় করিবে; আধুনিক প্রথায় শ্রাদ্ধ যাহাদের পছন্দ হয় না, তাহারা যে কোনও প্রাচীন প্রথায় করিবে। মোট কথা, শ্রাদ্ধটি অবশ্যই

করিবে। কেহ পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে দেখিলে খুশি হইও। প্রাচীন মতে করিতেছে, না আধুনিক মতে করিতেছে, ইহা নিয়া কেহ উদ্বেগে আকুল হইও না।

পুত্রের শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতার নরক নিবারণ হয় কিনা, ইহা প্রত্যক্ষদর্শী কেহ আসিয়া এখনও আমাদের বলেন নাই। কিন্তু পিতামাতার পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আবহমান কাল ধরিয়া নানা জাতি নানাভাবে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ যে করিয়াছে, ইহা আমি শুভঙ্কর জ্ঞান করি। পশুপক্ষী পিতামাতার কথা স্মরণ রাখে না, মানুষকে অবশ্যই পিতৃপুরুষের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ, অতীতের মানুষ উন্নত হইয়া আজিকার মানুষে পরিণত হইয়াছে। আজিকার মানুষ যদি উন্নততর হয়, তবে ভবিষ্যতের মানুষদিগকে অভ্যুদয় দিবার আমরা উপলক্ষ্য হইব। কারণ কৃতজ্ঞতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। যে সব প্রাণীদের কৃতজ্ঞতা আছে, তাহারা মানুষের অনেকটা কাছাকাছি। আমেরিকায় গিয়া দেখ, বৃদ্ধেরা বার্দ্ধক্য-আশ্রমে চেয়ারে বসিয়া কাণে টেলিফোন গুজিয়া বসিয়া আছে যে, তাহাদের একমাত্র পুত্র নয় মাসে ছয় মাসে হইলেও দূরবাসস্থান হইতে রিং (ring) করিয়া একটা কথা বলে কিনা। প্রত্যহ এই বৃদ্ধ ফোনটা কাণের কাছে নিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে, কিন্তু নিরাশ হয়। ইহা মনুষ্য-সভ্যতার দারুণ অধঃপতন। তার প্রতিষেধক পন্থা শ্রাদ্ধে। দীন ভাবে হইলেও ভক্তিযুক্ত চিত্তে

শ্রাদ্ধকার্য্যটি করিতে প্রত্যেককে উপদেশ দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮২
(২৫শে জুন, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তুমি শ্রী বিগ্রহের দিকে তাকাইলে কখনো জ্যোতির্দ্দর্শন কর, কখনো সুবর্ণ-বর্ণ আলো দেখ, কখনো কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, হরিৎ-পাটল-গৈরিক বর্ণ কখনো বা শ্বেতশুভ্র অতি সুন্দর নানাবিধ দর্শন লাভ কর, এই সংবাদে সুখী হইলাম। এই দর্শনের নিয়মই এই যে, একবার দেখা আরম্ভ হইলে এই দেখার আর যেন শেষ হয় না। প্রস্রবণের বারিধারার মতন এই দর্শন-ধারা অবিরাম চলিতেই থাকে।

ইহাতে বিমুগ্ধ হইতে নাই। শরীরের প্রতিটি অণু এবং রেণুর মধ্যে আমাদের যত রকমের পিপাসা আছে, সবকিছুর

অনুযায়ী কোনও না কোনও একটা দর্শন সাধন করিয়া যাইতে থাকিলে মিলিবেই মিলিবে। কিন্তু ইহাতে মজিয়া যাইতে নাই। যাহা দেখিয়াছ, তার চেয়ে শতগুণ, সহস্রগুণ, কোটিগুণ কাহাকেও কাহাকেও দেখিতে হয়। দেখিতে দেখিতে দর্শন-পিপাসা যখন একেবারে মিটিয়া যায়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, এগুলি সবই ছিল ছেলেখেলা। ছেলেখেলারও সার্থকতা আছে। সুতরাং এগুলিকে অবহেলা করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু ইহাতে মজিয়া যাইও না মা, ইহাতেই লাগিয়া থাকিও না। বিগ্রহ দেখিতে দেখিতে এই জ্যোতি দেখিয়াছ, এই জ্যোতিঃসমূহ দেখিতে দেখিতে ইহারও পশ্চাৎপটে দেখিতে পাইবে তাঁহাকে, যিনি তোমার, আমার, কোটি বিশ্বের পরমদাতা, পরমপ্রভু, পরমস্রষ্টা। কোনও কিছু দেখিতেছ বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না, উল্লসিতও হইও না। এসব দেখার কথা অন্যকে বলিতেও যাইও না। অবিরাম গুরুদত্ত নাম করিয়া যাইতে থাক। তোমার শরীরে যতগুলি রোমকূপ আছে, ততগুলি চন্দ্র-সূর্য্য তোমার শরীরটার ভিতরেই তাহাদের পূর্ণ কিরণমালা নিয়া বিরাজিত। এই কথা বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ই আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার অফুরন্ত দরদে ভরা স্নেহমাখা পত্রখানা পাঠ করিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। তোমার সিদ্ধান্তই সত্য, তোমার বিচারই ঠিক। কিন্তু ইহা মরমের গভীর গহনের পরম কথা। একথা বাহিরে প্রচার করিতে নাই।

আমি তোমাকে অনেক দিন ধরিয়াই লক্ষ্য করিতেছি। বুঝিতেছি, নামের সাধন করিতে করিতে তোমার ভিতরে বেদ, উপনিষদ, গীতা আদি জাগ্রত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলির উৎকৃষ্টতম উপদেশগুলি ধীরে ধীরে রূপবন্ত হইয়া উঠিতেছে। নতুবা বিপুল বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতেও এত সহজে সত্য-নির্ণয় সম্ভব হইত না। যে সাধনের ফলে ইহা হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সাধনে আপ্রাণ যত্নে লাগিয়া থাক মা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ   মঙ্গলকুটীর,পুপুন্কী আশ্রম
১০ই আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া মুগ্ধ হইলাম, অভিভূত হইলাম। ইহা পত্র নহে, ইহা একখানা ভক্তিরসাপ্লুত মহাকাব্য। যে ভাবগুলি প্রকাশ করিয়াছ, তাহা তোমার অন্তর-মধ্যে চিরস্থায়ী সম্পদ-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। যে মহিলা-সমিতিটিকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছ,তাহার প্রতিটি নবীনা ও প্রবীনা সদস্যার অন্তরে এই ভাবগুলি পরিশীলিত স্বচ্ছতায় বিরাজ করুক। তাহা হইলে তোমরা অসাধ্য সাধন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ   মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১০ই আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনে একদিন সর্ব্বস্ব পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া তোমরা অধিকাংশেই একবস্ত্রে নিরাপদ আশ্রয় পাইবার আশায় ত্রিপুরার জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিলে। আজ অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার পরে জীবিকার প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় আসিয়াছ। মনে রাখিও, জীবন-দাত্রী ত্রিপুরার প্রতি এবং অন্নদাত্রী মুর্শিদাবাদের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য আছে। কেবল বাঁচিয়া থাকা এবং নিজসুখ-পরিপুষ্টি-সাধন তোমাদের কাহারও জীবন-লক্ষ্য হইতে পারে না।

মানুষ মানুষকে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারে, মানুষ মানুষের প্রাণের তৃষ্ণাও মিটাইতে পারে। ক্ষুধার অন্ন দুই চারি জনকে দেওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু প্রাণভরা পিপাসার পরিতৃপ্তি দিতে হইবে নিখিল জগতের প্রত্যেককে। এই দায়িত্ব তোমাতে বর্ত্তাইতেছে। কারণ, তুমি নিজেকে আমার শিষ্য বলিয়া মনে করিয়া থাক। নামে ত' অনেকেই আমার শিষ্য কিন্তু কাজের শিষ্য চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৮২

(৪ঠা জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে কোনও স্থানে অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত হইলেই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। প্রয়োজন স্থলে মহিলা-মণ্ডলী, মহিলা-সমিতি বা মহিলা-শাখাও হইতে পারে। সেই সকল মণ্ডলী, সমিতি বা শাখার প্রয়োজন হইবে মূল মণ্ডলীর সহিত অবিরোধে কাজ করা। এমন কি কোনও কোনও শহরে একই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত চারি পাঁচ ছয়টা উপাসনা-কেন্দ্রও আছে, একই দিনে সকল স্থানে পৃথক পৃথক আসরে সমবেত উপাসনা হয় কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সকলে একটি স্থানে সমবেত হয়। দৃষ্টান্ত, আলিপুরদুয়ার এবং শিলচর।

মহিলা-সমিতির অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে না করিয়া মাসে একটি মাত্র দিন করিতে যদি তোমরা বাধ্য হও, তাহা হইলে তোমাদের কাজের উদ্যম কমিবে এবং লক্ষ্য শিথিল হইয়া পড়িবে। এই কারণে এইরূপ চাপ দেওয়া ঠিক নহে। বিশেষ বিশেষ উপাসনার দিন গুলিতে সকল উপমণ্ডলী বা উপসমিতির

সভ্যসভ্যারা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইবার চেষ্টা করিবেন, এই বিষয়েই চাপ দিবার সার্থকতা থাকিতে পারে। করিমগঞ্জ শহরে পাঁচটি পৃথক পৃথক মহিলা-সমিতি আছে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নিজ নিজ কেন্দ্রে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই যাইতেছেন এবং বিশেষ বিশেষ তারিখে সকলে শহরের একটি মাত্র স্থানে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মিলিত হইতেছেন। তাহাদের অনুষ্ঠানে মহিলাদিগকে যথাসাধ্য নিরঙ্কুশ থাকিতে দেওয়াই স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর কর্ত্তব্য।

এই সব ব্যাপারে কড়া কোনও বিধি-প্রণয়ন বা অনুসরণ সম্ভব নহে। শোভনতা, শালীনতা, প্রয়োজনীয়তা, পরিস্থিতি এবং সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত এবং প্রয়োজন-মত সাময়িক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সকলের প্রীতিপূর্ণ সম্মতির মধ্য দিয়া করাই ভাল। মণ্ডলী গঠন সম্প্রীতির অনুশীলনের জন্য,—কোথাও কোথাও কেহ কেহ যে ইহার মধ্য হইতে কলহ সৃষ্টির দুর্য্যোগ খুঁজিতেছে, ইহা এক পরমাশ্চর্য্য আশাভঙ্গ। যেখানেই যে কাজ করিবে, কাজ যতটুকু করিবে, তার দশগুণ ঝগড়া পাকাইবে, এই এক অত্যাশ্চর্য্য দুর্ভাগ্য জাতিটাকে গ্রাস করিয়াছে। রাজনীতিতে কলহ, ধর্ম্মীয় কাজে কলহ,—সব কিছুতে কেবল কলহ। এই অভ্যাস তোমাদের প্রত্যেককে ছাড়িতে হইবে।

মহিলা-সমিতির কাছে স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর গায়ে পড়িয়া কোনও হুকুম জারি করিবার প্রয়োজন দেখি না। মহিলা-সমিতির কাজ মহিলারাই দেখিবেন কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মহিলা-সমিতি ঐ মণ্ডলীটিরই একটি অংশ, আলাদা কিছু নহে। মণ্ডলীতে আর মহিলা-সমিতিতে ব্যক্তিত্ব নিয়া লড়াই অত্যন্ত অশোভন ব্যপার। সুতরাং প্রত্যেকের কার্য্যক্রমের মধ্যে অবিরোধী ভাব বিদ্যমান থাকা দরকার। সম্পাদক বা সভাপতি কেহই যে কর্ত্তা নহেন, ভৃত্য মাত্র, এই বোধটুকু কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে থাকিলে জিদ্, জবরদস্তি, ঔদ্ধত্য, কটুভাষণ, বিরুদ্ধ মন্তব্য এবং অনুচিত ব্যবহার আপনি স্তব্ধ হইয়া যায়।

মূল মণ্ডলীর ভিতরে যখন পদাধিকার, হিসাব-পত্র ইত্যাদি নানা জটিল বিষয় নিয়া কেবল তর্কেরই ঝড় চলে, জানিতে হইবে, তখন মণ্ডলীর অন্যবিধ কল্যাণকারী কর্ম্মক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ঐ সব ঝগড়া ও আর্থিক সন্দিগ্ধতার কবল হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য তখন সংশ্লিষ্ট মহিলা-মণ্ডলীগুলি নিশ্চয়ই আল্‌গা হইয়া কাজ করিতে পারে। মণ্ডলীর ভিতরে অমৈত্রী অসিলে আমি তাহা বর্জ্জনীয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি।

মহিলা-সমিতিগুলির কাজকর্ম্ম সন্ধ্যার মধ্যেই বা অধিক রাত্রি না করিয়াই শেষ হওয়া উচিৎ। মণ্ডলীর কাজকর্ম্ম যদি সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া রাত্রি নয়টা দশটায় শেষ হয়, তাহা হইলে তাহাতে মহিলাদের যোগদানের সুবিধাই বা কোথায়?

মহিলাদের রাত্রিকালে পথঘাটে চলাফেরা সকল সময়ে সমীচীন বলিয়াও মনে হয় না। তোমাদের ওখানে মণ্ডলীর অধিবেশন কি বারে হয় জানি না। নানা স্থানে ত' রবিবারেই হয়। মহিলা-সমিতির অধিবেশন মঙ্গলবারে হইলে মণ্ডলীর সহিত প্রতিযোগিতার কথা উঠিবে কি করিয়া?

প্রত্যেকে অপরের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাইয়া যদি কথাবার্ত্তা বলে, তবে আর কোনও অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে না। অন্যেরা যে ব্যবাহারই করুক, তুমি বাক্যে ও ব্যবহারে সহিষ্ণু ও ভদ্রভাব রক্ষা করিয়া চলিও।

কাজ এতদিন যে ভাবে করিতেছিলে, করিয়া যাও। কলহ সৃষ্টি না করিয়া প্রত্যেককে কাজ করিতে হইবে। মৈত্রী রাখিতে হইলে পরস্পরকে পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিতে হয়।

মণ্ডলী বা সমিতি কোনটাই কলহ করিবার জন্য নয়। মানুষকে সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই এগুলিকে গঠন ও পরিচালন করা। বাহিরের মানুষ যে অনেক সময়ে তোমাদের অনেক কাজ গভীর শ্রদ্ধা নিয়া দেখিয়া থাকেন, তোমাদের পরিচয়ের পরিধির বাহিরে যে অনেক মানুষ তোমাদের আচার, আচরণ, রীতি-নীতি, প্রয়াস ও সাফল্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-ভাষণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন এই সরল সহজ স্বাভাবিক সত্য কথাটা তোমরা একজনেও বিস্মৃত হইও না।

বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক দলাদলি-প্রিয়তা সত্ত্বেও নানা সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তোমরা যে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইয়া থাক, তাহার তুলনা নাই। আমি আমার জীবন-প্রভাতে কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, প্রতিষ্ঠালিপ্সাহীন এই অযাচকের কাজে একদা লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তরের সায় মিলিবে। আমি দল গড়িতে চাহি নাই, চাহিয়াছিলাম বল। এখনও বল আমাদের করায়ত্ত হয় নাই কিন্তু আসিবার পথ প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতেছে। এমন একটা সময়ে মণ্ডলী আর মণ্ডলী, মণ্ডলী আর সমিতি, সমিতি আর সেবাদল যদি পরস্পরের প্রতি অস্ত্রধারণ কর, তবে স্বাভাবিক ভবিতব্যও আসি আসি করিয়া দুয়ার-গোড়া হইতে ফিরিয়া যাইবে।

পদাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থানে কর্ম্মীদের মেজাজ বিগড়াইয়া যাইতেছে। ইহার কারণ অব্রহ্মচর্য্য। পদাধিকার নিয়া উন্মত্ত আচরণ অনেক আগ্রহী কর্ম্মীর সাত্ত্বিকী কর্ম্মস্পৃহাকে তামসিক করিয়া দিতেছে। অর্থাৎ গুণাংশে তোমাদের জনসেবা, বিশ্বসেবা নিকৃষ্টতর হইয়া যাইতেছে। সমাজের এত বড় ক্ষতি তোমরা কিছুতেই হইতে দিতে পার না। দোষী-নির্দ্দোষী-নির্ব্বিশেষে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে এখন সংযতেন্দ্রিয়, সংযতবাক্ ও সংযতচিত্ত হইতে হইবে। সংযমীরাই অপরকে সহজে ক্ষমা করিতে পারে এবং উদার অকুণ্ঠিত ক্ষমা অধিকাংশ সময়ে মানুষের নিম্নাভিমুখী মনকে ঊর্দ্ধমুখ হইবার কাজে সহায়তা দেয়।

কেহ কাহারও বিরুদ্ধে নিন্দোক্তি করিলে, বক্রোক্তি করিলে, অপভাষণ করিলে সেই কথায় কাণ দিবে না। তোমাকে কেহ নিন্দা করিতেছে শুনিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। সঙ্গত কোনও অভিযোগ কেহ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংশোধনে লাগিয়া যাইবে। আমাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা কলহে নহে, আত্মসংশোধনের চেষ্টায়। আদর্শের ধ্বজাকে উচুতে তুলিয়া ধরিবে নিজের আমিত্বকে সেই পতাকার ছায়াতলে আশ্রয় দিবে। তুমিই ধ্বজা নহ,—সেই ধ্বজার ছায়াতলে আশ্রিত শান্তিকামী একটী নিরীহ অন্তর হইতেছ তুমি। *** ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মহীতোষ আসিয়া সেবাদল গড়িয়া দিয়া তোমাদের ওখানে মস্তবড় একটা কাজের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছে। তোমাদের সচ্চেষ্টাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কুমারীর মন একটী আশ্চর্য্য বস্তু। ইহাতে রেখাপাত করিতে পারিলে দেশের সুদীর্ঘকালের ভবিষ্যৎকে করমুষ্টির ভিতরে আনয়ন করা সম্ভব। কুমারীর মন একটী বিস্ময়কর জিনিষ। উচ্চ আদর্শের রেখাপাত ইহাতে অতি সহজ এবং অতি স্বাভাবিক। তোমরা "কুমারীর পবিত্রতা" বহিখানা জনে জনে পড়াইয়া প্রত্যেক পল্লীস্থ প্রতিটি গৃহের প্রত্যেকটী কুমারীর মনকে পবিত্রতার আদর্শাভিসারী করিয়া তোল। কিছুকাল কাজ করিবার পরেই প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইবে যে, যাহা তোমরা কদাচ কল্পনাও করিতে পার নাই, তাহাই অতীব স্বাভাবিক ভাবে সরল প্রগতিতে স্বল্প প্রস্তুতি সত্ত্বেও ঘটিয়া যাইতেছে।

মনে রাখিও, তোমরা কাজই মাত্র করিতেছ না, করিতেছ ইতিহাস রচনা। সেই ইতিহাস তোমার জন্মভূমির, সেই ইতিহাস তোমার যুগের, জগতের এবং জগদ্বাসীর, সেই ইতিহাস ভবিষ্যৎ মানবজাতির।

তোমাদের সেবাদলের মহিলা-শাখায় অনেকগুলি নূতন কুমারী যোগদান করিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আরও সুখী হইব শুনিলে যে, ইহারা প্রতিজনে আদর্শবতী হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি শুনিতে চাহি, ইহারা সংখ্যায় যেমন অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে, আদর্শবলেও তেমন অতি দ্রুত বলবত্তরা হইতেছে। আদর্শ যেখানে অক্ষুণ্ণ, আদর্শবাদ যেখানে অটল, আদর্শানুযায়ী জীবন-পরিচালনের প্রয়াস যেখানে

নিটোল, লক্ষ্য যেখানে কাম-কলুষের ঊর্দ্ধে, সৎসাহস যেখানে চরিত্রের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান সেখানেই মানুষ নিজ ভবিষ্যৎ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব-জাতির ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণ করিয়া চলে।

সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে তোমরা তোমাদের আদর্শের বর্ত্তিকা লইয়া প্রবেশ কর। যেখানে একবার কাজ শুরু করিবে, সেখানে কার্য্যোদ্ধার না করিয়া আর ছাড়িবে না, এই জিদ নিয়া কাজ ধর। আমাদের কেহ পর নাই। যাহারা নিজেদিগকে পর বা দূর বলিয়া জ্ঞান করিয়া সরিয়া সরিয়া আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকেও আমরা আস্তে আস্তে আপন করিয়া তুলিব,—এই পণ নিয়া চলিতে হইবে। যাহাদিগকে আপন করিতে গেলে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্রতধারার পথ-বিভ্রান্তি ঘটিবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা, তাহাদের সম্পর্কে আমরা একটু সাবধান হইয়া কাজ করিতে পারি, কিন্তু একদা এক ভবিষ্যতে সবাই আমাদের আপন হইবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হইতে ক্ষনকালের জন্যও চ্যুত হইব না।

নিকট-আপন ও দূর-আপন বলিয়া দুইটী কথা আছে। নিকট-আপনেরা যখন পর হইয়া যাইতে থাকে, তখন তাহাদের জন্য শ্রম ও চেষ্টা করিতে হয় সর্ব্বাগ্রে। নিকট-আপনেরা পরত্ব পরিহার করিয়া যখন আপন রূপে বক্ষোলগ্ন হইতে থাকে, তখন জানিতে হইবে যে, দূর-আপনদের জন্য কাজ

করিবার প্রকৃষ্ট সময় আসিয়া গিয়াছে, আর দেরী করা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত সত্য সর্ব্বজনীন ভাবেই সত্য,—তাহা কাহারও পক্ষে সত্য আর কাহারও পক্ষে অসত্য হইতে পারে না। সত্যের পূজারী হও। সত্যই মানুষকে দেয় সততা, সত্যই নারীকে দেয় সতীত্ব, সত্যই দুর্ব্বলকে দেয় দুঃসাহস, সত্যই দরিদ্রকে দেয় সংগ্রামের শক্তি ও সম্পদ। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম ত' জগতের অর্দ্ধেক বিনা যুদ্ধে জয় করিলাম,—আমি ইহাই বুঝি। সত্য কখনও কখনও কঠোর হয়, কিন্তু সত্য নির্ব্বিদ্বেষ। আমি সত্যকে চিনিয়াছি, জানিয়াছি, বুঝিয়াছি বলিয়াই জগতের একটী মাত্র সম্প্রদায়েরও রীতি-নীতি-আচরণ ও প্রসার সম্পর্কে আমরা কোনও বিরুদ্ধ মন্তব্য নাই। তোমরাও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমবুদ্ধি লইয়া, প্রত্যেকে নিজ নিজ সত্যে সুস্থিত থাকিয়া নির্ভয়ে জীবনের পথ চল। পথ একাই চল আর সকলের সঙ্গে যূথবদ্ধ হইয়াই চল, চলিবার কখনো বিরাম নাই, অনন্ত কাল তোমাদের চলিতে হইবে অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

গুরুধাম

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুইসিন্দ্রাই-বাড়ীতে একটী জনসভা করিবে, এই সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। মহীতোষ ও সুকুমারের পত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের সভা আশাতিরিক্ত সফলতা লাভ করিয়াছে। সভাস্থলে যে যেই সৎকথা শুনিল, তাহার মনের ভিতরে সেই-জাতীয় সচ্চিন্তা সমুহকে স্থায়িভাবে চিরপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তোমাদের অতঃপর ঘরে ঘরে গিয়া পাঠ-প্রকল্প চালাইয়া যাইতে হইবে।

দেশব্যাপী জরুরী অবস্থার ঘোষণার দরুণ ধর্ম্মীয় সভাসমিতি করিবার পক্ষে কোনও বাধাবিঘ্ন ঘটিবে কিনা, এখন কেহ অনুমান করিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই-জাতীয় পরিস্থিতিতে নিজেদের ধর্ম্মীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জনে জনে আদর্শ-প্রচার-কার্য্য নিশ্চয়ই চালাইয়া যাইতে পার। সচ্চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব-জগন্মঙ্গলকারী মনোভাব-সম্পন্ন সহস্র সহস্র মানুষকে তোমরা পাঠ-প্রকল্পের মধ্য দিয়া আবিস্কার করিতে পার। মনে রাখিও, তোমাদের লক্ষ্য বর্ত্তমানের দেশ

বা পৃথিবী নহে,—ভবিষ্যতের ভারত ও ভবিষ্যতের পৃথিবী। প্রতিজনে হও সাধন-পরায়ণ এবং সততা-সমৃদ্ধ। চরিত্রই তোমাদের মূলধন হউক, ঈশ্বর-বিশ্বাস তোমাদের বল হউক।

কিশোর-সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করিবার কাজটীতে তোমরা কদাচ ঢিলা দিও না। ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া অন্তরের প্রীতির বলে তাহাদিগকে সৎপথের দিকে আকর্ষণ কর। তোমাদের কর্ম্মি-সংখ্যা কম হইতে পারে কিন্তু অন্তরের বল যে সুপ্রচুর, তাহা তোমরা পর পর কয়েকটী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রমাণিত করিয়াছ।

চতুর্দ্দিকের মণ্ডলীগুলিতে এই শুভবার্ত্তা ছড়াইয়া দাও যে, মানব মনের অন্ধকার দূর করিবার জন্য তোমরা যে যতটুকু শ্রম করিবে, তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ পথের অন্ধকার তত দ্রুত বিনাশ পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। একদা সশরীরে কাটলিছড়ায় গিয়াছিলাম পর্ব্বত প্রমাণ উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজি লইয়া আনন্দের প্লাবন বহাইতে। আজ তোমরা আমার শারীরিক উপস্থিতির অভাব সত্ত্বেও সেই সকল রোমাঞ্চকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ হইতেছ, জানিয়া আমার আহ্লাদের অবধি নাই। সৎ-কার্য্যের সংগঠনে শুভ সূচনা আছে কিন্তু শেষ নাই। অনন্তকাল একাজ তোমাদের করিয়া যাইতে হইবে। মৃতকে বাঁচিয়া উঠিবার প্রেরণা, দুর্ব্বলকে সবল, হইবার আগ্রহ, অন্ধকে চোখ পাতিয়া দেখিবার যোগ্যতা বিলাইবার জন্য অফুরন্ত কাল ব্যাপিয়া কাজ তোমাদের করিয়াই কেবল যাইতে হইবে। প্লাবনের ফলে পলিমাটি কতখানি কোথায় জমিল, তাহার হিসাব নিবার জন্যও থামিবার অধিকার তোমাদের নাই। করিয়া যাও কেবল করিয়া যাও।

তোমাদের কাছাড় জেলায় দেড় বছর ধরিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী অনুযায়ী পল্লী-পরিক্রমা চলিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ সুফল তোমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছ। বিশ্বাস করিও, পাঞ্চভৌতিক দেহে না থাকিলেও, এই পরিক্রমার প্রতিটী দিন আমি প্রতিটি মুহূর্ত্ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি। কীর্ত্তনাবকাশে যে আলাপ, আলোচনা, প্রচার, ভাষণ, ব্যাখ্যান আদি তোমরা করিতেছ, তাহার সবই সেই বিরাট চরিত্র-আন্দোলন, যাহা আমি আমার কচি কাঁচা কিশোর

বয়সে একদা একাকী আরম্ভ করিয়াছিলাম। চরিত্রহীনের ধর্ম্ম হয় না, চরিত্রহীনের দেশ-সেবাও হয় না। চরিত্রহীনের প্রতিটি কার্য্য কাণ্ডারীহীন নৌকার ন্যায় প্রথম ঝড়েই বানচাল হইয়া ডুবিয়া যায়। প্রত্যেকটী প্রাণীকে এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্যই তোমাদের আন্দোলন,—নিজেকে প্রচার করিবার জন্য নয়, বাহাবা কুড়াইবার জন্য নয়, স্বরূপানন্দ নামক একজন নূতন অবতারের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।

শ্রীমান্ কানু ভৌমিকের প্রেরিত মাসাধিক কালের বিস্তারিত বিবরণীতে দেখিলাম, কোন্ একটা গ্রামে কে একজন বক্তা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন যে, স্বরূপানন্দ নামে আর একটা নূতন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং ইহাতে কৃষ্ণ, রাম গৌরাঙ্গ আদি অবতারগণের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছে। বলাই বাহুল্য, এসব অর্থহীন দুশ্চিন্তার কাহারও সত্য সত্য প্রয়োজন নাই। যাঁহারা অবতারবাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা আমার মতন নির্ম্মম নিষ্ঠুর পরশুহস্ত যুক্তিবাদী আধুনিক প্রবক্তাকে কদাচ ভয় পাইবেন না, কারণ আমি নিজে কদাচ অবতার হইতে চাহি নাই। আর এক কারণ এই যে, যীশু, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ আদি অবতার-পুরুষেরা নিজ নিজ গুণ-মহিমায় যে স্থানে যিনি বসিয়াছেন বা দাঁড়াইয়াছেন, যুক্তিবাদ বা প্রত্যক্ষতাবাদের সহস্র ভূকম্পেও ভক্তের হৃদয়াসন হইতে কেহ কদাচ তাঁহাদিগকে টলাইতে পরিবে না। যে অসম্ভবকে

কদাচ সম্ভব করা যাইবে না, তাহা নিয়া বৃথা পরিশ্রম করিবার অবাস্তব অধ্যবসায় আমার চরিত্রগতই নহে। আমাকে নহে, —তোমরা আদর্শকে প্রচার কর, ইহাই তোমাদের কর্ত্তব্য, ইহাতেই তোমাদের পরমা সিদ্ধি, ইহাই তোমাদের পরম পুরুষার্থ।

দল বাড়াইবার কুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নহে, সমগ্র দেশের, সমগ্র জগতের বল ও সম্পদ বৃদ্ধির শুভ অভিপ্রায় লইয়া প্রতিটি কার্য্য কর। *** ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমবেত উপাসনার রেকর্ড সংগ্রহের প্রকৃত সার্থকতা কি, তাহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিও। সংগ্রহকারী যদি তোমার গুরুভাই বা গুরুভগিনী হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে, ইহা বাজাইয়া বাজাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠস্বর মৃদু ভাবে মিলাইয়া প্রত্যেক

সুরশিক্ষর্থীকে বিশুদ্ধ সুরে শিক্ষা দানের সুযোগ দেওয়া। এই একটী কাজকে তোমরা মহাপুণ্য বলিয়া জ্ঞান করিও। গুরুধামে বর্ত্তমানে প্রতি সন্ধ্যায় রেকর্ড বাজাইয়া তার সুরের সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া প্রত্যহ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট জন করিয়া সুরশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। বিগত একটা মাসের মধ্যে এখানকার আবহাওয়াটাই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অতীতের ভুল শিক্ষার কুপ্রভাব হইতে এখনো সকলে মুক্ত হইতে পারে নাই কিন্তু সকলের মধ্যে কণ্ঠস্বরের একটা সামগ্রিক রূপ যেন ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। আমরা কণ্ঠে এক হইব, বাহুতে এক হইব, আদর্শে এক হইব, কর্ম্মে এক হইব, অন্তরে এক হইব,—এই জন্যই ত' আমাদের সমবেত উপাসনা। কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যত অধিক জনকে পার সমবেত উপাসনার সুর শিক্ষার সুযোগ প্রকৃষ্ট-রূপে গ্রহণ করিতে প্রেরণা দাও। ইহা একটী স্থায়িফলপ্রদ শুভকর্ম্ম হইবে। চরিত্র-আন্দোলনের ব্যাপারে তোমরা দুর্গাপুর হইতে যে প্রচার পত্র বাহির করিয়াছ, তাহার দুই এক খণ্ড করিয়া নানা স্থানে যাওয়া প্রয়োজন। যাহারা চরিত্রের আন্দোলন করিবে, তাহাদের নিজেদের যে চরিত্রবান্ হইবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে, এই কথাটী প্রচার করা বড়ই সময়োচিত হইবে। আমি আমার আবাল্য যে আন্দোলন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে করিয়া আসিতেছি, তাহা চরিত্র-আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তাহাই এখন ব্যাপক ভাবে তোমাদের সকলকে দিয়া করাইতে অন্তরে অভিলাষ জাগিয়াছে। চরিত্রবান্ হইলেই মানুষ প্রকৃত প্রেমিক হইবে, প্রেমিক হইলে মানুষ বিশ্বকে আপন করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। নানা রূপ ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তুমি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আগরতলার দুর্গাবাড়ীতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আসিয়াছিলে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ভগবৎ-কৃপায় দীক্ষা ত' তুমি পাইয়াছ। এখন তোমাকে দীক্ষোপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। যতটুকু খেয়াল করিতে পারি, তোমার মা, বাবা, দাদা, দিদি, আত্মীয়-স্বজন প্রায় সকলেই আমার শিষ্য। তুমিও মা আমারই শিষ্যা হইলে। আমার শিষ্যের

জীবনের আদর্শ যাহা হওয়া উচিৎ, তোমাতে যেন তাহা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। "আমি শিষ্য" বলিলেই কেহ শিষ্য হইয়া যায় না। শিষ্যের যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য কাজও করিতে হয়। শিষ্যের জীবন বড় শ্রমের জীবন, কঠোর নিষ্ঠার জীবন, আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত সুন্দর জীবন।

কথা খুব কম কহিও, পত্র আরো কম লিখিও কিন্তু সাধন খুব বেশী করিও। সাধন করিলেই আমাকে জানিতে পারিবে। সাধন করিলে তুমি নিজেকেও চিনিতে পারিবে। নিজেকে চিনিলে বিশ্বের আর কিছু চিনিবার বাকী থাকিবে না।

প্রকৃত গুরু শিষ্য চাহেন শুধু এই জন্য যে, প্রতিটি শিষ্যের মধ্য দিয়া জগতের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি কলিকাতা-৫৪
২২শে আষাঢ়, ১৩৮২
(৭ই জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে স্নেহ ও আশিস দিও।

দূরের ও নিকটের মণ্ডলীগুলিতে যতটা পার দৃষ্টি রাখিও। তর্ক-বিবাদ-বিসম্বাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পর পরস্পরকে না বুঝিতে পারার ফল। সরল মনে আলোচনা করিয়া ভাষার জট খোলা প্রয়োজন।

সকল অঞ্চলেই সমবেত উপাসনা লং-প্লেয়িং ষ্টিরিও রেকর্ড অনুযায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। রেকর্ড চলাইয়া দিয়া সকলে যদি নিজ নিজ কণ্ঠের সুরকে রেকর্ডের সুরের অনুযায়ী করিবার চেষ্টা লইয়া উপাসনা করিতে থাকে, তাহা হইলে আস্তে আস্তে সকলেরই ভুল-সংশোধন হইতে পারে। কলিকাতা গুরুধামে প্রত্যহ অপরাহ্ণে এই ভাবেই বহু জনকে লইয়া সমবেত উপাসনা চলিতেছে এবং লক্ষ্য করিতেছি যে, মাসেক কালের মধ্যে অনেক ব্যক্তির প্রচুর ত্রুটি-সংশোধন ঘটিয়াছে। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে রেকর্ডের আওয়াজের চেয়েও উচ্চ গ্রামে তুলিয়া এক হট্টগোল সৃষ্টি করিলে, সংশোধনীয় এই চেষ্টায় কোনও সুফল হইতে পারে না।

"জয় জয় ব্রহ্ম" স্তোত্রটীর প্রথম পংক্তিটী আমরা রেকর্ডিং এর সময়ে একবারের বদলে দুইবার গাহিয়াছি। সুতরাং রেকর্ডে উহা দুইবার শ্রুত হইতেছে। রেকর্ডে যখন দুইবার গীত হইয়াছে, তখন তোমাদেরও সকলের ঐ একটী পংক্তি একেবারে আরম্ভের সময়ে একবারের বদলে দুইবার গাওয়াই সঙ্গত। তাহাতে উপাসনার কোনও ত্রুটি বা দোষ হইবে বলিয়া মনে

করা ঠিক নহে। একবার, না দুইবার, এই কথা নিয়া তর্ক বা যুদ্ধও কোথাও হওয়া উচিৎ নহে। কোনও একটী বিষয় বিশেষ ভাবে ভাবিয়াই আমি একবারের পরিবর্ত্তে প্রথম পংক্তিটি দুইবার গাহিয়াছি।

কেহ পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ একবারই গাহিলে তাহাও দোষ হইল মনে করা ঠিক হইবে না। তবে, রেকর্ড যাহারা পাইয়াছে ও শুনিয়াছে, তাহারা সকলে রেকর্ডের মত দুইবারই করিবে।

অনেকেরই রেকর্ড-প্লেয়ার নাই, ইহা সত্য। কিন্তু আস্তে আস্তে নানা জনে চেষ্টা করিয়া রেকর্ড-প্লেয়ার সংগ্রহ করিতেছে ও করিবে। আমরা রেকর্ড-ব্যবসায়ী নহি বলিয়াই চিরকাল রেকর্ড সরবরাহের চেষ্টা করিতে বা সুযোগ অব্যাহত রাখিতে পারিব না। কোনও প্রকারে একটা বিশেষ যোগাযোগ করিয়া একবার দুর্ম্মূল্য এই সওদা কিনিয়াছি। ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অসমসাহস বা পৌরুষ আমাদের পক্ষে প্রদর্শন হয়ত সম্ভব হইবে না। সুতরাং রেকর্ড যাহাদের সংগ্রহ করিবার, এখনই ত' করিয়া ফেলা ভাল।

এক এক অঞ্চলে দুই, তিন বা চারিখানা করিয়া গেলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইতে হইতেও সেই অঞ্চলের অনুশীলনে সিকি শতাব্দী সময় লাগিবে। ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় রেকর্ড-প্লেয়ার নিশ্চয়ই অনেকে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

শিখিবার আগ্রহ নিয়া যেন প্রত্যেকে রেকর্ডের উপাসনার সঙ্গে কণ্ঠ-সংযোগ করে, ইহা বাঞ্ছনীয়। নতুবা, অন্য দশটা রেকর্ডের মত বাজিতে বাজিতে একদিন এই রেকর্ড চিরতরে থামিয়া যাইবে, তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে আমি আর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে পারিব না। এতদিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি "তোমরা আমার বাহু হও" হইয়াছ কিনা, তোমারাই শুধু জান। এখন বলিতে চাহিতেছি,—"তোমরা আমার কণ্ঠ হও" কিন্তু হইবে কি না হইবে তাহা ত' তোমাদের দিজেদের আগ্রহের উপরে নির্ভর করে।

তোমরা প্রত্যেকে সংসারের চাপে পিষ্ট, নিষ্পিষ্ট, নিষ্পেষিত। শ্বাস ফেলিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তোমাদের শৃঙ্খলিত, কাজ করিবার পথ তোমাদের কণ্টকিত। তথাপি তোমাদের কাছ হইতে কণা কণা শ্রম আমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিবে। এই প্রত্যাশা যেদিন ছাড়িব, জানিও আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অথচ কে না বুঝিতে পার যে, তোমরাই আমার আত্মা, তোমারাই আমার জীবন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা–, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তোমাদের অকপট বিবরণ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। অধিকাংশ মেয়েরাই গুরুতর অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করিতে পারে না। তুমি কিন্তু তাহা করিয়াছ। অপরাধ তোমার নিজের বিরুদ্ধে। অপরাধ হয়ত তোমার স্বামীরও বিরুদ্ধে। যেরূপ কাজ করিলে স্বামীর অধিকার ও সম্মান বিপর্য্যস্ত হয়, লঙ্ঘিত হয়, তাহার জন্য স্বামীর নিশ্চয়ই অধিকার আছে রুষ্ট হওয়ার। ক্ষমা করিবারও অধিকার তাঁহারই। আমি আশা করিব যে, সে তোমাকে ক্ষমা করিতে সমর্থ হইবে। যে কাজ করিলে নিজের শারীরিক পবিত্রতা, মানসিক শুচিতা ও সামাজিক মর্য্যাদা নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে কাজ যে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার নিজের বিরুদ্ধেই নিজের দ্বারা শত্রুতা, এই কথা আশা করি, তুমি বুঝিতে পারিতেছ।

তোমার দীক্ষা-গ্রহণের দিন তোমাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, তোমার জীবনের সমস্ত পাপ, তাপ, অপরাধ, অন্যায়, দোষ, ত্রুটি, বিচ্যুতি ও দুর্ব্বলতা আমি গ্রহণ করিলাম,—আমার

এই কথা শুধু একটা মুখের কথা মাত্র নহে। অপরাধ যাহা করিয়াছ, তাহা ত' আমি দীক্ষাদানকালে গ্রহণই করিয়াছি। সুতরাং অতীত নিয়া আর দুশ্চিন্তা করিও না। পরবর্ত্তী কালে আর কোনও নূতন অপরাধে যাহাতে না জড়াইয়া পড়, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

অকপটে তুমি তোমার স্বামীর সাহায্য গ্রহণ কর। যদিও সে আমার নিকট দীক্ষিত হয় নাই, তথাপি সে নিশ্চয় তোমাকে প্রতিটি ব্যাপারে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। ভুল, ত্রুটি, অপরাধ মানুষ মাত্রেরই হইলে হইতে পারে কিন্তু অপরাধ করিয়া ফেলিবার পরে অনুতপ্ত হইয়া পরবর্ত্তী জীবনে আর কোনও অপরাধ না করিলে, নিশ্চয়ই ক্ষমা আসে। স্বামীর ভালবাসা তুমি হারাও নাই, হারাইয়াছ বিশ্বাস। তাঁহার ভালবাসা সমুদ্রের তুল্য গভীর, আকাশের তুল্য বিরাট, ঐ ভালবাসা অন্তহীন, অবধিহীন। বিশ্বাসটুকু ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, চেষ্টা তোমার সফল হইবেই।

কথাগুলি একান্তে বলিবার জন্য তুমি আমাকে নিরিবিলি ভাবে পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে। কিন্তু আমি মায়েদের সহিত কখনও একান্তে সাক্ষাৎ করি না, নিরিবিলি আলাপ করি না, গোপনে পরামর্শ দেই না। ইহা আমি একটী জরুরী শৃঙ্খলা হিসাবেই পালিয়া থাকি। তুমি তোমার বক্তব্য পত্রযোগে লিখিয়া ভালই করিয়াছ। এই সব ক্ষেত্রে পত্র প্রেরণই ভাল,

দেখা-সাক্ষাৎ খুব সমীচীন নহে। আমার এই পত্র তুমি তোমার স্বামীকে দেখাইও এবং তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিও। সে তোমাকে ভালবাসে না, এই মিথ্যা ধারণা মন হইতে দূর কর। তাহার ভালবাসা অতীব গভীর বলিয়াই সে আরও রুক্ষ, আরও রুষ্ট, আরও রুদ্র হইয়া ওঠে নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করি, সে যেন মহাদেবের ধৈর্য্য নিয়া তোমাকে সহ্য করিয়া নিতে পারে। তোমাকে হইতে হইবে বিনীত, বিনম্র, কমনীয় ও কোমল। স্বামীর মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা করিবে।

জগতে প্রেমই একমাত্র নিত্য সত্য বস্তু। প্রেমের কাঙ্গাল হইয়াই ভগবান্ জগতে দেহধারী অবতার রূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া ভক্তরা বলিয়া থাকেন। তিনি প্রেমময় পিতা রূপে, প্রেমময়ী মাতা রূপে, প্রেমময় প্রভু রূপে, প্রেমময় সখা রূপে নিরন্তর মানব-মনের গহন দেশে লীলা করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনিই তোমাকে প্রেম বিলাইবার জন্য তোমার স্বামী হইয়া আসিয়াছেন। এভাবে ভাবিতে শিখিলে তুমি অনায়াসে যাবতীয় বিপরীত পরিস্থিতিকে জয় করিতে পারিবে। স্বামীর পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জ্জন করার চেষ্টাই হউক এখন তোমার চরম ব্রত ও

পরম তপস্যা। তোমার পত্র পড়িয়া তোমাকে বুদ্ধিমতী মেয়ে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। অতএব আশা করিব যে, আমার প্রত্যেকটা কথার মর্ম্মার্থ তুমি সুনিশ্চিত বুঝিতে পারিবে।

স্বামীর পাপে স্ত্রীর সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। স্ত্রীর পাপে স্বামীরও সর্ব্বনাশ হইতে পারে। একের পুণ্য অপরের পুণ্য বর্দ্ধিত করিতে পারে। এই জন্যই স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের মঙ্গল চাহিয়া চলিতে হয়। দেহে না, মনে না, বাক্যে না, ব্যবহারে না, আচারে না, বিচারে না,—কোনও প্রকারেই ইহাদের দুই জনের মধ্যে একজনকে স্খলিতাদর্শ হইতে দেওয়া হইবে না, এইটীই ছিল প্রাচীন ঋষিদের অন্তরতম অভিপ্রায়। এই জন্যই স্বামী আর স্ত্রী মিলিয়া একটী আত্মায় পরিণত হইয়া যায়, যাইতে পারে, যাইবে, এই স্বপ্ন তাহারা দেখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসারী এক নীরব সাধক। আমি তোমাদিগকে প্রাণ ভরিয়া এইরূপ হইবার আশীর্ব্বদ করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ　　　　　　　　　　গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৫শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৮২
(১০ই জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,– তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পূর্ব্বপত্র পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে যাহাই লিখিয়া থাক, তোমার কার্ডের পত্রে তাহার আভাস আছে।

মানুষ ভুল করিতেছে বা নির্ভুল পথে চলিতেছে, ইহা বুঝিবার জন্য ভগবান্ তাহার বুকের ভিতরে একটী যন্ত্র দিয়া দিয়াছেন। তাহার নাম বিবেক। মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন থাকিলে বিবেকের ঘড়ির কাঁটা চেখে পড়ে না বা ঝাপ্সা দেখা যায়। মনকে মোহমুক্ত রাখিবার জন্য নিয়ত ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রার্থনা কর। প্রার্থনার শক্তি অসীম। অনাদি কাল হইতে প্রার্থনা মানুষের মনকে পরিচ্ছন্ন ও বিগতমোহ রাখিয়াছে। তোমার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

যতটা পার, নিজেকে অনাসক্ত রাখিয়া প্রতিটি কাজ কর। ভয় মোটেই পাইও না। সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গেলে গায়ে হঠাৎ কাদা লাগিতেই পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধুইয়া

মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার উপায় নিত্য উপাসনা। এই উপায় যখন পাইয়াছ, তখন আবার ভয় করিতেছ কিসের?

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যকে পারিবারিক কর্ত্তব্যের এবং পারিবারিক কর্ত্তব্যকে সমগ্র সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের সহিত অবিরোধী রাখিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিও। এভাবে কাজ করিতে প্রথম প্রথম ক্লেশকর মনে হইবে। আস্তে আস্তে অভ্যাসের ফলে দেখিতে পাইবে যে, সবই ঠিক ভাবে করিতে পরিতেছ। সাধন করিয়া যাইতে হইবে আমৃত্যু এবং সিদ্ধি অর্জ্জিত হইবে শাশ্বত।

পুনরপি স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ　　　　　　　　　　মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
২৯শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৮২
(১৪ই জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে,

সত্য বস্তু জগতে মাত্র একটীই এবং তাহার নাম ভালবাসা। এই জিনিষটী পাইলেই আমি সব পাইয়াছি জ্ঞান করিয়া থাকি। অন্য কোনও বস্তুর উপর আমার লোভ নাই। তোমরাও প্রতিজনে ভালবাসার শক্তিতে সঞ্জীবিত হও। ভালবাসার শক্তি জনে জনে সংক্রামিত কর। ভালবাসা দিয়া প্রতি জনের জীবন গঠিত ও মথিত হউক। ডাংতলার প্রতি তোমার ভালবাসার গভীরতা দেখিয়া খুশী হইয়াছি।

ধুবড়ীর চরিত্র-আন্দোলনের সভা যে মা গীতার অসামান্যতার জন্য সফল হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রের ন্যায় অনেকের শ্রম ও সুরেশের আর্থিক ত্যাগের দরুণ এমন সুন্দরতা পাইয়াছে, এই সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। সর্ব্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রয়িতা-রূপে পাওয়া বোধ হয় গীতার ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠারই ফল। ইহারই ফলে সর্ব্বসম্প্রদায়ের, সর্ব্বজীবিকার, সর্ব্বস্তরের মানুষদের মধ্যে যাহারা শীর্ষস্থানীয়, তাহাদিগকে সভাস্থলে পাইতে তোমাদের বাধা হয় নাই। আমাদের প্রতিটি কার্য্য, প্রতিটি চেষ্টা, প্রতিটি পরিকল্পনা যে অসাম্প্রদায়িক, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হওয়ারই পুরস্কার তোমরা পাইয়াছ। প্রত্যেকে প্রতিক্ষণ মনে রাখিও যে, আমাদের সব-কিছু সকলের জন্য, আমাদের কোনও কিছুই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কলঙ্ক কদাচ বহন করিবে না। আমরা জগতের সকলকে ভালবাসিব সমান আবেগে এবং

এই আদর্শে পরিনিষ্ঠিত থাকিবার ব্যপদেশেই সকলের স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভালবাসা পাইয়া যাইব।

তোমাদের ঐ অঞ্চল হইতে প্রেরিত দুই তিনখানা ছাপান ইস্তাহারও অদ্য পাইলাম। পাঠ করিয়া মনে হইল, সাধু-সজ্জন রূপে পরিচিত কোনও ভদ্রলোক ঐ দেশে গিয়া হাজার হাজার শিষ্য করিয়াছেন এবং শিষ্যদের মধ্যে স্বপ্রণীত পুস্তক ও নিজের প্রতিচিত্র বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাতে বা অন্য কোনও কারণে রুষ্ট, ত্যক্ত, বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট হইয়া কেহ একজন উক্ত সাধু-নামধারী ভদ্রলোককে লোকচক্ষে হেয় করার উদ্দেশ্যে এই ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। এই-জাতীয় পরনিন্দামূলক প্রচারণা-চেষ্টার সহিত আমাদের কোনও সংশ্রব, প্রশ্রয় বা সমর্থন থাকিতে পারে না। কাহারও নিন্দা প্রচার করিবার জন্য যদি কেহ উদ্যোগী হয়, তবে তাহার কাজে আমরা কদাচ ইন্ধন যোগাইতে পারি না, ইহা মনে রাখিও। ভাল হউন, মন্দ হউন, কোনও লোকের বিরুদ্ধে কেহ নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করিতে বসিলে তাহাতে কর্ণপাত করিবার আমাদের কোন্ প্রয়োজন থাকিতে পারে?

তবে, কেহ যদি আমার বিরুদ্ধে কদাচ কোনও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই কাণ পাতিয়া শুনিব এবং নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব যে, মৎ কৃত সৎ ও অসৎ কর্ম্মসমূহ মানুষের মনে কোন্ ভাবের উদ্রেক করিতেছে।

ইহার ফলে আমি আমার চরিত্রে কোনও দোষ থাকিলে তাহা সংশোধন করিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাইব। লোকে আমার নিন্দা করিলে, এই হিসাবে তাহা আমার পক্ষে একটা লাভের ব্যাপার। নিজেকে নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক রাখিবার আগ্রহ নিজের নিন্দা শুনিলেই ত' সহজে বাড়িবে। আমি আমার নিন্দককে আমার বান্ধব বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি এবং জ্ঞানবান্ যুক্তিনিষ্ঠ নিন্দকের পরদূষণ-বাক্য হইতে সংগ্রহ করি মূল্যবান্ উপদেশ এবং অজ্ঞান যুক্তিহীন নিন্দকের পরুষ-ভাষণকে বিস্মৃতির অতলে ডুবাইয়া দিয়া যথোচিত মর্য্যাদা দান করি। নিন্দার ছলে হউক আর প্রশংসা-প্রসঙ্গে হউক, অপর একজন লোক যে আমার মতন সামান্য একটা লোকের নামকে অসাধারণ বস্তু জ্ঞান করিয়া বারংবার উচ্চারণ করিতে প্ররোচিত হইতেছেন, ইহাকেই বা নিন্দক-মহাশয়ের দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন বলিয়া জ্ঞান করিব না কেন?

যাহা হউক, তোমরা কদাচ কাহারও নিন্দা-শ্রবণে বা নিন্দাবাক্যোচ্চারণে প্রলুব্ধ হইও না। নিন্দা বড়ই মুখরোচক বস্তু, যাহা মুখরোচক বলিয়াই, আম্র বা তেঁতুলের আচারের ন্যায় মুখে মুখে লালা-সঞ্চার করে এবং গুজব-রূপে দিকে বিদিকে দাবানলের ন্যায় অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। এই জন্যই পৃথিবীর বড় বড় পাপীরা ইহাকে বড়ই ভয় পায় এবং বলপূর্ব্বক মানুষের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা হইতেছে

এক প্রকারের দস্যুতা। আমরা সাধু লোক, প্রত্যেকে যেন সাধুর যোগ্যতা নিয়া চলিতে পারি। আমরা পরনিন্দা করিবও না, পরনিন্দা শ্রবণেও আগ্রহী হইব না। পৃথিবীর সকলের সাথে আমরা প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহি,—পরনিন্দা আমাদের পক্ষে কার্য্যহন্ত্রী রাক্ষসী। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আষাঢ়, ১৩৮২
(১৪ই জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা গীতা, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজ নিজ স্থানে চরিত্র-গঠনের আন্দোলনটী কি ভাবে শুরু করিতে হইবে, এই বিষয়ে উপদেশ ও নির্দ্দেশ চাহিয়া নানা স্থান হইতে আমার নিকটে পত্র আসিয়াছে। কিন্তু তোমরা আমার ভাবের ভাবুক হইয়া যাইবার ফলে আমার নির্দ্দেশ পাইবার ঢের আগেই ঠিক কার্য্যকর পন্থাটী আপনা আপনি ধরিয়া ফেলিয়াছ। তোমরা শহরের প্রতিটি সম্প্রদায়ের

কর্ণধার-স্থানীয় প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ এবং একখানা আমন্ত্রণ-পত্রে ইঁহাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া আন্দোলনের একেবারে সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠানটীতে শহরের গণ্য, মান্য, শ্রেষ্ঠ সজ্জন সজ্জননীদের সমাবেশ ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছ। যাঁহারা আমন্ত্রয়িতা রূপে স্বাক্ষর দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য প্রয়াসীও হইয়াছেন, যাহার ফলে তোমরা অতীব দামী দামী মানুষগুলিকে, অত্যন্ত ব্যস্ত-বিব্রত প্রচারক, অধ্যাপক, আইনজীবী প্রভৃতিকেও শ্রোতৃ-সমাবেশে পাইয়া গিয়াছ। ভাল জিনিষ ভাল লোকদের মধ্যে বিতরণ করিতে পারার সৌভাগ্য খুব কম বক্তার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তোমার প্রেম ও নিষ্ঠার পুরস্কার ধুবড়ীর সভাস্থলে সাধারণ বক্তারাও সুপ্রচুর-রূপে পাইয়াছেন। তোমাদের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্থানেও অনুসৃত হইলে, তাহার ফল সর্ব্বত্রই শুভময় হইবে। গীতা শাস্ত্র বলিয়াছেন, যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ,—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে আচরণ করেন, সাধারণ লোকেরা তাহার অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা চরিত্র-গঠন আন্দোলনে আগ্রহ প্রকাশ করাতে, বিশেষ করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ আদি সর্ব্বধর্ম্মের লোকদের নেতৃস্থানীয়েরা একত্র হইয়া আমন্ত্রণলিপি স্বাক্ষর করাতে, সর্ব্বশ্রেণীর সাধারণ লোকেরা চরিত্র-আন্দোলনের মহত্ত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে চিন্তা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন।

আমি ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে আন্দোলন একা একা আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং প্রধানতঃ যেই আন্দোলনটীকে জীবন্ত রাখিবার জন্য আজ তক্ প্রত্যেকটী সপ্তাহ, প্রত্যেকটী মাস, প্রত্যেকটী বৎসর ব্যয়িত করিয়া যাইতেছিলাম, তোমরা আমার কণ্ঠ হইয়া সেই আন্দোলনকে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দান করিতে আগ্রহী হইয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। যে কাজটীতে হাত দিয়াছ, সে কাজটী তোমাদের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় চালাইয়া যাইতে হইবে। আন্দোলনকে আরম্ভ করিতে হয়, তোড় জোড় করিয়া কিন্তু ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় শিবরাত্রির সলিতার মতন অল্প অল্প ঘৃত-সংযোগে। একটা আন্দোলনকে আগাগোড়াই হৈ-হুল্লার মধ্য দিয়া বাড়াইয়া যাওয়া চলে না। তদ্রূপ চলায় হুজুগ নামক রাহুগ্রহের উপদ্রবের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। দ্রুত সাফল্যের জন্য হুজুগ অনেক সময়ে অতীব অবাঞ্ছনীয় ও অসৎ উপায়কে শ্লাঘ্য ও সৎ বলিয়া ভাবিতে প্রলুব্ধ করে। খ্রীষ্টদেবকে শয়তান যেমন করিয়া প্রলুব্ধ করিতে চাহিয়াছিল, বুদ্ধদেবকে মার যে ভাবে পথ-ভ্রষ্ট করিতে চাহিয়াছিল, হুজুগ তেমন করিয়া কর্ম্মীকে বিপথে চালিত করিবার অপকৌশল অবলম্বন করে। হুজুগ হইতে কর্ম্মপ্রবাহকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্যই অনেক সময়ে হৈ-চৈ বর্জ্জন করিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন পড়ে। ১৯০৫ হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশে অনেক আন্দোলন দেখিলাম, ইহাদের

মধ্যে অনেকগুলির সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ এবং দুর্য্যোগ আমার ঘটিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আগুন জ্বালাইবার শক্তিই আন্দোলনের প্রাণ নহে, করতলে অগ্নিপিণ্ডকে অক্লেশে ধরিয়া রাখিবার শক্তি, সামর্থ্য এবং যোগ্যতার ভিতরেই রহিয়াছে আন্দোলনের প্রাণ। চরিত্রহীনকে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়াই ত' তাহার আশ্বাস-বচনে কাহারও মনে স্বস্তি আসে না, জাগে সন্দেহ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-পরায়ণ বলিয়াই ত' দশটা মানুষ একত্র হইতে পারে না। দশটা মানুষ এক সাথে মনে প্রাণে মিলিতে পারে না বলিয়াই ত' সুকৌশলে একে অন্যকে ঠকাইয়া চলার নাম বিজ্ঞতা ও যোগ্যতা! সুনির্দ্দিষ্ট একটী কল্যাণ-পরিণামী আদর্শকে হৃৎকমলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়া জীবনের যাবতীয় শ্রম ও শোণিতের বিনিময়ে তাহার অকুণ্ঠ সেবা করিয়া যাওয়ার নামই ত' চরিত্র।

যে আন্দোলন একাকী আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম একদা নীরবে, সেই আন্দোলন তোমরা সকলে মিলিয়া সর্ব্বস্থানে সমশক্তিতে, সমোৎসাহে, সমাগ্রহে, সমমনে, সমপ্রাণে শুধু আরম্ভ করিয়াই ছাড়িয়া দিও না, তাকে চালু রাখ, জীবিত রাখ, মৃত্যুর হাত হইতে, অন্তর্ধানের সম্ভাবনা হইতে সযত্নে রক্ষা কর। তোমাদের প্রয়াস জগৎকে প্রেমময় করিবে। প্রেম দূর করিবে তৃষ্ণাতুরতা ও অশান্তি। পৃথিবী অনেক কাল পরে

তাহার প্রকৃত ঈপ্সিত মূর্ত্তিটি মানুষের আচরণের মুকুরে দর্শন করিয়া নিজ সৌন্দর্য্যে নিজে মুগ্ধ হইবে। * *

যাহার আত্মবিশ্বাস আছে, জগতে তাহার সবই আছে। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, আত্মবিশ্বাসে তাহার অপ্রতুলতার কোনও কারণ নাই। তোমরা আত্মবিশ্বাস নিয়া কাজ কর। তোমাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি তোমাদের আত্ম-গরিমা নহে, তোমাদের ঈশ্বরবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস লইয়া যাহার সমীপস্থ হইবে, তাহাকেই তোমাদের কল্যাণ-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারিবে। বিশ্বাসীরাই চিরকাল অবিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাসের পথে টানিয়া আনিয়াছে। তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হও, তাহা হইলেই তোমাদের পক্ষে কোনও কার্য্য আর অসাধ্য থাকিবে না।

এই পত্রখানা তোমার প্রতিটি ভ্রাতা ও ভগিনীকে দেখাইবে। ইহার মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া বুঝাইবে। ইহার ভাবানুশীলন করিতে সহায়তা করিবে। সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বস্তরের মানুষের মনে এই সকল ভাবের প্রতিফলন সম্ভব করিবার জন্য প্রাণপণে বীর্য্যবান্ ও বীর্য্যবতী হইবে। পুনরপি আমার অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষ্‌ ঃ—

স্নেহের বাবা--, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছোট ছেলে বারংবার ঘর হইতে বাহিরে পলাইতেছে এবং খোঁজাখুঁজির পর বাহির করিতে হইতেছে, এই সংবাদ ত' ভাল নহে! পুত্রকন্যা পিতামাতার স্নেহের বন্ধনে থাকে বাঁধা। তাহারা ত' সাধারণ কারণে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে না।

কখনও কখনও কেহ কেহ শৈশব হইতেই অমানব দৈবী প্রেরণা পাইয়া পরমেশ্বরের সেবা বা দেশকল্যাণের আকর্ষণ অনুভব করিয়া ঘর ছাড়িয়া বারংবার বাহিরে যায় এবং পুনঃ পুনঃ ঘরে ফিরিয়া তুলনা করিতে চেষ্টা করে যে, ঘরেই শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ ও পূর্ণতা, না উহা রহিয়াছে বাহিরে। ইহারা নমস্য। কেহ কেহ কুসঙ্গের প্ররোচনায় অসদুদ্দেশ্যে বা কাল্পনিক উন্নতির মরীচিকা দেখিয়া বাহির হয় এবং সময় মত চখ খুলিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিলে চিরকাল

অধঃপতন আর দুঃখের সহিত লড়াই করে। এই সব ক্ষেত্রে পিতামাতার কর্ত্তব্য অকপট আদর্শবাদী হওয়া এবং পুত্রকন্যাদের মনে আদর্শবাদের পরশ বুলাইয়া যাইতে থাকা। ছেলেকে আমার নিকটে দীক্ষিতও করাইয়াছ, তবে ছেলে বিপথে যাইবে কেন? আমার রচিত পুস্তকগুলিতে আমি কাজের কথা লিখিয়াছি, না ছাই-পাঁশ-আবর্জ্জনা দিয়া ঐগুলি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পরীক্ষার জন্যও ত' পুত্রকে সামনে বসাইয়া একটার পর একটা করিয়া পড়াইতে পার। পুত্রের জন্য পিতামাতা কিছুই করিবেন না, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবেন আর বিদ্যালয়ের খরচ যোগাইবেন, পুত্রের প্রতি পিতামাতার মাত্র এইটুকুই কর্ত্তব্য নহে।

আমার পত্র পুত্রকে দেখাইও। আশীর্ব্বাদ ও আদেশ জানাইও যে, এখন হইতে তাহাকে দায়িত্বজ্ঞান লইয়া চলিতে হইবে, উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ভবঘুরের ন্যায় যার তার কথায় চলিতে সে আর পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩১শে আষাঢ়, বুধবার ১৩৮২
(১৬ই জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা--, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছাত্রাবাসের পশ্চিম দিকের বারান্দার ১২´ ফুট × ১২০´ ফুট আয়তনের বিরাট ছাদের কংক্রিট ঢালাইর কাজে আমি ব্যস্ত। পঁচিশ ত্রিশ জন কুলী-কামিন লইয়া নিয়ত ডাক-হাঁক করিতেছি। তার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার মঙ্গলকুটীরে আসিয়া লেখনী ধরিতেছি। হঠাৎ আজ তোমাকে বারংবার মনে পড়িতেছে। তুমি কেমন আছ?

যখনই আগরতলা যাই, তোমার প্রসন্ন আননখানি দেখিবার সাধ হয়। হয়ত এখন বয়সের ভারে জীর্ণ হইয়াছ, কিন্তু আমার চখে তুমি এখনো সুন্দর। তোমার সুন্দরতা তোমার সুনির্ম্মল ভক্তির উৎসমুখ হইতে আসিয়াছে। তাই তোমাকে এবং তোমার মতন অন্যান্যকে দেখিতে ভালবাসি। তাই তোমাদের দেখিতে আমি অভিলাষী। এক একবার আগরতলা যাই আর তোমাদের দেখিয়া উৎফুল্ল হই। এইবার আগরতলা গিয়া তোমাকে দেখিয়াছি কিনা, স্মরণে পড়িতেছে না। ভিড়ের

চাপে অন্তরের প্রফুল্লতা যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, অথচ শৃঙ্খলার মানেই হইতেছে কড়াকড়ি, ধমকাধমকি, রক্তচক্ষু ও অপ্রীতি। এবার তোমাকে দেখি নাই, তাই প্রাণটা অতৃপ্তিতে ভরিয়া আছে।

হাতে পায়ে কাজ করিবার সবল স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে তোমার না থাকিতে পারে কিন্তু তুমি যে চিরকালই সতীর্থদিগকে সৎ উপদেশ ও সৎপ্রেরণা দিয়া সৎকর্ম্মান্বিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছ, তোমার এই কৃতিত্ব কখনই অস্বীকৃত হইবার নহে। যদি তোমার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে কুলায়, তাহা হইলে আমি চাহি যে, চারিদিকের গ্রামগুলিতে যেখানে তোমার যে গুরুভাই আছে তোমাতে শ্রদ্ধাশীল, তাহাদের প্রত্যেককে বল ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশব্যাপী চরিত্রগঠন-আন্দোলনের অনুকূলে কাজ করিতে উৎসাহ দিতে। প্রাণভরা প্রীতি লইয়া যে কথা যাহাকে বলিবে, সে সেই কথা নিঃসন্দেহে রাখিবে। গায়ের জোরে যে কাজ হয় না, প্রেমের জোরে সে কাজ হয়।

কতকগুলি দরিদ্র গ্রামে আমি আমার ভ্রমণ-তালিকা অনেকবার তৈরী করিয়া করিয়া সাড়া না পাইয়া প্রত্যাহার করিয়াছি, এই কথাটা আমার ডাইরিগুলিতে চিহ্নিত রহিয়াছে। আমার ত' যাইবার ইচ্ছা কিন্তু গ্রামবাসী যুবকদের ঐক্য নাই, পারস্পরিক বিশ্বাস নাই, একের সহিত অপরের সহযোগ করিবার অভ্যাস নাই। ফলে, আমি যখন গিয়া উপস্থিত হইব,

তখন চারিদিকের রবাহূত জনতা আসিয়া ভিড় করিয়া ফেলিলে নানা কারণে গ্রামের দুর্নাম রটিত হইবে। আমি আমার প্রয়োজনের চেয়েও গ্রামের সুনামকে বেশী দামী মনে করি। আমার ত' ইচ্ছা করে, আমি দেশের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রামে গিয়াও একবার সকলকে বলি,—সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য আমাদের জন্ম, জীবন-ব্রত, তপস্যা, সাধনা ও সিদ্ধি,—আমাদের নিজেদের স্বার্থ সাধন-কল্পে এগুলির প্রয়োজন নাই এবং ছিল না। জগদ্বাসী প্রতিটি প্রাণীকে জগৎকল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের প্রতি জনের আদি এবং অকৃত্রিম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু ক্ষেত্র যদি প্রস্তুত না থাকে, চারিদিকের জনতা যদি কেবল হৈ-হুল্লোড়ই করে, তবে সেখানে গিয়া বৃথা ক্লান্তি সংগ্রহ ব্যতীত আর কোন্ মহত্তর কাজ হইবে?

রাস্তাঘাটের সুবিধা থাকিলে আমি তোমাদের ঐ ছোট্ট গ্রামটীতেও যাইতাম। বর্ত্তমান শরীর স্বল্প পথও পর্য্যটনে সমর্থ নহে বলিয়া এইরূপ আকর্ষণীয় বহু পল্লী কল্পনা-গগনে সন্ধ্যা-তারার মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া মিট মিট করিয়া হঠাৎ নিবিয়া যায়। দোষ আমার নহে, দোষ শরীরটার বয়সের। এক সময়ে দুর্গম পথেও ঘণ্টায় দশ মাইল হাটিতাম। সেই সময়টা আর বর্ত্তমান নাই।

শুভ বাক্য বলিয়া, শুভ চিন্তা উপহার দিয়া দুনিয়ার যত কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, অক্ষম, অকর্ম্মণ্যদিগকেও

সর্ব্বজন-শুভঙ্কর কর্ম্মের দিকে প্রবর্ত্তিত কর। এইটাই তোমার এই বয়সের বড় কাজ।

তুমি যদি বাড়ীতে না থাক এবং যদি পত্রখানা অপর কাহারও হাতে পড়ে, তাহা হইলে আমি আশা করিব যে, সে এই পত্রখানা চারিদিকের প্রতিটি গ্রামে আমার শিষ্যদের প্রতিজনকে যেন পাঠ করিয়া শুনায়।

আমি যখনই যেখানে যাই, আমার উপদেশ ব্যতীতও তখন হইতেই সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের জন্য মানুষের মনে একটা প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়,—ইহা আমার কোনও কৃতিত্ব নহে, ইহা আমার প্রতি পরমেশ্বরের একটা বিশেষ আশীর্ব্বাদের মহিমা। তরুণ কিশোর ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বিবাহিতেরা সংযমের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়, সমাজের প্রায় সর্ব্বস্তরে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহার দীর্ঘস্থায়িত্বই ত' হইতেছে দেশ, জাতি ও জগতের প্রধান প্রয়োজন। সম্ভাবনা আসিল বন্যার জলের মতন আর দেখিতে না দেখিতে তাহা ঝড়ে উড়িয়া গেল, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই সদ্ভাবনাকে স্থায়ী করিবার জন্য সকলের সংঘবদ্ধ শক্তি-প্রয়োগ প্রয়োজন এবং পিতামহের পতাকা পিতা, পিতার পতাকা পুত্র, পুত্রের পতাকা পৌত্র, পৌত্রের পতাকা প্রপৌত্র ধারণ করিয়া অব্যাহত গতিতে পথ চলিতে থাকিবে, এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই বিষয়ে সকলে অনুধ্যান দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৮২
(১৮ই জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। মৃণাল, মহীতোষ, সুকুমার প্রভৃতি জনসমাদৃত সুবক্তাদের বক্তৃতার বিশিষ্টতা ধীর চিত্তে লক্ষ্য করিয়া নিজের বক্তৃতা-শৈলীর তুমি উন্নতি সাধনে সচেষ্ট জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ভাল বক্তাদের বক্তৃতা মন দিয়া এবং বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া শুনিতে শুনিতে তোমার নিজস্ব এক বিশেষ শৈলীর আবিষ্কার সহজে স্বাভাবিক হইয়া আসিবে।

কি ভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিতে হয়, কি ভাবে বক্তৃতার উপসংহার টানিতে হয়, বক্তব্য বিষয়গুলিকে কি ভাবে পর পর সাজাইতে হয়, কোন্ অবস্থায় ভাষা-প্রয়োগের কিরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়, কি ভাবে কথা বলার ফল শ্রোতার উপরে কিরূপ হয় ইত্যাদি বহু বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা আমাদের তরুণ বয়সে এমন অনেক সুবক্তার বক্তৃতা দুই দশটা করিয়া শুনিবার সুযোগ পাইয়াছি, যাঁহাদের বচন-লালিত্য, ভাষা-বৈশিষ্ট্য, বিষয়-নির্ব্বাচনের দক্ষতা,

কণ্ঠস্বরকে ভাবের অনুকূল রাখিবার পটুত্ব একেবারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর। আমরা একজনের বিশেষত্বের সহিত অপরের বিশেষত্বের তুলনা করিয়া শ্রেষ্ঠতার তর-তম-বিচারের চেষ্টাও করিতাম। ইহাতে আমাদের এক প্রকারের সাহিত্যিকতা এবং সূক্ষ্ম বিষয়েও যুক্তি-নিচয়ের পরীক্ষা করিবার সাহস বাড়িত।

বক্তৃতা তুমি যতই ভাল দাও, তোমার বক্তব্য যদি যুক্তিহীন হয়, তাহা হইলে কেবল হৃদয়াবেগের বলে তুমি শ্রোতার মন গলাইতে পারিবে না। এই জন্য তাঁহাদের বক্তৃতাই অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে শুনিও, যাঁহারা যুক্তিনিষ্ঠ বক্তা।

সভাস্থলে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই সমান প্রধান। বক্তাকে শ্রোতার মন গলাইতে হইবে, শ্রোতাকে বক্তার বক্তব্য বুঝিয়া নিতে হইবে। এখানে গরজ বক্তারই বেশী। সুতরাং নিজের বলিবার কায়দাকে বারংবার পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া হইলেও কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়কে সরলীকৃত করিতে হইবে। সরলীকরণের এই ক্ষমতাই বক্তার হাতের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের মূল সত্যকে নিজে সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি না করিতে পারিলে কে কবে তাহা আবার অপরকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে? সভাস্থলে যাইবার পূর্ব্বেই তোমার বক্তব্য বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া নিও।

তোমরা যখন আমার চরিত্র-গঠন আন্দোলনের বক্তা-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে যাইতেছ, তখন তোমাদিগকে আমার

যাবতীয় উপদেশ-বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। দিন কতক আগে অসহযোগ-আন্দোলনের প্রখ্যাত বক্তা বর্ষীয়ান্ স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা গুরুধামে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার একটী প্রস্তাব ছিল। মেদিনীপুর জেলাময় চরিত্র-গঠন আন্দোলন পরিচালনের জন্য একদল সুশিক্ষিত বক্তা সৃষ্টির প্রয়োজন। এজন্য পারিলে তিন মাসের জন্য, নতুবা অগত্যা এক মাসের জন্য একটী প্রশিক্ষণ-শিবির করা আবশ্যক। উহাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি অখণ্ড-সংহিতা হইতে নানা অনুচ্ছেদ ও প্রসঙ্গ এখন হইতেই "নোট" করিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার মতে, একমাত্র অখণ্ড-সংহিতা অবলম্বনে হাজার হাজার বিষয়ে বক্তৃতা দানের সারবস্তু আহরণ করা যাইতে পারে এবং একদা অখণ্ড-সংহিতাকে আকর স্বরূপ ধরিয়া হাজার হাজার শক্তিশালী বক্তার আবির্ভাব সম্ভব হইবে। এই মন্তব্য কেবল শ্রীশবাবুরই, তাহা নহে। পণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় নন্দও ঠিক একই অভিমত পোষণ করেন। নন্দ মহাশয় ঠিক তার পর দিনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যাহারা আমার মন্ত্রশিষ্য, তাহাদের মতামত কি হওয়া উচিত, তোমরা নিজেরাই বোঝ।

আমি শ্রীশবাবুকে বলিয়াছি যে, এ প্রস্তাব সাধু। কাজ আরম্ভ হইলে আমি পূর্ণ সহযোগ দিব। তাঁহাকে আরও বলিয়াছি যে, বারংবার চারিবার যে মহীতোষ কাছাড় হইতে আসিয়া ত্রিপুরায় বক্তৃতা-ভ্রমণ করিয়া জেলাটা মথিয়া দিয়া গেল, তাহাতেও তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভাবী বক্তাকে শ্রোতাদের মধ্য হইতেই খুঁজিয়া বাহির করা। এই বিষয়ে তাহার প্রতি আমার বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল এবং মহীতোষ অখণ্ড-সংহিতাগুলি হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এমন একটী বাণী-সঙ্কলন করিয়া লইয়াছে, যাহার সাহায্যে বক্তাদের বক্তব্য বিষয় নিয়া বিশেষ ভাবিতে হইবে না। শ্রীশবাবু যাহা করা প্রয়োজন বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরাও ভাবিয়া নিয়াছি।

কিন্তু বক্তা তৈরী করিলেই ত' চলিবে না। বক্তার থাকা চাই চরিত্র। এই জন্য প্রত্যেকটী ভাবী বক্তার জন্য আমার নির্দ্দেশ কঠোর। নিজেকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ কর, বলীয়সী কর, তবে ভাষণমঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিও যে,—বাবামণি ইহা ইহা বলিয়াছেন, আমরা আপনাদিগকে তাহাই শুনাইতে আসিয়াছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা--, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্যই তোমার পত্র পাইলাম আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে বসিলাম ইহা একটা অঘট্য-ঘটনা। বুধবার ছাদ ঢালাই কাজে লাগিয়াছিলাম, সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি আসিল। পঞ্চাশ ফুটের বেশী ঢালাই করা সম্ভব হইল না। সেণ্টারিং করা আরও বিশ ফুট ছিল, কিন্তু কাল অবিরাম বৃষ্টি গিয়াছে, আজ সন্ধ্যার কিছু আগে বৃষ্টি থামিয়াছে। একদিনের বৃষ্টিতে মঙ্গল-সাগর জলে ভরপূর। দুই তিনটা বহিঃপ্রণালী দিয়া কলকল শব্দে অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইতেছে, অথচ পরশু তক্ মঙ্গলসাগরের চেহারা ছিল যেন দীর্ঘকালের অনাহারী ভিক্ষুকের লাবণ্যহীন মাংসবর্জ্জিত চর্ম্মমাত্রসার অস্থিপঞ্জরের মত। বৃষ্টি আমাকে ঘরে বসাইয়াছে, সুতরাং পত্রের উত্তর দিবার কাজটীতে বিলম্ব করিব কেন? অনেক পত্রের জবাব আমি ছয় মাস বা এক বৎসর পরেও দিতে বাধ্য হই। কারণ, এত খাটিয়াও অবসর করিতে পারি না। এই হিসাবে তোমাকে ভাগ্যবতী বলিতে হইবে। কিন্তু এই ভাগ্যের জন্য প্রশংসা আমার প্রাপ্য নহে, এ ভাগ্যের জনয়িতা তিনি, যিনি দুই দিন

ধরিয়া প্রবল বৃষ্টি দিয়া জরুরী নির্ম্মাণ-কার্য্য বন্ধ করিয়া রাখিলেন। কাজটা ছাত্রাবাসের পশ্চিম দিকের বারান্দার। দুই শত দশ ফুট লম্বা এই বারান্দার ছাদ শেষ হইবার পরে আমাকে ছাত্রাবাসের পূর্ব্ব দিকের বারান্দার কাজ ধরিতে হইবে। ইহারও দৈর্ঘ্য দুই শত দশ ফুট এবং প্রস্ত কিছু কম, বোধ হয় দশ ফুট। এগার ফুটের কিছু বড় লোহার বীম এজন্য কেনা হইয়াছে সম্প্রতি। দুই দিকের দুই বারান্দার ছাদ শেষ হইয়া যাইবার পরে মধ্যবর্ত্তী মূল দালানের ছাদ ধরিব। তাহার জন্য সাড়ে চৌদ্দ ফুট মাপের একুশখানা লোহার বীম আজ তিন বৎসর হইল কিনিয়া ঘরে মজুদ রাখিয়াছি। তথাপি কতকগুলি অনিবার্য্য বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ছাদটী করা যায় নাই। এই ছাদখানা দুই শত বিশ ফুটের পরেও আরও পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বায় বড় হইবে। ভাবিয়া দেখ মা, কি বিশাল ইমারত আস্তে আস্তে আমাকে গড়িতে হইতেছে। একদা মঙ্গলসাগরের জলকে বাঁধিয়াছিলাম যেই পাকা বাঁধ দিয়া, ছাত্রাবাসটী তাহারই বনিয়াদে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠিতেছে। বাঁধকে ছোট করার উপায় ছিল না, তারই জন্য দালানটাকেও আর ছোট করা যাইতেছে না। তাই কাজ বেশী। এত কাজের দায়িত্বের মধ্যেও যে কখনো কখনো চিঠিপত্র লিখিবার অবসর হয়, তাহা ভাবিতে আমারও আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু আজ আমার অবসর। ইচ্ছা করিলে দশ বিশখানা পত্র লিখিতে পারিব এবং লিখিবও।

তোমার পত্র পাঠ করিয়া বড়ই বেদনা অনুভব করিলাম। প্রতিটি ছত্রে কেবল দুঃখ আর ব্যথার বারতা। কিন্তু মা, অল্প হউক, অধিক হউক, দুঃখ ছাড়া জীবন নাই। কেহ কেহ দুঃখকে গণনায় আনেন নাই, অধিকাংশেই দুঃখের ভাবে মুষড়িয়া পড়িয়াছে। এইটুকুই মাত্র পার্থক্য। তোমাকে প্রথমোক্ত ধন্য মানুষদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তকেই নিজ জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। স্বামি-পুত্র-সংসার সবই যদি পরমপ্রভু কাড়িয়া নিয়া থাকেন, তবে জানিও এবার তাঁহার লোভ তোমার উপরে। তিনি তোমাকেও সবলে কাড়িয়া নিয়া তাঁহার বুকের স্পর্শ দিবেন। চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখ যে, মায়া, মোহ, লালসা, বাসনা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ ও দুর্ব্বলতা তাহাদের জাল বিস্তার করিয়া তোমাকে আটকাইয়া রাখিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে কিনা। ভগবান তোমাকে চাহেন বলিয়াই তোমাকে দুঃখ দিয়া বারংবার তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

নিজেকে একান্তই নিরাশ্রয়া জানিয়া মনে প্রাণে তাঁহার শরণাপন্না হও। তিনি আর তাঁহার নাম যে অভেদ-বস্তু, এই প্রত্যয়কে অন্তরে স্থাপন করিয়া নাম করিতে থাক। একবার, মাত্র একবার, উচ্চারিত হইলেও যে নাম তাঁহার কাজ করিয়া যান, এই বিশ্বাস নিয়া নাম কর। নামে যাহাদের আস্থা বা বিশ্বাস নাই, এমন লোকদের সংস্পর্শ হইতে, যতটা পার,

দূরে সরিয়া থাকিয়া নাম করিয়া যাও। নাম করিলে স্বর্গ হয়, ধনলাভ হয়, লৌকিক সমৃদ্ধি হয়, এসব কথা কাণেও তুলিও না। নাম করিলে ভক্তি আসে, এইটাই প্রকৃত সত্য কথা, ইহাই আসল কথা। ভক্তি আসিলে প্রার্থনা করিয়া, যাজ্ঞা করিয়া, দাবী-দাওয়া করিয়া ভগবানের কাছ হইতে কিছু পাইবার রুচিই থাকে না। একথা আমি যথার্থই বলিয়াছি যে, কল্পতরুর কাছেও চাহিতে হয়, ভগবানের কাছে কিছু চাহিবার প্রয়োজন নাই। যাহা দিবার, তিনি নিজে হইতেই দিবেন।

জগতের প্রত্যেকটী প্রকৃত সাধক আমার এই কথায় সমর্থন করিবেন। কারণ, এই কথাটী একজন বা দুই জনের জীবনে নহে, সহস্র সহস্র সিদ্ধ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

সাধন করিতে ব্যাঘাত আসে ত' আসুক, গ্রাহ্য করিও না। ঐ সকল গ্রাহ্য না করিয়া গোঁয়ার-গোবিন্দের মতন নিজ কর্ত্তব্যে লগ্ন হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে। তোমরা যখন সত্যই চেষ্টায় উদ্যত হও, তখন আমি সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া নিশ্চিতই তোমাদের কাছে আসিয়া, পাশে আসিয়া দাঁড়াই। আমি ত' তোমাদের প্রত্যেককে সহায়তা করিবার জন্যই রহিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা--, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি ত' মা জান যে, আমি জীবনে একটী প্রাণীকেও কদাচ বলি নাই যে, আমার নিকটে আসিয়া যেন দীক্ষিত হয়। এইরূপ কামনাও অন্তরে কখনও পোষণ করি নাই। কিন্তু কেহ একবার দীক্ষিত হইলে তাহার নিজ সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা কেহ দীক্ষিত হইলে ইহাতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করি। কারণ, সমভাবের ভাবুকেরা কাছাকাছি থাকিলে সমবেত উপাসনাগুলির অনুষ্ঠান সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু যখন দেখি যে, তাহাদের পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ বা জামাতারা আসিয়া দীক্ষিত হইতেছেন, তখন আমার আনন্দের অবধি থাকে না। কারণ, জগতের মহত্তম চিন্তাগুলি নিত্য-সাধনের মধ্য দিয়া বংশানুক্রমে প্রবাহিত করিবার পথ ইহাতে প্রশস্ত হয়। সরিষার ফুলের মতন ছোট্ট একটা জিনিষ বংশানুক্রমে উন্নত হইতে হইতে

বিরাট ফুলকপিটায় আসিয়া পরিণত হইয়াছে,—ইহা উন্নতিরই ধারাবাহিকতারই সুফল। সেদিন তুমি তোমার কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে গুরুধামে আনিয়া দীক্ষা নেওয়াতে আমি সেই কারণেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শুধু আনন্দিত নহে, আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। এখন তোমার কর্ত্তব্য হইবে ইহাদিগকে সাধনে উৎসাহিত করা এবং জগৎকল্যাণমূলক আমার যাবতীয় সচ্চিন্তাসমূহের সহিত ইহাদের অন্তরের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া। তোমার মাসীমা স্বর্গীয়া—কে নিশ্চয়ই কখনো বলিতে শুনিয়াছ,—"বাবামণির বাণীগুলির সহিত পরিচিত হওয়া আর বাবামণিকে প্রাণের কাছে পাওয়া এক কথা।" আমার চিন্তাগুলির সঙ্গে তোমরা প্রত্যেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হও।

নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়া তোমার জীবন-প্রবাহ ছুটিয়াছে। একমাত্র পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিত্যশুভদ নামেরই মহিমায় তুমি আজ তক্‌ শক্ত মেরুদণ্ডে দাঁড়াইয়া আছ। নামের অমৃত তোমাকে অমরত্ব দিক্‌, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১লা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিনে তোমার কার্ড পাইলাম। বোকারো ইস্পাত নগরী কত কাছে, কিন্তু পত্রটী আসিতে ছিয়ানব্বই ঘণ্টা লাগিল। কিন্তু কার্ডখানা প্রেমে, ভক্তিতে, ভালবাসায় ভরা। ইহা যদি আরও সাত দিন দেরীতে আসিত, তাহা হইলেও ক্ষতি পোষাইয়া যাইত। সত্য শাশ্বত সুন্দর বস্তু দেরীতে আসিলেও আদরণীয় হয়।

বারাণসী হইতে এক হাজার "প্রতিধ্বনি" তোমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। এগুলির সদ্ব্যবহারের ফলে গণমানসে সচ্চিন্তার কিছু না কিছু রেখাপাত হইবেই। মানুষের বাস্তব অর্থাৎ জড়ীয় কোনও সেবা আমা দ্বারা যদি নাও হয়, তবু তাহার মনে যদি দুই চারিটী সচ্চিন্তা প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে উহা দ্বারাই কিছু জনসেবা আমি করিলাম বলিয়া আত্মপ্রসাদ অর্জ্জনের অবসর আছে। অর্থাৎ, এই আত্মপ্রসাদটুকু অতি প্রগাঢ় না হইলেও ইহা আমার অধিকারের সামিল হইল। মানুষের প্রকৃতিগত

রূপান্তর সাধন করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমার আত্মপ্রসাদের কৌলীন্য বড়ই কম, ইহাও জানিও। সচ্চিন্তার প্রসারণ দ্বারাই ভাবী কালের সৎকার্য্যগুলির বীজ উপ্ত হইবে।

বিরাট বোকারো ইস্পাতনগরীর এত কাছে পুপুন্কী, তথাপি ওখানকার নাগরিকগণ পুপুন্কী আশ্রমের সংশ্রবে আসে নাই বলিয়া তুমি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ। ইহা ইস্পাতনগরীর প্রতি তোমার প্রগাঢ় প্রেমের পরিচায়ক। কিন্তু বাবা, আমি শ্রমজীবী লোক, শরীর খাটাইয়া কাজ করি, আমার এখানে যদি দর্শণার্থী, জিজ্ঞাসু ও বা জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিরা কেবল আসিতেই থাকেন, আমি আমার আয়োজন-করা কাজগুলি করিব কখন আর তাঁহাদের যোগ্য সমাদরই বা করিব কি করিয়া? পদে পদে আমার ত্রুটি হইবে, অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ঘরে ফিরিবেন। ইহা ত' আমার পক্ষেও লজ্জার দোষের ব্যাপার হইয়া পড়িবে। মহানগরীর লোকেরা দলে দলে আসিতেছেন না বলিয়া আফশোষ করিও না। আমার প্রয়োজন বৃক্ষের মূলকে দিগন্তব্যাপী প্রসার দান, তাহা হইলেই একদা শাখা-প্রশাখাগুলি দিগন্ত ছাড়াইয়াও অনেক দূরে যাইবে। আমার জীবনের প্রায় অধিকাংশ কাজই মাটির নীচেকার কর্ম্ম-ভূমিতে, বাহিরের বাতাসে আমার পতাকা পত্‌পত্‌ করিয়া নাই বা উড্ডীন হইল।

"A small beginning is always good"—কথাটা আমার মুখে শুনিয়া অন্তরে প্রভাবিত হইয়াছ। কিন্তু কথাটা বোধ হয়

আমার সৃষ্টি নহে। কথাটা আমি কৈশোরে আর কোথাও হয়ত শুনিয়া থাকিব। কথাটা মনে লাগিয়া গেল বলিয়া আর ভুলিতে পারি নাই, মনে হয়। চিরকাল ছোট ছোট কাজে আনন্দ পাইয়াছি, লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া তাহা করিয়া গিয়াছি। নাম, যশ, স্বীকৃতি বা অনুমোদনের ধার ধারি নাই। দশ জনের চলার পথের একটা অনুচিত পাথর সরাইয়া ফেলিতে বিজ্ঞাপনও লাগে না, দলবদ্ধতারও অবশ্যকতা নাই। কিন্তু কাজ ধরিলেই হইল না, Stick to it with all your might,—সর্ব্বশক্তি লইয়া তাহাতে লাগিয়া থাক— এই কথাটা আমি আগের কথাটার মত সত্য বা তার চেয়েও বেশী মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করি। পুপুন্কীর জঙ্গল কি অপসারিত হইত, যদি না Stick করিতাম, যদি না লাগিয়া থাকিতাম? জলহীন মরুভূমিতে মঙ্গল-সাগরের জলরাশি কি তৃষ্ণার্ত্তকে অভয় দিত, যদি না লাগিয়া থাকিতাম? কি আমার সহায় ছিল, কিই বা ছিল সম্বল? আমার জীবনের এমন ঘটনা আছে, যাহা আমি কদাচ প্রকাশ করিব না। কিন্তু সেই সব আলোচনা-প্রত্যালোচনা করিলে নিজে নিজে এই উপদেশটুকু পাই যে, বড় বড় চিন্তাই সব চেয়ে বড় কথা নহে, চিন্তানুযায়ী কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত এবং আমৃত্যু নিষ্ঠায় তাহাতে লাগিয়া থাকিতেও হইবে। ধরিলাম আর ছাড়িলাম,—হইলে চলিবে না। কর্ম্মসাফল্যের ইতিহাসে hammering একটা

বড় কথা। ছোট ভাবে কাজ শুরু করিয়াছ, ছোটভাবেই চলুক। হুজুগ বা হৈ-চৈ করিয়া তাহাকে কৃত্রিমতার রঙ্গে রাঙ্গাইও না। কারণ, সেই রং ধোপে টিকে না। সেই জোলুষ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একটা হুজুগ পাল্টা হুজুগের দ্বারা কেহ বিকল ও বিফল করিয়া দিতে পারে, যেমন ম্যালেরিয়ার ১০৪ ডিগ্রি জ্বরও কুইনিনে নামিয়া যায়। কিন্তু ঘুষঘুষে জ্বর অর্থাৎ জীর্ণজ্বর কোনও কড়া ঔষধেও ধরে না, তার জন্য আমূল চিকিৎসার প্রয়োজন। ক্ষুদ্র তোমাদের প্রারম্ভ আস্তে আস্তে চলমান হউক, চলমান রহুক, থামিয়া যেন না যায়। বাকীটা পরমেশ্বর দেখিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১লা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তুমি, কল্যাণীয়া মা এবং পরিবারস্থ পুত্রকন্যাগণ সহ অপর সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানে আমার আসিবার কথা ছিল এবং বর্ষা নামিয়া পড়িল বলিয়া এখন যাওয়া স্থগিত হইল। কিন্তু শরীর

সুস্থ থাকিলে বর্ষাবাদল কিছু কমিয়া গেলেই ভ্রমণ-তালিকা করিব। ইতিমধ্যে তোমাদের করণীয় কাজগুলি সকলে মিলিয়া করিয়া রাখ।

দেশব্যাপী চরিত্র-আন্দোলন সৃষ্টি করার কাজে সাধ্যমত আত্মনিয়োগের জন্য আমি সকল স্থানের সকল মণ্ডলীতেই নির্দ্দেশ প্রেরণ করিতেছি, এবং চিরকাল আমি যে আন্দোলন আবাল্য চালাইয়া আসিতেছি, তাহাও চরিত্র-আন্দোলন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। চরিত্র-আন্দোলনের উপযোগিতা বর্ত্তমানে জনসাধারণ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়াই তোমাদের এই-বিষয়ক চেষ্টা অতীব ব্যাপক এবং গভীর হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি ইহাতে নিয়োজিত হউক, আমি ইহাই চাহিতেছি জানিও।

তোমাদের অনেকেরই মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। অনেকের ব্যক্তিত্ব আবার দূরদৃষ্টির দ্বারা সমন্বিত। কিন্তু দুইটী তিনটী বা চারিটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে একত্র মিলিয়া কাজ করিতে পার না, ইহা তোমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই একটী দোষ না থাকিলে বাঙ্গালী জাতি জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিত। তোমাদের বিবেকানন্দ আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াও, একই শহরে জন্মলাভ করিয়াও, এই অসামান্য পুরুষদ্বয়ের মধ্যে পরিচয়ের বা সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র কখনো রচিত হয় নাই। এই ঘটনাটী

কাহারও ইচ্ছাকৃত নহে কিন্তু এমন দুই যুগন্ধরের পরস্পরের সহিত পরিচয় হইল না, এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার বলিয়া যেন মনে করা যাইতে পারে। তোমাদের সুভাষচন্দ্র আর তোমাদের যতীন্দ্রমোহনে ঐক্য হইল না, প্রীতি হইল না, দুই জনের সমর্থকেরা পরস্পর পূর্ব্ববঙ্গের শহরে গ্রামে কেবল লাঠালাঠি করিয়া শৌর্য্যবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইল, ইহা কেমন ব্যাপার? ইহা জাতীয় গৌরব সূচিত করে না।

তোমাদের গ্রামের গৌরব বাড়িবে তখন, যখন প্রতিটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ও নারী একই আদর্শের কাছে অবনত হইয়া বিনয় ভিক্ষা করিবে এবং ছোটবড় সকলকে এক সাথে লইয়া আহ্লাদিত মনে আনন্দোৎসবের আয়োজন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রথের পুণ্য দিনে তুমি আমার ভিতরে বামন-দর্শন করিয়াছিলে আজ ১লা শ্রাবণের পুণ্য দিনে আমি আবার তোমার ভিতরে পরমাত্মাকে দর্শন করিলাম। তুমি সন্ন্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। ইহা আশ্চর্য্য নহে, তোমার সন্ন্যাস নিবার বয়স বিশ বৎসর পূর্ব্বেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু ঘরে তোমার পুণ্যবতী বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবে কেন? তিনি ত' সংযত জীবন-যাপন করিয়া তোমাকে প্রতি পদে সহায়তা করিতেছেন। কাষায় বসনের নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে কিন্তু হৃদয় তোমার গৈরিকে রাঙ্গাইয়া গিয়াছে, তোমার আবার আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? আমি তোমাকে আমার সন্ন্যাসী সন্তান বলিয়াই মানিয়া নিয়াছি। বাহিরের লোকের কাছে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় না দিলে কি ক্ষতিটা হইবে?

জগন্মাতা নিজে আসিয়া তোমার কর্ণে ওঙ্কার-মন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছেন। পুনরায় আমার কণ্ঠ হইতে ঐ মন্ত্র শুনিয়া নিবার কোনও আবশ্যকতাই নাই। ঐ নামেই মজ। তবে, তোমার চিরবরেণ্য গুরুদেব তোমাকে একটী মহৎ মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছিলেনে। ঐ মন্ত্রে তোমার বিশ্বাস আছে, ঐ গুরুদেবে তোমার শ্রদ্ধা সমুদ্রতুল্য গভীর,—সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র নিশ্চই বার কয়েক আগে জপিয়া লইবে। "আমার অনুভব হইতেছে যে, যাহার এক হাজার টাকা আছে, তন্মধ্যে তাহার

পাঁচ শত, সাত শত প্রভৃতি সংখ্যার টাকাও রহিয়াছে।" তোমার এই যুক্তি অকাট্য। সত্যই ওঙ্কার মন্ত্র জপ করিলে জগতের সকল মন্ত্রই জপ করা হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ বা জপ করার আবশ্যকতা পড়ে না কিন্তু তোমার ত্রিলোকপূজিত গুরুদেবের সম্মানার্থ তাঁর প্রদত্ত নামটী আগে কতকবার জপ করিয়া নিও।

নিজেকে সন্ন্যাসী জানিয়া অনাসক্ত হও। নিজেকে ওঙ্কার মহামন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক জানিয়া ঐ মন্ত্র জপেই দেহমন লাগাইয়া রাখ। পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীকে তোমার অন্তরের উচ্চানুভূতি-সমূহের আস্বাদন পাইতে সহায়তা কর আর চারিদিকে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মানুষগুলির অন্তরে জ্ঞানের আলো, যুক্তির আলো, বুদ্ধির আলো ও সাধনের আলো বিতরণ কর।

আমি একদা গেরুয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বলিয়া জগতের কোনও অহিত হয় নাই। গেরুয়াহীন সন্ন্যাসী বলিয়া নিজেকে জানিয়া বিজ্ঞাপন-বর্জ্জিত সন্ন্যাস জীবন-যাপন করা আরম্ভ কর।

শরীর থাকিতে থাকিতে একান্তই ঈশ্বরানুগত হইবার আকৃতি লইয়া পথ চল। আমাকে যখন ভালবাসিয়াছ, জানিও, আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১লা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

ঠিক এখনই তোমাদের গ্রামে আমার যাওয়া হইতেছে না, কিন্তু বর্ষা কমিয়া গেলেই হয়ত প্রোগ্রাম করিব। যাহাতে আমি কাজ করিবার জন্য কর্ষিত ভূমি পাই, তাহার জন্য তোমাদের গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পাঠ-প্রকল্প চালু রাখা প্রয়োজন। সময় চলিয়া গেলে আর আসে না। সময় থাকিতে থাকিতেই কাজ সারিয়া ফেলিতে হয়।

তোমাকে পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। তাহার মানেই এই যে, তোমাকে তোমার প্রতিষ্ঠা সমাজের পরিপূর্ণ কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই কাজটুকুই তুমি যদি কর, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিরা তাহাদের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়া জগতে এমন এক কর্ম্মমহোৎসব সৃষ্টি করিতে পারিবে, যাহা এতকাল অকল্পনীয় ছিল। জনসাধারণের বাহুতেই জাতির শক্তি। সেই শক্তিকে প্রবোধিত, উদ্দীপিত, একত্রিত ও পরিস্ফীত করিয়া দিবার দায়িত্বই শুধু নেতৃবর্গের। কিন্তু নেতারা যদি হয়

আদর্শভ্রষ্ট, সন্নীতিচ্যুত, প্রতারক, তাহা হইলে গণ-মানসে তাহাদের প্রভাব কার্য্যকর হয় না। ছল, চাতুরী আর কৌশলের সেখানে কিছুই করিবার নাই।

মনে প্রাণে আদর্শ-নিষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা কর এবং সকলকে প্রণোদনা, প্রেরণা ও নির্দ্দেশনা প্রদান কর। পরমেশ্বরের নামে অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের দেহ-মনের পূর্ণ-পবিত্রতা বিধান কর।

কল্যাণীয়া মাকে এই পত্রেই স্নেহ ও আশিস জানাইতেছি।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩রা শ্রাবণ, ১৩৮২
(২০শে জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক দিন ধরিয়াই তোমাকে পত্র লিখিব মনে করিতে ছিলাম। ঠিকানাটী মনে ছিল না। অন্য কাজ করিতে করিতে হঠাৎ ঠিকানাটী পাইয়া গেলাম। তাই আর বিলম্ব সহিল না।

আমি আমার প্রতিটি সন্তানকে মনে মনে ধ্যান করি। আমার সন্তান-রূপে তাদের ধ্যান করি না, ধ্যান করি জগতের আদিমাতা জ্ঞান করিয়া, জগতের আদিপিতা জ্ঞান করিয়া। কুমারীদিগকে আমি মাতাপিতার এক সর্ব্বসমন্বিত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া ধ্যান করি। যাহার যে মূর্ত্তিটি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে, তাহার সেই মূর্ত্তিতেই মনঃসংযোগ করিতে করিতে মূর্ত্তি আস্তে আস্তে তাহার সসীমত্ব হারাইতে আরম্ভ করে এবং মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেন রূপান্তর ঘটিতে থাকে। হাতটী যেমন ছিল, আর তেমন থাকে না। পা দুটী যেমন ছিল, আর তেমন রহে না। চোখটী, মুখটী, নাকটী, কাণটী—সবই আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হইতে হইতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া এক বিরাট সৌন্দর্য্যের মেলা যেন আত্মপ্রকাশ করে। আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে পাই, ঐ মুর্ত্তি আমি ছাড়া আর কিছু নই এবং আমার আমিত্ব অপসরণের ফলে আমি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাই। চিরকাল শিষ্যেরা গুরুকে ধ্যান করিয়া আসিতেছে, আমি শিষ্যদিগকে ধ্যান করি।

যাহাদের কথা এভাবে চিন্তা করিতে আমি আনন্দ পাই, অগণিত-সংখ্যক সেই সন্তানদের মধ্যে তুমিও অন্যতম। আমার প্রতিটি শিষ্য-শিষ্যা এই ভাবে পরোক্ষতঃ আমার আধ্যাত্মিক আহ্লাদের হেতুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই সহজে তোমাদের কাহারও কথা বিস্মৃত হইতে পারি না।

তুমি অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি-অসুবিধার মধ্যে আছ। তার মধ্যে থাকিয়াও তুমি কিন্তু মা নিরন্তর ওঙ্কার মহামন্ত্র জপ করিয়া যাইও। আমি আমার ধ্যানবলে তোমাদের প্রতিজনের দেহের প্রতি অণুতে ও মনের প্রতি পরতে যে পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য আজীবন তপোব্রত পালন করিয়া যাইতেছি, তোমরা তোমাদের নাম-সাধনের বলে সেই পরিবর্ত্তনকে, সেই রূপান্তরকে, সেই উন্নতাবস্থাপ্রাপ্তিকে সহজতর ও স্বাভাবিকতর করিতে কদাচ শৈথিল্য করিও না। আমিই একা তোমাদের জন্য শ্রম করিয়া ক্লান্ত হইব আর তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কিছুই করিবে না, ইহা হইতে পারে না। তোমাদের প্রতিটি সাধন-সিদ্ধির আনুকূল্য দান করিবার জন্য তোমাদের অজ্ঞাতসারে আমি প্রত্যহ অতীব কঠোর পরিশ্রম করিতেছি, যাহা সম্ভব হইতেছে শুধু ইহাতে আমি অপার আনন্দ পাই বলিয়া। তোমরা অবশ্যই এই কথা গুলি বিবেচনা করিয়া সাধনব্রত হইবে, ইহা আমি প্রত্যাশা করিব।

দীক্ষার দিন বলিয়াছিলাম—আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে থাকিব,—একথা কিন্তু যথার্থ। আমি তোমাদের একজনকেও আন্দাজী ভাগ্যান্বেষণ করিবার জন্য একাকী ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাই আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে থাকি। সাধন করিয়া যাইতে থাকিলে ইহার উপলব্ধি আস্তে আস্তে তোমাদের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আসিয়া যাইবে। আনুমানিক মানসিক সান্ত্বনা ভয় দূর করে না কিন্তু উপলব্ধি অভয়দায়িনী সুধা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩রা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র এবং সজিনা-বীজ পাইয়াছি। বীজ যথাস্থানে লাগান হইয়াছে, জানিও। আর বীজ পাঠাইবার দরকার নাই। কাজ যাহা হইবার, ইহাতেই হয়ত হইয়া যাইবে।

তুমি তোমার মাতৃভাষায় পাহাড়ী মানুষদের ভিতরে সত্য, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার ভাবাদর্শ প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু জড় জগতের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর যে দাবী মানুষের জঠরাগ্নিকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন বাড়িতেছে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় তোমাদের প্রচারণার চেষ্টা হঠিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে ক্ষোভ রাখিও না। ক্ষুধা জীবমাত্রেরই মৌলিক এক দুর্ব্বলতা, যাহার বশে পড়িয়া জীবেরা প্রতীকারের নানা পন্থা চিরকালই

চিন্তা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। বলিতে কি, উদরের ক্ষুধা হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় রাজনীতির উৎপত্তি।

কিন্তু তোমাদের পথ রাজনীতির পথ নহে। রাজনীতির মত নিয়া পার্থক্য থাকার দরুণ মানুষে মানুষে এবং দলে দলে যে বিরোধ রহিয়াছে, তাহার সহিত তোমাদের কাজের কোনও সম্পর্ক নাই। ইংরাজ আমলেও তোমাদিগকে একথা শতবার বলিয়াছি, বর্ত্তমান আমলেও একথা বারংবার বলিব। তোমাদের কারবার মানুষের সহিত, রাজনীতির সহিত নহে। কোনও রাজনীতি-বিশারদেরই মত-খণ্ডন, বিরোধিতা, সমর্থন বা পুচ্ছতাড়ন তোমাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত নহে। মানুষের প্রাণের ক্ষুধা নিয়া যেখানে কথা, তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র সেইখানে। নিজেদের অরাজনৈতিক বিশেষত্ব নিয়া তোমরা ধীর পদেই চল। দ্রুত চলাই চলার সার্থকতা নহে, সুনিশ্চিত কল্যাণের পথে চলিতে থাকাই চলার সার্থকতা।

পাহাড়ীদের মধ্যে তুমি ও তোমার সহকর্ম্মীরা বারংবার যাও এবং বারংবার এই কথা শুনাইতে থাক যে, প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টার সহিত পেটের ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টার কোনও বিরোধ নাই। পেটের ক্ষুধা মিটাইবার রাস্তা ইহাদিগকে যিনি বা যাঁহারা দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি বা তাঁহারা তাহা করুন। সংঘর্ষ, বিবাদ, বিরোধ, অশান্তি, অনর্থক আয়ুক্ষয় আদি এড়াইবার জন্য আমরা শান্তি, মৈত্রী, প্রীতি ও

ভালোবাসার রাস্তা ধরিয়াছি। তাই আমাদের একটী মাত্রই বুলি,—"চরিত্রবান্ হও, অন্যান্যকে চরিত্রবান্ হইবার কাজে সহায়তা কর, চরিত্র-সম্পদ অটুট রাখিবার জন্য একান্ত ভাবে পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং সব মতের এবং সব পথের সাধকের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হও। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ঠিক ক্ষুধারই মতন ক্ষুরধার। সে কখন কাহাকে যে সংযম ও শোভনতা হইতে স্খলিত করিয়া দিয়া অকাণ্ড ঘটাইয়া দেয়, তাহার স্থিরতা নাই। তাহাকে বশে রাখিয়া প্রতিটি মানুষ অপর মানুষের সহিত নিষ্কলঙ্ক আত্মীয়তা স্থাপন করিতে যাহাতে সমর্থ হয়, তাহারই জন্য ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন। তোমরা ঈশ্বরোপাসনা করিবে একদল গুরু আর পুরোহিতের বিত্তবর্দ্ধনের জন্য নহে। তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই পরমেশ্বর-সাধনা প্রয়োজন, অপর কাহাকেও লাভবান্ করিবার জন্য নহে।"

এই ভাবে তোমরা আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাও। অতি দ্রুত কাজ করিবার বয়স তোমার নাই; অতি দ্রুত কাজ করিলে কখনো কখনো কাজে ত্রুটিও থাকে। বিশেষ করিয়া যেখানে নানা দল ও উপদল নানা ভাবে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক শান্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যাইতেছে, সেই সকল স্থানে অতি দ্রুত কাজ করার চাইতে আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাইবার সার্থকতা বেশী। ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আমি একই কর্ম্মক্ষেত্রে

একই ধারায় একই কর্ম্ম করিয়া যাইতে যাইতে এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছি।

আমার হইয়া যাহারা কাজ করিবে, তাহার প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার চেষ্টা করে। ইহা দ্বারা তাহাদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে তাহাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িবে। ইহার দরুণ অপরেরা তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বকার্য্যে নানা অপ্রত্যাশিত সহায়তা করিবে। একজন লোক যদি মনে মনে অবিরাম সচ্চিন্তা করে, তাহা হইলে, মুখে সে একটী কথা উচ্চারণ না করিলেও চারিদিকে লোকের মনে তাহার প্রতি অপ্রত্যাশিত সম্ভ্রম-বোধ জাগ্রত হয়, ইহা লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত একটী দিব্য অকাট্য সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩রা শ্রাবণ, ১৩৮২
(২০শে জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তুমি এবং কল্যাণীয়া মা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা দুজনে পবিত্র ভাবে দাম্পত্য জীবন-যাপনের যে

চেষ্টা করিতেছ, তাহার পথে কণ্টক দেখিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইও না। আমার কৃপাবলে নহে, তোমাদেরই পুরুষকারের প্রভাবে সেই কণ্টক সমূহ উৎপাটিত হইবে এবং সফলতার স্বর্ণচূড়ায় তোমরা আরোহণ করিবে। আমি সাথেই আছি, দূরে নহি,—এই বিশ্বাসটী রাখিও।

তোমাদের প্রতিজনের প্রতিটি রোমকূপে আমি আমার দিব্য সত্তায় বিরাজ করিতেছি। তোমরা যেদিন নিজেদের স্বরূপ দর্শন করিবে, সেদিন এই সত্য নখদর্পণের ন্যায় তোমাদের দ্বারা পূর্ণতঃ পরিদৃষ্ট হইবে। তোমাদের প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটি অভিলাষ-অভিরুচি, প্রতিটি আকূতি-কাকূতি, প্রতিটি মনঃ-স্পন্দনে ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে আমিই ত' নিত্য সত্য রূপে বিদ্যমান রহিয়াছি। আমাকে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থায় দর্শন কর। কামবিকার হয় স্তব্ধ হইবে, নয় দিব্যায়িত হইবে।

কামক্রিয়া মাত্রেই কামুকতা নহে। কামুকতা-বর্জ্জিত কামক্রিয়া একনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে অসম্ভব নহে। কামক্রিয়া যখন কামুকতা বর্জ্জিত হয়, তখনই সিদ্ধতপা মহাপুরুষগণের অবতরণ-ভুমি নির্ম্মিত হয়। কামুকতাহীন পিতামাতার স্নেহের কোলই ত' ইহাদের নব-নর-জন্ম লাভের একমাত্র আকর্ষণ। জগতের কাজের জন্য যে অসামান্য ব্যক্তিকে ভূতলে নামিয়া আসিতে হইবে, তাঁহার অবরোহণের সরণী এইরূপ মাতা ও পিতা।

কথাটা কাব্যেরই মত বিচিত্র। কিন্তু কথাটা কেবলই কাব্য নহে। কথাটায় বাস্তবতাও আছে। সেই বাস্তবতাটুকু বর্ত্তমান অধঃপতিত পৃথিবীর নব-অভ্যুত্থানের গ্যারাণ্টি বা নিশ্চয়াত্মক দলিল। একদা পৃথিবীর সকল মানব-মানবী অবারিত-দ্বার ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাতে বিধি নিষেধের অর্গল বসিল, ভবিষ্যতে প্রতিটি মানব-মানবীর জীবনে দিব্য-সৌরভ পরিপূরিত সুরভি একমাত্র স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। জীব ক্রমোন্নতির দিকেই যাইবে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ভুগোল, খগোল প্রভৃতি সবই একটী আশ্বাসই দিতেছে। অবশ্য মানুষের বৈষয়িক সভ্যতা যত বাড়িতেছে, আভ্যন্তরীণ স্বস্তি ও তৃপ্তি যে সেই হারে বাড়িতে পারিতেছে না, ইহা প্রত্যেকটী চিন্তাশীল মানুষের মনের একটী ক্ষোভ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশুদের লইয়া কাজ আরম্ভ কর। কচি, কাঁচা, কিশোরদের জনে জনে ধর। তরুণ যুবকদের প্রাণকে আকর্ষণ কর। নববিবাহিত দম্পতীর প্রত্যেকের চিত্তকে টানিয়া আন। বিবাহিত জীবনের অস্বাদনে পটু পাকা গৃহস্থদিগকেও বাদ দিও না। বাদ দিও না প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থা পর্য্যন্ত দাম্পত্য-জীবন যাপনকারী ভাগ্যবান্‌দিগকে। সকলকে আনিয়া একটী আদর্শ পতাকাতলে দণ্ডায়মান কর। ঊর্দ্ধনেত্রে প্রত্যেকে সেই পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক এবং সসম্ভ্রমে বলুক,—"আমরা আদর্শেরই পূজারী থাকিব, দুর্ব্বলতার যূপকাষ্ঠে মাথা নত করিব না।"

ক্ষুদ্রভাবে তোমরা কাজ শুরু করিয়াছ। কাজ ছাড়িয়া দিও না। আস্তে আস্তে কাজ চালু রাখ। দ্রুত বা অনেক কাজ করিতে না পার, ক্ষতি নাই। কাজ যেন বন্ধ না হইয়া যায়। যে ফোয়ারা একবার খুলিয়া দিয়াছ, তাহার জলের তোড় কখনো কম কখনো বেশী হইতে পারে কিন্তু ধারা যেন শুষ্ক না হইয়া যায়। লাগিয়া থাকার মাহাত্ম্য প্রতি জনে বিশ্বাস কর। দীর্ঘকাল একটী মাত্র কাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এবং বিশ্বস্ততা সহকারে লাগিয়া থাকা একটা বিশেষ প্রতিভার কাজ,—যাহা তোমাদের মধ্যে দৃষ্টান্তীকৃত হইবার প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছে।

বর্ষা নামিয়া পড়িয়াছে। এখানে আমি দুর্ব্বল শরীরেই কখনো মাঠে, কখনো ছাত্রাবাসের ছাদে, কখনো মঙ্গলকুটীরের নিভৃত কক্ষে কেবল ছুটাছুটিতে ব্যস্ত আছি। তবু জিদ করিয়া কয়েকটী আখর লিখিয়া তোমাকে উপহার দিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩রা শ্রাবণ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা--, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরিস্থিতির পট-পরিবর্ত্তনে এবং আমার স্বাস্থ্যের অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ আমাদের প্রস্তাবিত ভ্রমণ-তালিকা কার্য্যকালে কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা এখন অনুমান করা যাইতেছে না। কিন্তু আমার মতে, তোমাদের কোনও দিক দিয়াই কর্ম্মশৈথিল্য থাকা উচিত নহে।

ছোট্ট শিশু, কচি কাঁচা বালক, তরুণ কিশোর, উদ্ভিন্ন-যৌবন নবযুবক হইতে শুরু করিয়া প্রৌঢ়-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী মানুষকে একটী মাত্র কথা শুনাইতে হইবে,—আমরা চাহি নূতন দেব-মানবের আবির্ভাবকে সম্ভব করিতে, আমরা চাহি নূতন জগৎ গড়িতে।

প্রাচীন ভারত ব্রহ্মচর্য্যকে প্রথম সোপান বলিয়া চিনিয়াছিল। সেই সোপান এমনই সুদৃঢ় পাষাণে নির্ম্মিত যে, আজও সেই সোপানই ভাবী মানবকুলের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া রহিয়াছে।

শুধু বীর্য্য-ধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া ছাড়িয়া দিও না। মদ্যপান, ধূমপান, বিলাসিতা, দুর্ব্বলতা, প্রলোভনে যাচিয়া গিয়া নিজেকে ধরা দেওয়া, মায়া-মরীচিকায় ভুলিয়া বিপথে পদার্পণের রুচি সংগ্রহ করা,—এই গুলিকেও ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী বলিয়া তরুণদিগকে শিক্ষা দাও। যাঁহারা শিক্ষাদানকে জীবিকার রাস্তা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে একাজ করা বড়

সহজ। তাঁহারা নিজেরা একটু আদর্শনিষ্ঠ হইলে অনেক সময়ে বিনা উপদেশেও কাজ হাসিল করিতে পারেন। আমরা আমাদের তরুণ বয়সে অনেক আদর্শ শিক্ষক দেখিয়াছি, যাঁহাদের জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি সদাচার ও দশশীল।

সকলকে এই পত্র পাঠ করিয়া শুনাইও এবং আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৮২
(২২শে জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ভূপেন্দ্র, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।*

তোমার পত্র পাইলাম। বনপুকুর স্বরূপানন্দ-সেবাশ্রমে চোরের উৎপাতে তুমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছ এবং লোটা-কম্বল সামলাইতে পারিয়া উঠিতেছ না, শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম।

* সম্প্রতি এই পুণ্যবান ভূপেন্দ্র ব্রহ্মচারী শেষ দিন পর্য্যন্ত আশ্রমের সেবা করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমের আদি পর্ব্বেও চোরের এত উৎপাত হইয়াছিল যে, কাকা কালেলকর প্রভৃতিকে সারা রাত্রি টহল দিয়া আশ্রম পাহারা দিতে হইত। সুতরাং তোমার আফশোষ করিবার কিছু নাই। মহানন্দে চৌর-চূড়ামণিদের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রচার, সংগঠন ও এতজ্জাতীয় যাবতীয় সাত্ত্বিক কাজে নির্ভয়ে বাহির হইতে থাক। তোমার ঐ অঞ্চলের গুরুভাইদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইতেছে, আশ্রমের জিনিষপত্রগুলি চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও ব্যবস্থা করা।

হুজুগ করিয়া হঠাৎ একটা আশ্রম আরম্ভ করিয়া দেওয়া অনেক স্থানেরই রীতি হইয়াছে। আশ্রমটীকে রক্ষা করা যে কত বড় দায়িত্বের কাজ এবং কত বড় কষ্টসাধ্য ব্যপার, তাহা কেহ চিন্তাও করে না। এই জন্যই আমি যাচিয়া কখনো কোনও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি নাই। বনপুকুরে যাঁহারা আশ্রম শুরু করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ডাকিয়া আনিয়া বল যে, আশ্রমকে চোরের উপদ্রব হইতে রক্ষার চেষ্টা তাঁহাদের কিছু না কিছু করিতেই হইবে। কারণ, ভগবান তোমাকে যে গুণ-সম্পদ দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্যই তোমাকে মাঝে মাঝে বাহিরে ভ্রমণে যাইতে হইবে। জেলার অভ্যন্তরে তোমার চরিত্র ও কণ্ঠ উভয়ই মানুষের মনে উদ্দীপনা বিলাইয়া যাইতেছে।

এই পত্র আমি ইচ্ছা করিয়াই প্রতিধ্বনিতে ছাপাইতে

দিতে যাইতেছি। উদ্দেশ্য, তোমার জেলার প্রত্যেক অখণ্ড জানুক যে, হুট করিয়া একটা আশ্রম খুলিয়া দিলেই তাহাকে রক্ষা করা যায় না, আর তাহাকে খুলিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদেরই চোর-ডাকাতের হাত হইতে আশ্রম রক্ষার জন্য অগ্রণী হইয়া আসিতে হইবে।

আমি তোমাকে ঐ আশ্রমের জন্য কোনও আর্থিক অনুদান দিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি তোমার যোগ্যতার বলে আশ্রমটীকে ধরিয়া রাখিয়াছ এবং লোক-সম্ভ্রমও সৃষ্টি করিতে পারিয়াছ। ইহা তোমার পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা। তথাপি আমি বলিব, এক একটা আশ্রম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জড়াইয়া পড়ার চেয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে মানুষের চিত্তে শুভবুদ্ধি বিতরণের প্রয়াস অনেক অধিকতর কার্য্যকর। আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভিতরে এমন একটা বৈষয়িক দিক আছে, যাহা জনসাধারণের উপরে পরোক্ষে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ জনসাধারণকে পীড়িত করে। পীড়িত হয় বলিয়াই ত' মানুষ আশ্রমগুলির পশ্চাতে আসিয়া সক্রিয় ভাবে দাঁড়ায় না। অথচ সকলের মিলিত হইয়া নানা শুভ অনুষ্ঠান করিবার জন্য আশ্রম-নামধেয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনও আছে। দুইটী বিরুদ্ধ অবস্থা মিলিয়া জুলিয়া একটী সমস্যারই সৃষ্টি করিয়াছে, বলিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

বারাণসী
১৩ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৮২
(৩০শে জুলাই, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দেনায় দেনায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। এমন কি, বসতবাটীখানা পর্য্যন্ত বন্ধকে রাখিয়া ঋণ করিয়াছ। অনিশ্চিত আয়ের উপরে এত বড় ঝুঁকি কদাচ কাহাকেও নিতে নাই। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ এবং হাতে টাকা আসিবামাত্র নূতন-করা ঋণগুলি আগে শোধ করিবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পরমেশ্বর সর্ব্বদা নজরে নজরে রাখেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, সত্য সত্যই ঋণের সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিতে চাহ কিনা। তিনি যদি দেখেন যে, কোথাও আধাখেঁচড়া ঋণ-শোধের চেষ্টা না করিয়া বিপন্ন ব্যক্তি একটার পর একটা ঋণ বেপরোয়া হইয়া কেবলই শোধ করিয়া যাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার-তরণী লইয়া বিপন্নের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভবিষ্যতের আশায় আশায় এত ঋণ করাই গোড়ায় ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিতে গিয়া যেন নূতন ভুল কিছু করিও না। মানুষ বিপন্ন হইলে পদে পদে ভুল করে,

কারণ তখন তাহার বুদ্ধির স্থিরতা নষ্ট হয়। ঈশ্বরের নাম অবিরাম করিতে থাক এবং স্থিতপ্রজ্ঞতার জন্য প্রার্থনা কর। আশীর্ব্বাদ করি, সকল বিপদ কাটাইয়া আবার মাথা উচু করিয়া মানুষের মধ্যে সসম্ভ্রমে দাঁড়াও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

বারাণসী

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৮২

(৩০শে জুলাই, ১৯৭৫)

কুমারী কুসুম কুমারী রিয়াং।

তৈছামা, উত্তর ত্রিপুরা।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা কুসুম--, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার ২৯শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ত্রিপুরার পাহাড়-অঞ্চলে বন-পর্ব্বতবাসী পুত্রকন্যাদের মধ্যে যাইবার মাস ও তারিখ তোমাদের প্রস্তাবানুযায়ী করা হইবে। ইতিমধ্যে তোমরা নিজেদের স্বজাতীয়দিগের মধ্যে কাজ করিতে থাক।

তুমি যে লেখাপড়া করিতেছ এবং অত সুন্দর বাংলা

শিখিয়াছ, ইহাতে আমি যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। পড়াশুনা তুমি ছাড়িয়া দিও না, পড়িতেই থাক। ঐ রাজ্যে বাস করিয়া যতটা বিদ্যা আয়ত্ত করা তোমার পক্ষে সম্ভব, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। উৎসাহ নিয়া চল। মনে অবসাদ বা হতাশাকে আসিতে দিও না। মনে রাখিও, তোমার বিদ্যার্জ্জনের দ্বারা তুমি স্বজাতীয় স্বভাবিক প্রতিটি ব্যক্তির উপকার করিবার, সেবা করিবার, উন্নতি-সাধন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে। তোমার শিক্ষালাভ কেবল একক উন্নতি-লাভের সাধক নহে, তোমার শিক্ষালাভ তোমার স্বসমাজভুক্ত ও স্বজাতিভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আংশিক ভাবে লাভজনক এবং তোমার প্রতিবেশী সকল সমাজের সকল লোকের পক্ষে হিতবর্দ্ধক। কারণ, তোমার জীবন তুমি জগৎকল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ। পশ্চাৎপদ বা অবনত প্রতিটি সম্প্রদায়েরই স্থায়ী এবং প্রকৃত উন্নতি মাত্র তখনই হইতে পারে, যখন সেই সম্প্রদায়ের কর্ম্মীরা আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেদের জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়কে উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু বিদ্যার্জ্জন না করিলে লোকের এতজ্জাতীয় উপকারিণী বৃত্তি তাহার যোগ্য কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া নিতে পারে না।

মনুঘাটের সুশীল চন্দ্র দে তোমাদের অঞ্চলে উচ্চাদর্শ প্রচারের জন্য যে ব্যয়-সঙ্কুল শ্রমবহুল অভিযানগুলি প্রেরণ

করিতেছিল, তাহার শুভফল যে তোমাদের মধ্যে ফলিতেছে, তাহা তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। অমরা এরূপ অভিযান বারংবার প্রেরণ করিতে অভিলাষী এবং সর্ব্বত্রই পাঠাইতে চাহি। কেননা, সমাজ-কল্যাণে ইহার যে শুভফল সুনিশ্চিত, তাহার বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি।

"সুশীল কাকার দল" আসিয়া তোমাদের গ্রামে গ্রামে যুবকদের সেবাদল ও যুবতীদের সেবাদল গঠন করিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং তোমরা তদনুসারে কাজ শুরু করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। যুবকেরা মিলিত হইতেছে বা মিলিতে পারিতেছে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যুবতীরা তেমন ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে না বা কেহ বা পিতার বাধায়, কেহ বা মাতার বাধায়, কেহ বা সংসারে পাঁচ রকম কাজ কর্ম্মের বাধায় আসিয়া মিলিত হইতে পারিতেছে না, লিখিয়াছ। কিন্তু ইহা ত' স্বাভাবিক। সমতলের লোকদের তুলনায় অরণ্যচারিণী তোমরা যে অধিকতর স্বাধীন ভাবে চলাফিরা করিতে পার, ইহা সত্য হইলেও তোমাদের কুশলেরই জন্য তোমাদের পিতামাতা তোমাদের অবাধ চলাফেরা সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকিবেন, ইহা ত' সঙ্গত। মণ্ডলীতে, সমিতিতে বা সেবাদলে মিলিত হইতে পিতামাতা বাধা দিলে প্রত্যেক কুমারীর সেই নিষেধ-বাক্য মান্য করিয়া চলা উচিত। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আচরণে ক্রমাগত ছয় বা আটমাস ধরিয়া এই

কথাই প্রমাণিত করিতে পার যে, তোমাদের সংশ্রবে আসিয়া একটী কুমারীরও কুমারীত্ব-নাশের বা একটী সধবা যুবতীরও সতীত্ব-হানির কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে একদিন দেখিবে, সকল পিতামাতারা নিজেদের গরজে নিজ নিজ কন্যাদিগকে এবং সকল শ্বশুর-শ্বাশুড়িরা নিজ নিজ পুত্রবধুদিগকে তোমাদের সমিতির বা সেবাদলের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আগাইয়া দিয়া যাইবেন।

ইহাদের সম্পর্কে যাহা তোমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ, তাহা হইতেছে ইহাদিগকে শুচিতা, পবিত্রতা, সতীত্ব ও সদাচার সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা। জগতে উন্নততম সভ্যতার আত্মপ্রকাশই ঘটিয়া থাকে সতীত্বের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া। সকলেই কিছু সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হইয়া যাইবে না, কিন্তু গৃহস্থ-জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলেও সতীত্বকে সংসারের মেরুদণ্ড বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। আমরা পার্ব্বত্য-জাতীয় রমনীদের ভিতরে নানা স্থানে কাজ করিয়া দেখিয়াছি যে, সতীত্বের আদর্শ সম্পর্কে কথা বলিলে ইহারা অতি দ্রুত কথা ধরিয়া লয় এবং তাহাতে আজীবন লগ্ন থাকে। দেখিয়াছি, অতীতে কাহারও জীবনে নিদারুণ ভ্রম বা ত্রুটি কিছু ঘটিয়া থাকিলেও, প্রকৃত কথা বুঝিতে পারা মাত্র ইহারা ক্ষিপ্র গতিতে আদর্শের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়ায় এবং আমৃত্যু চেষ্টায় নিজেদের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখে।

তোমার স্বজাতীয় বোনেরা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত বলিয়া সমিতির বা সেবাদলের অধিবেশনে যোগদানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহা যেমন ঠিক, তেমন আবার তোমরা যদি বিভিন্ন অধিবেশনগুলি পাড়ায় পাড়ায় কর এবং তোমাদের মাতৃভাষায় সরল ভাবে আদর্শের ছবি ব্যাখ্যা করিতে থাক, তাহা হইলে একদিন এই জড়তা ও সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই উদাসীনতা ও অনাগ্রহ ভাব কাটিয়া যাইবে। খ্রীষ্টান মিশনরীয়া কোনও একটা গ্রামে গিয়া কাজ আরম্ভ করিলে বিশ বাইশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের অধিবাসীদের পিছনে লাগিয়াই থাকেন। এই নিষ্ঠার ফলে তাঁহারা অতীব দীর্ঘকাল পরে হইলেও অভিলষিত সিদ্ধি অর্জ্জন করেন। তাঁহাদের নিষ্ঠাটুকুর তোমরা অনুকরণ নিশ্চই করিবে। মানুষের সদ্‌গুণের অনুকরণ করিব না, শিক্ষা করিব যত অবগুণ, ইহা হইতে পারে না।

"বন-পাহাড়ের চিঠি"তে আমি অনেক কথা লিখিয়াছি। পত্রগুলি বেশ কতক বৎসর আগে তোমাদের রিয়াং সমাজেরই কতকগুলি পুত্রকন্যাকে লিখিয়াছিলাম। কি কাজ তোমাদের করিতে হইবে, কি ভাবেই বা করিবে, তদ্বিষয়ে উহাতে তোমার জ্ঞাতব্য নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে।

পাঁচ বা দশ বৎসর পরে একবার তোমাদের দেখা দিয়া

যাই, তারপরে আবার দীর্ঘকাল খোঁজ-খবরও নিতে পারি না। ইহাতে মনে করিও না যে, তোমাদের আমি ভুলিয়া থাকি। যখন আমি নিজে যাইতে পারি না, তখনও বিপুল অর্থ ব্যয়ে আমার কর্ম্মিদলকে তোমাদের সুপ্ত চেতনাকে চির-জাগ্রত রাখিবার জন্য প্রেরণ করি। আমার আত্মপ্রচার অত্যন্ত অল্প বলিয়া লোকে জানিতে পারে না যে আমি একই সঙ্গে কত স্থানে কত রকমের উন্নয়ন-মূলক কাজ চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। শরীরকে আমি বিশ্রাম দেই না, মনকে আমি প্রশ্রয় দেই না, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অশ্বারোহীর ন্যায় নিয়ত চাবুক মারিয়া আমি তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে সজাগ রাখি। তথাপি আমার পাহাড়ী পুত্রকন্যারা কেহ কেহ আমাকে ভুল বোঝে। কাকড়াবনের কাছাকাছি একটী স্থানের একটী সুশিক্ষিতা জমাতিয়া জাতীয়া পর্ব্বত-কন্যা একদিন এক পত্রে অনুযোগই করিল যে, আমরা তাহাদের জন্য কিছুই করিতেছি না। উল্লেখযোগ্য কিছু যে করা হয় নাই, একথা যথার্থ কিন্তু জীবনের বেশীরভাগ পরমায়ুই ত' অনুন্নতদের জন্য ব্যয় করিয়াছি। আমাদের শ্রম সফল হইবে তখন, যখন আমাদের শ্রমের সহিত তোমাদেরও শ্রম সংযুক্ত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ বারাণসী
৮ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৮২
(২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার আট নয় বৎসরের ছেলে চমৎকার কবিতা লিখিতেছে জানিয়া এবং তাহার মুখে মুখে রচনার নমুনা দেখিয়া উৎফুল্ল, উৎসাহিত ও মুগ্ধ হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, উহার প্রতিভার প্রকৃত প্রকটন আস্তে আস্তে ঘটিতে থাকুক এবং তাহার ফলে সমগ্র জগতের প্রকৃষ্টতম হিত সাধিত হউক।

এখন উহাকে অনেক অনেক রচনায় উৎসাহ না দিয়া কিছু কিছু রচনায় উৎসাহ দিবে এবং বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার সহজ বোধগম্য উৎকৃষ্ট কবিতারাজির সহিত পরিচিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। এজন্য বিচক্ষণ শিক্ষক নিয়োগকে অর্থের অপচয় বলিয়া মনে করিও না। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহও পাইয়াছিলেন, প্রশিক্ষণও পাইয়াছিলেন চূড়ান্ত। এই দৃষ্টান্তটী উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু রূপার চামচ কখনো চোখেও দেখেন নাই, এমন লোককেও কবি-প্রতিভার আশ্চর্য্য স্ফুরণ দেখাইতে দেখা গিয়াছে। কবি নিজের স্বভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, হাতুড়ী পিটিয়া তাহাকে গড়া যায় না। কিন্তু

অশিক্ষিত-পটুত্বের সুনির্দ্দিষ্ট একটী সীমা আছে, যেই গণ্ডীর বাহিরে গেলে সে অক্ষম ও ব্যর্থ।

পুত্রের মনে প্রত্যয় জাগাও যে, কথার কবিতাই যথেষ্ট নহে। কাজের কবিতা চাই। অর্থাৎ নিজ নিজ জীবনের কর্ম্মগুলি এমন সজীব, সুন্দর, শোভন ও সার্থক হওয়া চাই, যেন তার দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়িলে পর্ব্বতপ্রমান বিশালায়তন এক কীর্ত্তির মাঝখানে প্রতিটি অলিতে, গলিতে, রন্ধ্রে ও ফাঁকে এক একটী খণ্ড মহাকাব্যের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সাক্ষাৎকার হয়।

এগুলি আমার অনেক কাল আগের পুরাতনী উক্তি, যাহা বহুবার শুনিয়াছ। তোমার পুত্রের প্রতি আত্যন্তিক স্নেহ-বশতঃ তাহার পুনরুক্তি করিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ বারাণসী
১০ই ভাদ্র, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অমুকের কেন রোগ সারিল না, অতএব আমি গুরুদত্ত

উপাসনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিব, আমি কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না, সুতরাং আমি ঠাকুর-ঘরে স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ ছুড়িয়া উঠানে বা আস্তাকুঁড়েতে ফেলিয়া দিব, দীক্ষা নিবার পরেই কেন আমার পুত্রের চাকুরীটী গেল, সুতরাং আমি অন্যত্র গিয়া নূতন মন্ত্রে নূতন তন্ত্রে দীক্ষা নিব, গুরুদেবের নামের দোহাই দিয়া লটারীর টিকিট কিনিবার পরেও পুরস্কারটী কেন আমার জুটিল না, অতএব আমি চারিদিকে গুরুনিন্দা করিয়া বেড়াইব,—এই রকমের পাগলামীর দৃষ্টান্ত কিছুদিন পরে পরেই আমার গোচরে আসিতেছে। আমি অবাক্ও হই না, ক্ষুব্ধও হই না, রুষ্টও হই না, সমস্ত দেশের যাবতীয় নরনারীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে যে অবস্থা হয়, ইহা তাহার একটী লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। ইহারা অজ্ঞ, ইহারা অবোধ, ইহারা ভুল করিয়া গুরুদ্রোহী বা গুরুত্যাগী হইলে আমি রাগ করিব কেন? আমাকে ত্যাগ করিবার অধিকার ত' আমি তোমাদের দিয়াই রাখিয়াছি। আমি তোমাদের উপরে রাগ করিলে বিঘ্ন-বিপদের দিনে তোমরা কাহার ভরসায় বুক বাঁধিবে? আমি কোনও অবস্থাতেই তোমাদের কাহারও প্রতি রুষ্ট হইতে পারি না। তবে, আমার সংসর্গ বা প্রসঙ্গ যখন তোমাদের পক্ষে দুঃসহ বা দুঃখদ মনে হইবে, তখন তোমাদের ও আমার মধ্যে বিস্মৃতির ব্যবধান ঘটিলে তাহার উপযোগিতা আছে বলিয়া আমি অনুভব করি।

আমার প্রতি মানুষের অনুরাগের অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত যেমন এক দিকে হাজার হাজার দেখিতেছি, তেমন আবার কিছু কিছু মানুষের বিরাগের দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করিতেছি। এই বিরোধ-বৈচিত্র্য যে পরমেশ্বরের এক অত্যাশ্চর্য্য লীলা, ইহা বুঝিয়া আমি সর্ব্বদা সহনশীল ও ক্ষমাশীল হইয়া রহিয়াছি। এইরূপ ঘটনা অহরহ হইতেছে এবং আমি প্রতিজনকে প্রাণভরা প্রেম সহকারে ক্ষমা করিয়াছি এবং চিরকাল করিব। কেহ আমার প্রতিচিত্রকে পায়ে দলিয়া দিয়া গেলেও আমার রাগ হয় না, কারণ, আমার প্রতিচিত্রে যেই ব্রহ্ম আছেন, পদ-বিদলন-কারীর চরণেও কি তিনি নাই? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ বারাণসী

১২ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ইহাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, এক কথাই আমাকে অনেকবার লিখিতে হয়, অনেককে লিখিতে হয়। সবাই সবার পত্র যাহাতে পড়িয়া মর্ম্ম অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য

অনেক পত্র "প্রতিধ্বনিতে" মুদ্রিত করিয়াও দেওয়া হয় কিন্তু হয়ত কেহই তাহা পড়ে না অথবা পড়িলেও অর্থ বোঝে না। অথচ আমি অতি সাদাসিদা বাংলায় পত্র লিখি, অলঙ্কৃত ভাষা দীর্ঘকাল আগেই পরিহার করিয়াছি।

সাংসারিক অনটনে পড়িয়া অর্দ্ধাশনে দারুণ ক্লেশের মধ্যে পড়িয়াও ভগবানের কাজ ভোল নাই, ইহা আশ্চর্য্য। এই অনটনের নিশ্চয়ই কারণ আছে কিন্তু তাহার জন্য ভগবান্ কতখানি দায়ী, আমরা মানুষের দল কতখানি দায়ী, তাহার বিচার করা খুব সহজ কাজ নয়। পুত্র-কন্যাদের অধিকাংশ দিন পেট ভরিয়া দুটী অন্ন দিতে পার না, তথাপি তুমি ভগবানের কাজ ভোল নাই। তোমার মতন আমরা যদি প্রতিজনে হইতাম, তাহা হইলে বোধহয় ভগবান্ অতি সহজে মুখ তুলিয়া চাহিতেন। ভগবানের নামে মন পবিত্র হয়, প্রাণ নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ হয়, পাপ-কর্ম্মে অরুচি আসে, লোক-প্রবঞ্চনা কমে। আমরা একে অন্যকে প্রতারিত করিয়া ধনী হইবার চেষ্টা করি বলিয়াই ত' আজ দেশ জুড়িয়া দরিদ্রতার তাণ্ডব চলিয়াছে। সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎ স্মরণ এক পরম মহৌষধ। দুঃখ যত বাড়ে, এই জন্যই ভাগ্যবানেরা ভগবানের কথা তত বেশী স্মরণ করে। ইহা কাপুরুষতা নহে, ইহা মনের শান্তি লাভের এক পরম উপায়। তোমাদের দুঃখে আমার প্রাণ বিগলিত হইতেছে। তোমাদের জন্য আমিও অন্য উপায় না দেখিয়া ভগবানেকেই

ডাকিতেছি। একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হও, ইহাই একমাত্র পথ, একমাত্র গতি, একমাত্র উপায়।

নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র একটী গ্রামে বাস করিয়াও তুমি হুগলী জেলার অন্য একটী গ্রামে গিয়া একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়া আসিয়াছ, ইহা ত' মা প্রশংসার কথা। নিজের জেলাতেই দুই বা পাঁচ মাইল দূরে আরও কয়েকটী গ্রামে তোমাদের চেষ্টায় একটী করিয়া মণ্ডলী হইয়াছে, ইহা ত' সুসংবাদ। মণ্ডলী গড়ার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, সকলে মিলিয়া সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনার অনুশীলন করা। এমন ভাল কাজে তোমার উপরে তোমার স্বগ্রামবাসীরা কেন বিরক্ত বা রুষ্ট হইবেন, তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না। মণ্ডলী স্থাপন করার মানে হইতেছে নূতন স্থানে কতকগুলি নূতন লোককে একটী সংহতির স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়া আসা। ইহা ত' তোমার নিজের জন্য কোনও জমিদারী বা তালুকদারী স্থাপন নহে। এ কাজ ত' ভাল কাজ। তুমি তোমার গ্রামের মণ্ডলীর সকলের অনুমতি লইয়া যাও নাই বলিয়াও কোনও আপত্তি উঠিতে পারে না। কারণ, কোনও স্থানে মণ্ডলী গঠিত হইবে কিনা, তাহা ত' নির্ভর করে, যে গ্রামে মণ্ডলী স্থাপিত হইতে যাইতেছে, সেই গ্রামের ইচ্ছুক বাসিন্দাদের উপরে।

সম্প্রতি অন্য এক জেলা হইতেও একজনে পত্র দিয়াছে

যে, প্রতিধ্বনিতে আমরা মণ্ডলী বা সমবেত উপাসনা সম্পর্কে যে সকল কথা ছাপিয়াছি বা ছাপিয়া থাকি, তাহার একই কথার দুই রকম মানে করিয়া দুই দলে বিরাট যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না। উপাসনা সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে, যাহার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চলিবার অধিকার কাহারও নাই। অন্যান্য ব্যাপারের ত' মীমাংসা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বা আলোচনার মাধ্যমেই হইতে পারে।

মণ্ডলীর কাজের জন্য মণ্ডলীর সভ্যদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিলে ভিক্ষা কেন হইবে? বাহিরের লোকের কাছে চাহিতে গেলে তাহা ভিক্ষা হইত। মণ্ডলীর লোকেরা মণ্ডলীর কাজের জন্য মণ্ডলীর লোকদের কাছে কিছু চাহিলে তাহাকে ভিক্ষা নাম দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য নিজের ত্যাগ-স্বীকারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন মাত্র। তবে, যিনি মণ্ডলীর সভ্য হইয়াও মণ্ডলীর কাজের জন্য আবশ্যকীয় যৎসামান্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, অনিচ্ছুক ও অরুচিগ্রস্ত, তাঁহার দান গ্রহণ না করাই উচিত। পৃথিবীতে নানা রকমের লোক থাকে। তোমরা লোক বুঝিয়া চলিও বা লোকের রগ্ বুঝিয়া তাহার সহিত বাক্য-ব্যবহার করিও। ঝগড়া-ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা-স্থলে বোকা থাকা সৎপরামর্শ মনে করি।

বর্ষা ছাড়া অন্য প্রায় সব ঋতুতে বৃক্ষতলে সাপ্তাহিক উপাসনা চলিতে পারে। ভোগ-নৈবেদ্য ব্যতীতও শুধু

পুষ্প-তুলসী-বিল্বপত্র দিয়া সমবেত উপাসনা চলিতে পারে। সুতরাং সুলভতম পন্থা তোমাদের প্রতিজনের সম্মুখেই প্রসারিত রহিয়াছে। মণ্ডলীর সমবেত উপাসনা চালাইবার প্রয়োজনে সপ্তাহে যে যৎসামান্য অর্থব্যয় সত্যই আবশ্যক, তাহা যদি আপনা আপনি জুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্য কাহারও কাছে হাত না পাতিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু মণ্ডলীর কাজের জন্য মণ্ডলীর এক সভ্য মণ্ডলীরই অন্য সভ্যকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলে তাহার নাম ভিক্ষা হইয়া যাইবে, এমন আমি মনে করি না।

এক মণ্ডলীর লোক বাহিরের কোন গ্রামে গিয়া নিশ্চয়ই নূতন মণ্ডলী স্থাপন করিতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা আবশ্যকও বটে। কোনও গ্রামে একটী মণ্ডলী আছে কিন্তু রহিয়াছে মৃতপ্রায় অবস্থায়। এমন সময়ে বাহিরের মণ্ডলী হইতে ভ্রাতা বা ভগিনীরা আসিয়া নিশ্চয়ই মুমূর্ষু মণ্ডলীর পুনরুজ্জীবনের জন্য সহায়তা করিতে পারেন অথবা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ না বাঁধাইয়া গ্রামের অপর প্রান্তে আর একটি মণ্ডলী গড়িতে পারেন। নূতন মণ্ডলী গঠনে ও পুরাতন মণ্ডলীর পুনর্গঠনে কেবল এবং প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মণ্ডলী যেন অপর সকল প্রতিবেশী মণ্ডলীর সহিত প্রীতির বন্ধনে, ঐক্যের বন্ধনে, প্রাণময় প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

কাজ যতটুকুই যে কর, ঝগড়া-কলহের সৃষ্টিকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা
৫ই মাঘ, সোমবার, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা--, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অতীব দুর্ব্বল স্বাস্থ্যেই বিগত ৮ই জানুয়ারী বারাণসী রওনা হইয়াছিলাম, সশরীরে যে অদ্যই কলিকাতা ফিরিতে পারিব, এমন ধারণা ছিল না। কিন্তু অদ্য নিরাপদেই বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখন ইচ্ছা, চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য দূরতর কোনও নিভৃত স্থানে যাওয়ার। তার আগে মূলতবী চিঠি-পত্রের উত্তর দিয়া যাইতে পারিব কিনা, ভাবিতেছি।

কিন্তু পত্র লিখিয়াই বা করিব কি? পত্রটি পাইয়া তোমরা শতবার শিরে স্পর্শ করাও। পাঠ কি কর? পড়িলেও মানে কি বোঝ? বুঝিলেও উপদেশগুলি কি পালন কর?

উপদেশ-দানের সার্থকতা তাহার সুপালনে, তাহার অনুবর্ত্তনে, তাহার বাস্তবায়নে। উপদেশ পাইলে আর

করতালিধ্বনি দ্বারা তাহাতে শাবাস জানাইলে, এইটুকুর জন্যই অতীতের মহতেরা উপদেশ-দানের মধ্য দিয়া আয়ুক্ষয় করেন নাই। তাঁহারা উপদেশ-দানের পরে উপদিষ্টের দেহে, মনে, অন্তরে, অভিপ্রায়ে উদ্যোগে ও আচরণে কিছু প্রাণ-চাঞ্চল্য নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা যাহা অমিত পরিমাণে আশা করিতে পারিতেন, আমি কি তাহা স্বল্প পরিমাণেও আশা করিতে অধিকারী নহি? সমস্ত জীবন ত' উপদেশ দিয়াই কাটাইলাম, তাহার দুই একটা বাণী নিজের জীবনেও পালন করিবার হয়ত চেষ্টা করিলাম কিন্তু তোমাদের জীবনে তাহার প্রতিফলন কেন হইতেছে না?

উপদেশের মানে বুঝিতে হইলে মনোযোগের প্রয়োজন। মনোযগিতা অর্জ্জন করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে তীব্র সঙ্কল্পের প্রয়োজন। সঙ্কল্পকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিতে হইলে আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন আর আত্মবিশ্বাস লাভ করিতে হইলে ভগবদ্‌বিশ্বাসের আবশ্যকতা।

এসব সম্পদ অর্জ্জন করিতে তোমার বাধা কোথায়? সৎসঙ্কল্পকে কিছু কাল জোর করিয়া বুকে পুষিয়া রাখিতে পারিলে আস্তে আস্তে আপনা আপনি অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইহা আমি নিজের জীবনে সহস্রবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং আপামর জনসাধারণের জীবনে ইহা কেন সত্য হইবে না? প্রত্যয়মান ও বিশ্বাসী ব্যাক্তিদের সঙ্গ করিলে সৎসঙ্কল্পের

শক্তি দিনের পর দিন কেবলই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আগাইয়া যাও, আগাইয়া যাও, শুধু এই ধ্বনি যাহারা তোমাদের জন্য উচ্চারণ করিতেছেন, জানিও তাঁহারা তোমাদের পরমবান্ধব ও অতুল হিতৈষী। তাঁহাদের সঙ্গকে জীবনে পরম শ্লাঘনীয় মনে করিবে। জন্মমাত্র মানুষ ত' পশুর প্রকৃতি নিয়াই বাড়িতে থাকে, মানুষের সংসর্গ তাহার ভিতরে মানবোচিত গুণের অনুশীলন সৃষ্টি করে। অবিরাম অনুশীলন করিতে করিতে পশুটা মানুষ হয়, মানুষ দেবত্ব পায়, দেবতারা আস্তে আস্তে পরব্রহ্ম হইয়া যায়। জীবের শরীর যেমন অণুপরমাণু-সমূহের নিরন্তর গতি-পরিবর্ত্তনের ফলে বিবর্ত্তিত হইয়া একটা কফের ডেলার মত অর্দ্ধ-জড় পদার্থ হইতে চূড়ান্ত উন্নতিতে মানুষের দেহ হইয়াছে, ঠিক তেমনি মনটারও অবিরাম ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে চিন্তাতরঙ্গ-সমূহের আলোড়নে বিলোড়নে। সুতরাং তোমার সৎসঙ্কল্পের শক্তিকে যিনিই উৎসাহিত করিবেন, তিনিই তোমার পরম বান্ধব।

চরিত্র-আন্দোলনের সমর্থক এই সকল তথ্য। আজ যাহাদের মন অবনত ও অধঃপতিত অবস্থায় আছে, অবিরাম সৎ-প্রেরণা ও উৎসাহ পাইতে পাইতে তাহাদের মন উন্নততম ভূমায় গিয়া পৌছিতে সমর্থ হইবে। এই কথায় আমরা বিশ্বাস করি বলিয়াই ইহাও বিশ্বাস করি যে, মানুষের অদিম দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাহাকে আদর্শ স্বর্গীয়তায় বিমণ্ডিত করিবার উপায়

আমাদের হাতেই রহিয়াছে। প্রয়োজন হইতেছে সেই উপায়টী শক্ত হাতে ধরিয়া কাজ করিয়া যাওয়া।

সচ্চিন্তার অবিরাম প্রসারণই এখন একমাত্র পন্থা। যে যত নীচই হউক, প্রত্যহ একটু একটু করিয়া আত্মশুদ্ধি সে নিশ্চয়ই সাধিতে পারে। ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। তাহাকে প্রবল ইচ্ছার আবর্ত্তে আনিয়া ফেলার নামই চরিত্র-আন্দোলন।

তোমরা নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী চরিত্র-আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এই আন্দোলনের একমাত্র পুঁজি হইতেছে অকপট আগ্রহ ও সৎ-সঙ্কল্প। অন্য কোনও মূলধনের প্রয়োজন নাই। তবে, নিজেরা যে সৎকথা বলিব, তদনুযায়ী নিজেরা চলিবারও চেষ্টা করিব,—এইরূপ হওয়া দরকার।

কাজ যখন আরম্ভ করিয়াছ, তখন তোমাদের ইহাতে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই জানিও। দুরন্ত পাপীও পুণ্যকে শ্রদ্ধা করে, পবিত্রতাকে মনে মনে পূজা করে, নিজে সে যতটা পাপী, তার চেয়ে বেশী পাপ করিতে ভয় পায়, ইহা একটা মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্য কথা। পূণ্যবানের জয়ে পাপীর হৃদয়েও আনন্দোল্লাস জাগে।

কাজ আরম্ভ করাটাই বড় কথা নহে। কাজটায় অমিত বিক্রমে সুদীর্ঘ কাল লাগিয়া থাকাই বড় কথা। তোমরা কাজ ধরিয়া আর ছাড়িবে না, এই পণ কর। কাছাড় যেমন করিয়া বিগত দেড়বৎসর ধরিয়া শুধু শারদীয় পূজার সময়ের পাঁচটী

দিন বাদ দিয়া প্রত্যহ কোনও না কোনও গ্রামে চরিত্র-আন্দোলনকে ছড়াইয়া চলিয়াছে, ত্রিপুরা যেমন করিয়া প্রায় চারি বৎসরকাল ধরিয়া গ্রামে গ্রামে শুনাইতেছে,—পবিত্রতাই পূর্ণতা, নির্লোভতাই ঋষিত্ব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ,—ঠিক তেমন করিয়া তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ জেলাতে এই কাজ শুরু করিয়া দাও। সৎকাজের আরম্ভ আছে, শেষ নাই, এই কথা মনে রাখিও। ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া চরিত্র-আন্দোলন সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে আলোচনা চালাইতে থাক। সর্ব বঅঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

গুরুধাম

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

৫ই মাঘ, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া ব্যথিত হইলাম। স্বামী রূপবান্, গুণবান্, স্বাস্থ্যবান্ একটী পুর্ণাঙ্গ মানুষ, আর তিনি তোমারই চখের সম্মুখে নিজ ভ্রাতৃবধুর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত, এমন সংবাদ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়। একটী নারীতে সে

মজিয়াছে, তাই সে তোমাকে বিবাহ করা সত্বেও স্ত্রীর প্রাপ্য আদর, সোহাগ, স্ত্রীর অধিকার দিতেছে না, বলিতেছে, তোমাকে আদর দেখাইলে, তোমার কদর বাড়াইলে তাহার প্রণয়িনী রুষ্ট হইবে, ইহা এক অভাবনীয় দুঃসংবাদ। এত অবনত, এত অধঃপতিত, এত নীচ-বৃত্তিক যে সমাজের মানুষের হইয়াছে, আমি তাহা কল্পনা করিতে পারি না। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে লোকে মায়ের মত, কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে লোকে কন্যার মত জ্ঞান করিয়া থাকে। তদবস্থায় এরূপ কদর্য্য প্রণয়, এইরূপ কুৎসিত আসক্তি, মাতৃগমন বা কন্যাগমনের ন্যায় গর্হিত কাজ। বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা বছর পঞ্চাশেক ধরিয়া এমন কুসাহিত্যই রচনা করিতেছেন, যাহার কুফলে দেবতার মতন সুন্দর মনগুলি প্রেতের রুচি পাইতেছে। ইঁহারা দেশ ও সমাজের কি যে অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা সাহস করিয়া বলিবার মত মানুষ নাই। অসতী নারীর অন্তরের দুঃখ তাহাদের সাহিত্যের উপজীব্য। তোমার মত একান্ত পতিগতপ্রাণা মেয়েরা যে স্বামী বিদ্যমান থাকিতেও অসতীদের প্রতিযোগিতার ফলে জীবনে কোনও বৈধ সুখ আস্বাদন করিতে পারিল না, ইহা নিয়া ইঁহাদের হয়ত কোনও মাথা-ব্যথা নাই। তোমার স্বামীর মতন সৎস্বভাব মানুষগুলির মনকে এই কুসাহিত্যিকেরা কলুষিত করিয়া নরকের বিষ্ঠাকুণ্ডে ডুবাইয়া দিতেছে—ইহার প্রতিকার আমার হাতে নাই মা।

বারাণসীর একজন প্রসিদ্ধ উকিল একটা সত্য ঘটনা বলিলেন। একটী লোক খুন করিয়াছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে। অপরাধী অবিবাহিত। সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিল মধ্যম ভ্রাতার সহধর্ম্মিণীর গায়ে হাত দিতে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বিবাহিত, কিন্তু তাহার কুরুচি তাহাকে মধ্যমা ভ্রাতৃবধূর মর্য্যাদা-নাশে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। অবিবাহিত কনিষ্ঠভ্রাতা সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাস কৃত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিতে করিতে তরবারি দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিল। তুলসী দাসের সেই দোঁহাটির মর্ম্ম এই যে, ভ্রাতৃবধূর সম্মানে যে আঘাত করে তাহাকে হত্যা করিলে দোষ নাই। বলিতে কি, বিচারালয়ে পর্য্যন্ত সুর করিয়া সে এই দোঁহাটি গাহিয়াছিল। কি ভাবে উকিল বাবু সেই খুনী আসামীকে ফাঁসী-কাষ্ঠ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহা এক বিচিত্র কাহিনী।

বিহারের কোনও এক গ্রাম হইতে এক লোমহর্ষক কাহিনী আমার নিকট পৌছিয়াছে। যুবক পুত্র বিদেশে ছিল, শ্বাশুড়ী মহাশয়া পিত্রালয়ে ছিলেন, কামোন্মত্ত শ্বশুর হঠাৎ তাহার যুবতী পুত্রবধূকে ধর্ষণ করিলেন। শ্বশুরের সাফাই এই যে, পুত্রবধূ বাধা দেয় নাই। পুত্রবধূ লোক-জানাজানির আশঙ্কায় বাধা নাও দিতে পারে কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, পুত্রবধূ তাহাকে আমন্ত্রণ করে নাই। পুত্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ শুনিয়া পিতাকে জুতা-পেটা করিল। পিতা

অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া আমারই কাছে নালিশ করিলেন। এই মামলার আমি কোনও বিচার করিতে পারি নাই। তুলসী দাস গোস্বামী মহারাজ আজ জীবিত থাকিলে সেই মহাত্মা হয়ত দোঁহা রচনা করিয়া নির্দ্দেশ দিতেন, এমন শ্বশুরকে আগে জুতা-পেটা তারপর গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটি চাপা দিয়া এবং তৎ মৃত দেহ তুলিয়া আনিয়া কুকুরকে খাওয়াও।

যে স্বামীর ভ্রাতৃবধূ-গমন করিতে লজ্জা হয় না, কুণ্ঠা হয় না, দ্বিধা হয় না, ভয় হয় না, অন্তরে পাপ-বোধ জাগে না, এমন স্বামীর সোহাগের জন্য তুমি কাতর হইয়াছ কেন? কত মেয়ে ত' আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জগৎপুজ্যা হইয়াছেন। তাঁহাদের দিকে তোমার দৃষ্টি কেন ধাবিত হয় না? যে লোকটা কুক্কুরের মতন যেখানে সেখানে সহবাস করিবে, সে তোমার দেহে রমণ-কার্য্য না করিলে তোমার জীবন মিথ্যা হইবে কেন? মন হইতে তাহার চিন্তা ছাড়িয়া দাও মা। পরনারীতে আসক্ত ব্যক্তি তোমার দেহকে কলুষিত কেন করিবে? মনকে সংযত কর, বাসনা-কামনাকে খর্ব্ব করিয়া নিয়া আস, সংসার সুখ আস্বাদন না করিয়াও যে সকল মহান্ পুরুষ ও মহীয়সী নারী সুদীর্ঘ জীবৎ-কাল ব্যাপীয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

ভারত-ব্যবচ্ছেদের আগের কথা বলিতেছি। ছেলেটির

নাম বোধ হয় জুলফিকর আলি খাঁ, এতদিন পরে নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। মুসলমাদের ঘরের কত কত প্রতিভাবান্ ছেলে আমার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, যাহারা ইংরেজের দয়াদত্ত স্বাধীনতার পরে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের উচ্ছসিত তরঙ্গরাজির আঘাত-প্রত্যাঘাতে কোথায় যেন তলাইয়া গেল, ঈশ্বর জানেন। তাহারা আমার চরিত্র-আন্দোলনের কাজ করিত। তাহারা সকলেই বলিত,—"ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিলে হিন্দুর ছেলেরা কাণ পাতিয়া শুনে, মুসলমানের ছেলেরা সহজে আগ্রহী হয় না।" আমি বলিয়াছিলাম,— "তাহাদের একবার আনিয়া আমার সম্মুখে হাজির কর। উপদেশ লাগিবে না, আমাকে একবার দেখিলেই তাহাদের মনের পরিবর্ত্তন হইবে।"—এইরূপ দুঃসাহসী উক্তি করিবার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোনও সঙ্গত যুক্তি ছিল। ইহা আমার অহঙ্কার নহে।

তোমার স্বামীকে কিছুই না জানিতে দিয়া কৌশল করিয়া আমার কাছে দুই একবার নিয়া আসিও। জীবনে যদি দুই চারি মাসও সচ্চরিত্রতার সাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার একটু দৃষ্টি দ্বারাও তোমার স্বামীর কিছু উপকার হইতে পারে। এইরূপ ঘটনা অতীতে দুই চারিটা ঘটিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতেও ঘটিবেই ঘটিবে এমন নিশ্চয়তা দিতে পারি না। কারণ আমি সামান্য মানুষ, আমার কোনও দৈবশক্তি নাই। তুমি অনুক্ষণ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে থাক যে তুমি আমৃত্যু কুমারীর মতন জীবন-যাপন করিবে, স্বামী-সোহাগে তোমার প্রয়োজন নাই।

নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল চিন্তা করিতে করিতে তুমি তোমার মূল্যবৃদ্ধি কর। ইন্দ্রিয়-সুখকাতরতা জন্তুর স্বভাব। ইন্দ্রিয়সুখ-বিমুখতা দেবতার স্বভাব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
৬ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৮২
(২০শে জানুয়ারী, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানে শিশুরা পুতুল খেলার সময়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু ক'রে যে, কোন্ মন্ত্র শ্রেষ্ঠ,—ইহা এক বিচিত্র ব্যপার। যে সব ভদ্রলোকেরা হরিওঁ নাম শুনিলে তাড়িয়া আসিতেন মারিতে, অথবা বিদ্রূপের হাসিতে পথ-ঘাট মুখরিত করিতেন, তাঁহারাই এখন হরিওঁ নাম কীর্ত্তনের উদয়াস্ত দিতে আগ্রহ-ব্যকুল হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ততোধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তোমাদের ওখানকার আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আমি একটিও বাক্য-ব্যায় করি নাই এবং কুটাগাছটিও নাড়ি নাই। সুতরাং বুঝিয়া দেখ, স্বয়ং ঈশ্বরের

অভিপ্রায় কি? আমার কর্ম্মপন্থা, আমার কর্ম্মনীতি, আমার চেষ্টা, আমার আন্দোলন কিছুই আমার নিজ ইচ্ছায় চলিতেছে না। সব কিছু চলিতেছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বা স্বভাবের নিয়মে। স্বভাবই ঈশ্বর, পরমেশ্বরই স্বভাব। আমি গায়ের জোরে কোনও কাজ করি না বা ধরি না। স্বভাবের নিয়মে যে কাজ আমার হাতে আসিয়া পড়ে, তাহাই ধরি এবং যেটা ধরি, সেটা আর ছাড়ি না। এই জন্যই আমার কাজের শুরু আছে, শেষ নাই।

*　　*　　*　　*

শহরের অবুঝ ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা পুতুল-খেলার সময়ে কেহ বলে অমৃতং সুন্দরম্, কেহ বলে জয় জয় ব্রহ্ম, কেহ বলে ত্বমেব ধাতা, তাহাদের প্রত্যেককে আমার স্নেহ ও আদর জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ　　গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

১৯শে মাঘ, সোমবার, ১৩৮২

(২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি আমার শিষ্যা নহ বলিয়া পত্রের উত্তর পাইবে না, এই ধারণা ভুল। আমার জীবন সমগ্র মানব-সমাজের জন্য,

—কেবল শিষ্যবর্গের জন্য নহে। তবে কাজের চাপে অনেক সময়ে অনেক পত্র পড়িতেই পারি না, উত্তর দিব কখন? এই জন্য দেরী হয় বা অবহেলাও ঘটে। সেই অবহেলা ইচ্ছাকৃত নহে। তুমি যাঁহার ইচ্ছা তাঁহার শিষ্য হও গিয়া, মানুষ রূপেই আমি তোমার সেবা করিব। আমার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান আপন এবং সমান প্রিয়।

তুমি পত্র-বন্ধুকে ভালবাসিয়াছ এবং মনে মনে তাহার প্রতি স্বামী-ভাব অর্পণ করিয়াছ, কিন্তু ভদ্রলোক তোমাকে ভালও বাসিবেন আবার বিবাহও করিবেন না। তিনি তোমার নিকট হইতে পত্নীভাব প্রত্যাশা করিবেন, কিন্তু বিবাহ করিয়া সামাজিক স্বীকৃতি দিবেন না।

আমার দৃষ্টিতে ইনি একটি ভণ্ড, প্রতারক এবং শয়তান। এই শয়তানকে দেহে, মনে, প্রাণে বর্জ্জন করাই তোমার কর্ত্তব্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ　　মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

*　　*　　*

কেহ আসিয়া সৎকথা কহিলে দশ বিশ জনেও তো তাহা শুনিবে। দশ জনে শুনিলে একজনের মনেও তো হইবে যে, চরিত্র-গঠন সত্যই প্রয়োজন। দশজনের মনে যদি এইরূপ ভাব জাগে, তাহা হইলে অন্ততঃ এক জনেও তো আত্মগঠনে ব্রতী হইবে! একটা মানুষও যদি নিজেকে চরিত্রের দিক্ দিয়া উন্নত করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাব কালক্রমে দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশটা লোকের উপর নিশ্চয়ই পড়িবে। প্রয়োজন নিষ্ঠার, প্রয়োজন ধৈর্য্যের,—বিশ্বাস ছাড়া নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য আসে না। চরিত্র-আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে অটুট বিশ্বাস তোমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকা প্রয়োজন।

দীর্ঘকাল তো একাকী চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছি। তাহাতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লাভ অর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু তোমরা সঙ্ঘগত ভাবে একাজটী আরম্ভ করিবার পর কাছাড়, ত্রিপুরা, ধুবড়ী, মেদিনীপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি নানা জেলায়, বিশেষ করিয়া খাস কলিকাতা শহরেও, তোমাদের সঙ্ঘ সম্পর্কে, তোমাদের লক্ষ্য, আদর্শ ও প্রয়াস সম্পর্কে অসংখ্য ব্যক্তির মনে শ্রদ্ধা ও আশ্বাসের আভা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ত্রিশ-চল্লিশ হাজারী বিরাট মহাসভা যদি না করিতে পার, তাহা হইলে দুই চারি শতজন শ্রোতার উপসভা করিয়াই সর্ব্বত্র কাজ চালু কর। সম্ভব হইলে সভার আহ্বানকারী রূপে

শহরের সর্ব্বসম্প্রদায়ের গণ্যমান্য নেতাদের স্বাক্ষর ও সহানুভূতি লইয়া কাজ ধর। আমরা তো সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ লইয়া কাজ করিতেছি না। সুতরাং সকলেরই সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারি। কাহারও সহানুভূতির আমাদের প্রয়োজন আছে কিনা, ইহা মোটেই বিচার্য্য নহে। আমরা যে অন্যান্যদিগকে কাজে যোগদান করিতে ডাকিতে কুণ্ঠিত নহি, ইহাও ত' প্রকট হওয়া প্রয়োজন। আমাদের কাজ সকলেরই জন্য, এই কারণেই সকলকে লইয়া ইহা সম্ভব করিতে পারিলে অত্যুত্তম। চাহিয়াও যদি সহানুভূতি না পাওয়া যায়, তবে সকলকে বাদ দিয়া সকলের জন্য আমাদের কাজ করিতে হইবে। কেহ আসিয়া পৌছিল না বলিয়া খেয়া নৌকা সময় পার করিয়া ঘাট ছাড়িবে না।

যুবকদের সহিত আগে মিশ। প্রবীণদিগকেও বাদ দিও না। অনুষ্ঠান ছোটই হউক, তবু মনোজ্ঞ হউক, মধুর হউক। যৌবনের জয়ধ্বনি উচ্ছৃঙ্খলতায় নহে, যৌবনের জয়ধ্বনি সংযম-শাসিত আত্মশ্রদ্ধায়।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য যেমন আমাদিগকে সঙ্ঘগত ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তেমন আমাদিগকে ব্যক্তিগত দায়িত্বও নিতে হইবে। যে যত জন পারি, নূতন লোকদের সহিত পরিচয় সৃষ্টি করিব এবং

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে প্রসারিত করিবার জন্য তাহার শ্রদ্ধাদত্ত শ্রম দাবী করিব।

অর্থের কথা লইয়া কাহারও কাছে যাইও না। আমরা অযাচক বলিয়াও তাহা পারি না, দেশের আর্থিক পরিস্থিতি প্রতিকূল বলিয়াও তাহা সঙ্গত নহে। ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টির ব্যাপারে অর্থের স্থান অত্যন্ত নিম্নে,—অন্তরভরা আবেগ এবং যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য্যই প্রধান কথা।

তরুণদিগকে প্রবুদ্ধ কর। জাগ্রত কর তাহাদের অন্তর্লীন সুপ্ত আবেগকে। মহাপৌরুষ-সহকারে তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দাও। তাহাদিগকে স্নেহ দাও, শ্রদ্ধা দাও, ভালোবাসা দাও। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংসারের পরিধির বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে।

কোনো কোনো জেলায় চরিত্র-গঠন-আন্দোলন ধারাবাহিক ভাবে চালানো হইয়াছে। তোমাদের জেলা তন্মধ্যে অন্যতম। তাহাতে অতীব সঙ্গত ভাবেই অর্থব্যয় হইয়াছে আমাদের সাধ্যের তুলনায় অত্যধিক। কিন্তু তদনুপাতে দেশ কি জাগিয়াছে?

দেশ যখন জাগে, তখন তাহার প্রথম শিহরণ হিল্লোলিত হয় তরুণ সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাদত্ত স্বার্থোৎসর্গে। তোমরা কি তরুণদিগকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছ? দেশ যখন জাগে, তখন মধ্যবয়সীরাও বসিয়া থাকিতে পারে না। শায়িত ব্যক্তি

উঠিয়া দাঁড়ায়, দণ্ডায়মান ব্যক্তি দ্রুত ধাবন শুরু করে, ধাবমান ব্যক্তি নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে থাকে, নিতান্ত কঞ্জুষ ব্যক্তিও দাতাকর্ণে পরিণত হয়, কর্ম্মবিমুখ অলস মানুষ কর্ম্মবীরের ভূমিকা বরণ করে।

যাঁহারা নিষ্ঠা-সহকারে এতকাল কাজ করিয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগকে আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, নয় বৎসর বয়সের সময়ে চ্যাংড়াচক্ হাইস্কুলের বিরাট ছাদের উপরে বসিয়া অগণিত নরনারীর সহিত একত্র দীক্ষাগ্রহণ মানসে বসিয়া অখণ্ড-মহামন্ত্র লাভ করিয়াছ এবং আজ তক্ সেই মহামন্ত্রকে জীবনের জাগ্রত স্বপ্ন বা স্বপ্নের জাগ্রত জীবন করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছ প্রেমভরা বক্ষে সাদর বাহুবেষ্টনে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, প্রতি রবিবারে

তোমাদের গৃহে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা নিয়মিত চালাইয়া যাইতেছ। যাহারা সমবেত উপাসনায় বসে, তাহারা আমারই সঙ্গে একত্র বসে আমার সমসাধক রূপে, তাহাদের চেয়ে প্রিয় মানব-মানবী আমার আর কেহ নাই।

আরও কিছু লোক দীক্ষার জন্য আগ্রহী বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু বাবা, শিষ্য-সংখ্যার বৃদ্ধিতে আমার আনন্দ নাই। আমার আনন্দ সাধকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। যে যাহারই শিষ্য হউক, সে-ই আমার একান্ত আপনার জন, যদি সে সাধক হয়। নামে মাত্র শিষ্য হইয়া যাহারা আমার পরমায়ু হরণ করিল, তাহারা জগতের বান্ধব নহে। অপরের শিষ্য হইয়াও যদি কেহ প্রকৃত সাধক হয়, তবে সে আমার পরম বান্ধব। শিষ্যের দল চাহি না, চাহি সাধকের দল। কারণ, সাধকেরাই জগদুদ্ধার করিবে, শিষ্যেরা নহে।

চ্যাংড়াচক্ হাইস্কুলের এবং সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসী তরুণ-কিশোরদের এবং তাহাদের উন্নতাদর্শ অভিভাবকদের যে উৎসাহ-উল্লাস সেই সময়ে দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এখনো কি তাহারা তেমনি উৎসাহী, তেমনি উদ্যমী? তাহারা কি তাহাদের অদম্য উৎসাহকে তাহাদের অনুবয়স্কদের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতে পারিয়াছে? ইতিমধ্যে ত' প্রায় একযুগ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। নূতনেরা কি আসিয়া তাহাদের পদাঙ্কে পদসঞ্চার করিতেছে?

বর্ত্তমানেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অতীত হইয়া যায়, ভাবী কালের তরুণেরা আসিয়া যেন যোগ্যভাবে বর্ত্তমানের সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তাহারই ত' আয়োজনের প্রয়োজন বেশী। এই ক্ষেত্রেই প্রচার-কার্য্য তাহার কৌলীন্য দাবী করিতেছে। প্রচার মাত্রই দোষের নহে।

সম্প্রতি হৃদয়বান্ ভাবুক ব্যক্তিরা কেহ কেহ স্বরূপানন্দ-ভাবাদর্শকে জনসমাজে প্রচারিত দেখিবার জন্য নানা রূপ বিধি-ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রৌঢ় আছেন, বৃদ্ধ আছেন, যুবক আছেন, বালক আছেন, নারী আছেন, পুরুষ আছেন, ধনী আছেন, দরিদ্র আছেন, সবল-দুর্ব্বল, সুস্থ-রুগ্ন সর্ব্বশ্রেণীর লোকই আছেন। কিন্তু ভাবাদর্শ প্রচারের মানে কি হইবে আমার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধনের দ্বারা ধর্ম্ম-জগতের আর একটা নূতন হট্টগোল সৃষ্টি করা? আমি কদাচ মহাপুরুষ-রূপে প্রচারিত হইতে চাহি না। আমি কদাচ ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাঁহার পূজার বেদী, তাঁহার মহিমাময় সিংহাসন অধিকার করিতে চাহি না। আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের সমকক্ষ একজন সমসাধক থাকিলেই পরম কৃতার্থ হইব। আমার ভাবাদর্শ প্রচার আর চরিত্র-আন্দোলনকে প্রসার দান একার্থ বাচক। কারণ, আমি তরুণ-কৈশোর হইতেই ডাকাতিয়া নদীর যমুনাপুলিনে চরিত্র-বত্তার বংশীনিনাদ করিয়াই আমার রাখালিয়া মতির পরিচয় দিয়া আসিতেছি। সবাইকে

ডাকিয়া কাছে আনাই আমার স্বভাব, সবাইকে আপন করাই আমার প্রকৃতি। আমার কোনো মাথাব্যথা নাই এই বিষয়ে যে, কে আবার কাহার শিষ্য হইয়া আমাকে অমান্য করিল। কেহ আমাকে অবহেলা করিয়া অন্যতর ব্যক্তিতে গুরুভাব অর্পণ করিলে আমার মনে কোনো কষ্ট হয় না। আমি খুশি শুধু সে সাধক হইলে।

জগতের একটী প্রাণীকেও বলিও না,—"আমার গুরুর শিষ্য হও।" বলিও,—"ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, সত্যশীল হও, পরার্থে আত্মত্যাগী হও, সকল সৎকার্য্যে সহযোগ দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর।" বলিও,—"মিথ্যাকে যতটা পার বর্জ্জন কর, মিথ্যাচারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ হইতে বিরত হও, দুঃখীর দুঃখ নিবারণের জন্য কে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে পার, তাহা দেখ।" বলিও,—"আমার গুরুকে আমি প্রচার করিতে আসি নাই, শুনাইতে আসিয়াছি তাঁহার উপদেশ। যাঁহারই তুমি শিষ্য হইয়া থাক, আচার্য্য স্বরূপানন্দের উপদেশে তোমার গ্রহণীয় কিছু আছে কিনা, তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে ত' কোনও দোষ নাই।" বলিবে,—"আমার গুরুকে জগতের অন্য কাহারও সহিত তুলনা দিয়া শ্রেষ্ঠ করিতে গিয়া তোমার গুরুগর্ব্বে আঘাত করার আমার প্রয়োজন নাই, সেই চেষ্টাও আমার নাই, কিন্তু অন্য গুরুর শিষ্যত্ব সত্ত্বেও তুমি আচার্য্য স্বরূপানন্দের উপদেশ-সমূহ হইতে লাভজনক, হিতকর,

প্রীতি-বর্দ্ধক, সন্তোষ-সঞ্চারক কিছু পাও কিনা, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা দোষের নহে।"

সব চাইতে গুরুতর কথা হইতেছে, গুরুত্বাভিমানী ব্যক্তিদের সুকৌশলে মানুষের কাছে ঈশ্বর হইবার সখ, ঈশ্বরাবতার-রূপে পূজিত হইবার সখ, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রূপে পরিকীর্ত্তিত হইবার সখ। এই সখ অমনি আসে না। সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালে এই একটী সুখ বিলাসের সৌখিন পুরুষ বা নারী শত শত গজাইয়াছেন। খৃষ্টকে বলিতে হইয়াছে,—সাবধান, শত শত নকল খ্রীষ্টেরা আসিবে। মহম্মদকে বলিতে হইয়াছে,—হুঁশিয়ার থাকিও, শত শত নকল রসুল আসিয়া তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে। উভয়কেই বলিতে হইয়াছে,—দেখিও, ভুল করিয়া যাকে তাকে খ্রীষ্টের আসনে বা রসুলের আসনে বসাইয়া দিও না।

আর আমাদের দেশ? অতীত অবতার-সমূহকে স্বীকার করিয়া না নিলে নিজেকে অবতার বলিয়া জাহির করা যায় না বলিয়া নিতান্ত দৃঢ়স্কন্ধ ব্যক্তিকেও অতীতের অবতারদের যশোগীতি গাহিতে হইয়াছে এবং নিজেকে তাঁহাদেরই একজনের পরবর্ত্তী পরম্পরাগত অবতার বলিয়া পরিচয় দিতে হইয়াছে। স্বরূপানন্দের সেই বালাই নাই। সে সকল অবতার বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ স্থানের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া অন্তরভরা সম্মান দিয়াও নিজেকে

তোমাদেরই মধ্যেকার একজন করিয়া রাখিতে চাহে। সুতরাং তাহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য কোনও প্রকারের প্রচার কর্ম্মের প্রয়োজন তোমাদের নাই।

কিন্তু আমার জীবনের কিছু আদর্শ আছে, যাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রয়াসে আমি জীবনের কিছু অবসর নিশ্চয়ই ব্যয়িত করিয়াছি। তাহা দিয়া সর্ব্বমানবের প্রয়োজন আছে এবং চিরকাল থাকিবে। তোমরা সেই আদর্শকে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় প্রচার করিতে অধিকারী। আরও মনে রাখিও যে, প্রচার করিবার কালে তোমাদের নিজ নিজ জীবনের আচরণকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধেয় রাখিতে হইবে। কিতাবের বুলি মুখস্থ করিয়া অনর্গল বক্তৃতার বৃষ্টি বর্ষণ করার নাম আদর্শ-প্রচার নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কলিকাতা হেদুয়ার মাঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সভার সরকারী অনুমতি বিশেষ তদ্বির সত্ত্বেও আমাদের সুবিধামত সময়ে পাওয়া যায় নাই। নিতান্ত শেষ সময়ে অনুমতি মিলার ফলে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া স্থানীয় প্রচারেই সকল কর্ম্মীদের ব্যস্ত থাকিতে হয়, যাহার জন্য তোমাদের ওখানের ন্যায় আরও বহু অভীষ্ট স্থানেই বিজ্ঞাপন প্রেরণ করা যায় নাই। ইহা কর্ম্মীদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নহে, ইহা কর্ম্মীদের অসাধ্য ছিল।

তোমাদের স্থানীয় অনুষ্ঠানের তারিখ পিছাইবার যুক্তিগুলো ভাল। কিন্তু কেবল যদি তারিখ পিছাইয়াই যাইতে থাকে, তবে কোনদিনই অনুষ্ঠানটী হইবে না। নিতান্ত প্রারম্ভ হিসাবে বার্ণপূর যে প্রাথমিক চেষ্টাটী করিয়াছে, তাহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠাতাদের ত্রুটিগুলি তোমার উচিত তাহাদের কাছে তুলিয়া ধরা, কারণ, তাহাতে তাহারা সংশোধনের সুযোগ পাইবে।

শ্রেষ্ঠ বক্তাদের বক্তৃতার সময়ে শ্রোতার সংখ্যা কম থাকিলে অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। কিন্তু যাঁহার বক্তৃতা অতীতে কখনো শোন নাই, তিনি শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বক্তা, তাহার ধারণা করিবে কি প্রকারে? তোমাদের স্থানীয় অনুষ্ঠানকে বার্ণপূরের ত্রুটিগুলি হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি কিন্তু বেশী সুখী হইয়াছি

এই প্রস্তাবে যে, তোমরা কিছু সময় নিতেছ প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে যে, নিজেদেরকে সংশোধিত করিয়া লইবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। চরিত্র-গঠন আন্দোলনে যাহারা মুখ্য অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে আগে আত্মসংশোধনের দিকে দৃষ্টি দিতেই হইবে। তবেই এই আন্দোলন প্রকৃত রূপটী পাইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৫শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৮৩

(৮ই মে, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মালতী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের চিত্র সহ পত্র পাইয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। রক্ষকবিহীন মেষপালের ন্যায় স্বদেশ, স্বজাতি, পরিচিত আত্মীয় ও স্বজনগণ হইতে দূরে বিদূরে আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় টলিতে টলিতে শেষ পর্য্যন্ত অস্থায়ী এক উদ্বাস্তু-শিবিরে অনিশ্চিত আশ্রয় পাইয়াও তোমরা যে অখণ্ডমণ্ডলী করিয়া দানা বাঁধিয়াছ,
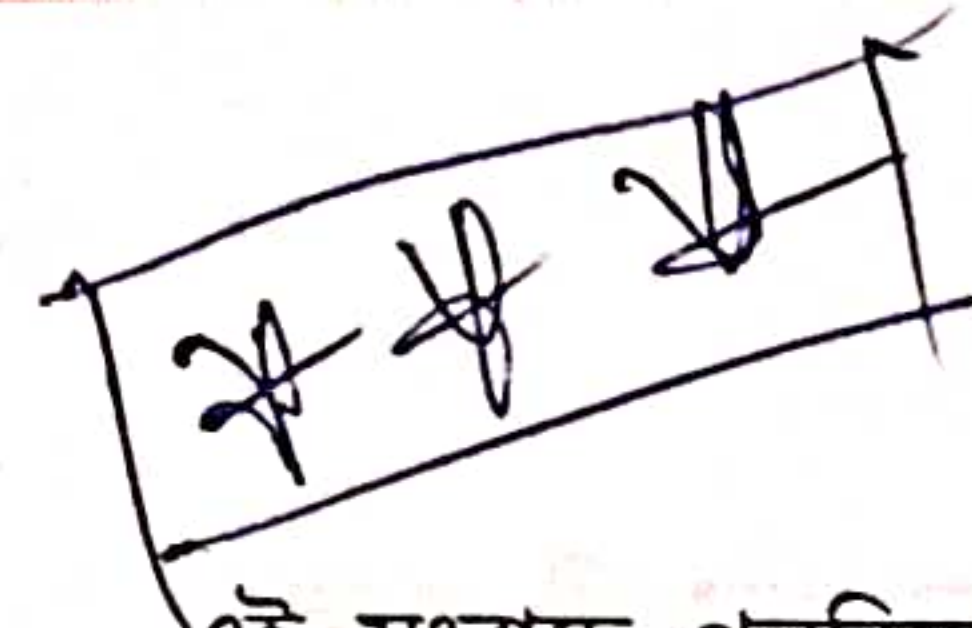
এই সংবাদে পুলকিত ও আশান্বিত হইলাম। তোমরা কেহই আমাকে চর্ম্মচক্ষে দেখ নাই, লোকমুখে অস্পষ্ট উচ্চারণে শুধু নামটুকু শুনিয়াছ। তাহাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমরা আমার প্রতিচিত্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ, জানিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। আমার তরফ হইতে কাহাকেও শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রেরণা আমি কদাচ দেই না। এই প্রেরণা তোমরা কোথা হইতে কি ভাবে সংগ্রহ করিলে, ভাবিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

কিন্তু গুরু বলিয়া যখন মানিয়া লইয়াছ, তখন শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। আমার প্রতিচিত্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমরা ওঙ্কার-মন্ত্র জপ শুরু করিয়াছ জানিয়া আমি ইহাতে আমার সানন্দ সম্মতি ও অনুমোদন জ্ঞাপন করিতেছি, জানিও। আমার কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রশ্রবণ তোমাদের না ঘটিলেও, অনন্ত কালের জন্য আমি তোমাদিগকে আমার প্রকৃত শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ থাকার কালে যদি আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার কখনো সম্ভব হয়, তবে স্বকর্ণে ওঙ্কার-মন্ত্র আমার কণ্ঠ হইতে একবার শুনিয়া নিও।

তোমরা যেরূপ করিয়াছ, তাহার অনুরূপ ঘটনা অন্যান্য স্থানেও হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ঘটনার সহিত ব্যক্তিগত গোঁড়ামির ও জিদাজিদের সংশ্রব ঘটায়, আমার সহিত সেই

সকল তথাকথিত শিষ্যদের অন্তরঙ্গতা ঘটিতে পারে নাই। শিষ্য হইবে বিনীত, দুর্ব্বিনয় শিষ্যের লক্ষণ নহে। শিষ্য হইবে অনুগত, গুরুর অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করিয়া কাজ করা শিষ্যের লক্ষণ নহে। শিষ্য হইবে সহিষ্ণু,—হঠাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য সমসাধকদের ভিতরে দ্বন্দ্ব, সংশয়, বাদ-প্রতিবাদ,দ্বিধা, কুণ্ঠা, অসরলতা এবং অশালীনতা সৃষ্টি শিষ্যের লক্ষণ নহে।—এই সকল বিষয়ে সকলে সচেতন থাকিও।

আমি শিষ্য-সংখ্যার বৃদ্ধিতে আগ্রহী নহি। শারীরিক পটুতা আমার সীমাবদ্ধ বলিয়া অগণিত শিষ্যকে প্রত্যক্ষ দীক্ষাদান সুসাধ্য ব্যাপারও নহে। তবু যে শিষ্য বাড়িতেছে, তাহা শুধু যুগেরই প্রয়োজনে। আমি পুরাতনী কথাকে নূতন করিয়া বলিয়াছি, শাশ্বত সত্যকে ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমানের বাস্তবতা দিয়া প্রচার করিয়াছি, দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র-বাণীগুলিকে সহজ, সরল, অনাবৃত সুন্দরতায় আচরণীয় করিয়া তুলিয়াছি। এগুলি যুগেরই দাবী। অতীতের সহিত আমার কলহ নাই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার অনাস্থা নাই, তাই বর্ত্তমানকে আমি সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া প্রতিজনকে কর্ত্তব্যোপদেশ দিয়াছি। আমি আধুনিক যুগের প্রাচীন মানুষ অথবা প্রাচীন যুগের আধুনিক মানুষ। তাই মানুষ আমাকে দূরদূরান্তর হইতেও কেবল চাহিতেছে।

সুতরাং আমার প্রতিচিত্রের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া

আমার শিষ্যত্ব লাভ তোমাদের পক্ষে অসঙ্গত বা অশাস্ত্রীয় হয় নাই। কারণ, শাস্ত্র সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই শাসন করে, অনুশাসন দেয়। তবে, স্বরূপানন্দ-শিষ্যকে নিশ্চিতই কয়েকটী সর্ত্ত পালন করিতে হইবে। যথা,—

(১) নিজ নিজ আশ্রমোপযোগী ভাবে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন -কে জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে,

(২) চতুর্দ্দিকের পরিবেশ অনুকূল ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল ভাব-সমূহ প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—

(৩) নিজ নিজ জীবিকার মধ্য হইতে ভিক্ষুকের আচরণ ও যাচকের মনোবৃত্তিকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, পাপবর্জ্জিত অন্ন আহরণ করিতে হইবে,

(৪) নানা প্রকারের বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ সম্পর্কে নিন্দাচর্চ্চার কদভ্যাস হইতে নিজেদিগকে মুক্ত রাখিয়া এমন ভাবে নিজেদের সাংঘিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-সমূহ পালন করিতে হইবে, যাহাতে এক স্বরূপানন্দ-সন্তান অপর স্বরূপানন্দ-সন্তানের সহিত প্রগাঢ় ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে,

(৫) গুরুনিন্দক, গুরুগৌরব-হারক, গুরুদ্বেষী ব্যক্তিদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে হইবে,

(৬) অখণ্ডগণের মধ্যে প্রচলিত সুনির্দ্দিষ্ট নিষ্ঠাসমূহ ও

নিয়মকানুনের মধ্যে নবনব-প্রথা ও আচরণ প্রবর্ত্তন করিয়া ঐক্যবদ্ধ সুন্দরতাকে ব্যাহত করিবার প্রলোভন বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে।

কথাগুলি লিখিলাম এই জন্যে যে, কুমার, কুমারী, সধবা, বিধবা, বিবাহিত, বিপত্নীক, বিষয়ী বা সংসারত্যাগী সকলেরই পক্ষে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্যই মহাজাতি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। পরিবেশ অনুকূল না হইলে মদমত্ত ঐরাবতও সামান্য ঝিনুক-খণ্ডের আঘাতে আঘাতে কাবু হইয়া পড়িতে পাড়ে। জীবিকার মধ্যে পাপ থাকিলে, অসৎ উপায়ে অৰ্জ্জিত সেই ধন বংশানুক্রমিক অবনতির আমাদানী করে। পরধর্ম্মের নিন্দা করিলে নিজ ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না বাড়িয়া তাহা বরং কমিয়াই যাইতে থাকে। সাংঘিক একতা বজায় না থাকিলে জাতি-হিসাবে মনুষ্যকুল ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে ধাবমান হয়। গুরুনিন্দা ইষ্টনিষ্ঠার হ্রাস করে বলিয়া সাধনের মূল শিথিল করিয়া দেয়, ফলে সাধন না করিয়াই সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগে এবং ব্যক্তির তথা সংঘের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত অহঙ্কারের দাপটে অনেক মানুষ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এমন বহু কাজ করে, যাহার ফলে নিত্য নূতন প্রথার উদ্ভব ঘটিয়া মূল জিনিষটীকে বিকৃত করিয়া দেয়।

সাম্প্রতিক একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। সমবেত উপাসনার একটী বিশিষ্ট সুর এবং কার্য্যক্রম আছে। যত জনকে শিখাইবার

চেষ্টা করিয়াছি, প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিয়া ব্যক্তিগত মুদ্রা দোষের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া ঐ সুরের বিকৃতি ঘটাইয়াছে। বর্ত্তমানে আমি নিজ কণ্ঠের সুর দিয়া লং-প্লেয়িং গ্রামোফোণ রেকর্ড করার পরে এই সকল অভিমানী সুরশিক্ষকগণ লক্ষ্য করিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছে যে, তাহাদের সুর ইহার সহিত মিলে না। সুতরাং বাবামণির নিজ কণ্ঠের উচ্চারিত সুরই ভুল, ইহাদের ভুল সুরই শুদ্ধ। নবপ্রবর্ত্তনকারীদের স্পর্দ্ধা কোথাও কোথাও এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, একদা হয়ত তোমরা শুনিবে যে, বাবামণি কখনো গ্রামোফোণ কোম্পানীর রেকর্ডিং রুমেই যানই নাই। নিজেদের ভুলকে শুদ্ধ বলিয়া চালাইবার অহঙ্কার কোনও কোনও স্থানে মণ্ডলীকে চৌচির করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে।

আজকাল আগের মত বেপরোয়া ভ্রমণ আর চলিতেছে না। কিন্তু দীক্ষা-লাভেচ্ছুক অনেক স্থানে স্বপ্নেও দীক্ষা পাইতেছে। যাহা আমি সর্ব্বত্র দেই, তাহাই পাইতেছে, অন্য কিছু নহে, —ইহাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বহুবার ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিতে থাকিবে। কিন্তু আমার মরদেহের অবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি আশা রাখিব যে, এই নবদীক্ষিতেরা যেন আমার পার্থিব কণ্ঠের উচ্চারণে মহামন্ত্র একবার শুনিতে পায়।

যে যেই ভাবেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাক, নিজেদের এই মহাসৌভাগ্যের কথা বাহিরে প্রচার করিয়া বাখানি করিবে না। আসল কাজ তোমাদের উপাসনা। ইহাকে শান্ত মনে, শান্ত প্রাণে, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে প্রতি সপ্তাহে করিয়া যাইতে থাক। এ কাজটী নিরাপদে চলিতে থাকিলে আস্তে আস্তে তোমাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার ঘটিতে থাকিবে। তারপরে যদি কেহ তোমাদের রক্তমাংসের শরীরগুলি লইয়া ঢেকিতে কুটিয়া চূর্ণিত করে এবং বিমান-যোগে সপ্ত-সমুদ্রের বারি-বক্ষে নিক্ষেপ করে, তবু তোমরা নব-শ্যামায়মান বঙ্গভূমি রূপে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ফুটিয়া উঠিবে। ইহা রোধ করিবার ক্ষমতা জগতে কাহারও নাই। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের বিস্তারিত কার্য্য-বিবরণ পাইলাম। কয়েকটা

বিদ্যালয়ে গিয়া চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সম্পর্কে ভাষণ দিয়া তরুণ তরুণীদিগকে উপকৃত এবং শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু অসুখী হইলাম এই জন্য যে, স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে তোমরা উদাসীন রহিয়াছ। একা একা কাজ করিবার অভ্যাস খারাপ নহে, কিন্তু যেখানে সকলের সহযোগিতা লইয়া কাজ করা যায়, সেখানে একা একা কাজ করা ভুল। যুদ্ধ জয়ের জন্য দক্ষ সৈনিকের দরকার। দক্ষ সৈনিকের সঙ্গে মিশিয়া অপটু সৈনিকেরা রণচাতুর্য্য শিক্ষা করিতে পারে। নিত্য নূতন কর্ম্মীকে কর্ম্মক্ষেত্রে সরবরাহ করিবার যোগ্যতাই সংগঠনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তোমরা স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ করিও, যাহার ফলে প্রবীণেরা নিজ নিজ বুদ্ধি দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন, নবীনেরা অন্যতর যোগ্যতার দ্বারা সহযোগ করিবে এবং নিতান্ত কচি কিশোরেরা সভাস্থলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিবে। চেষ্টা যখন তোমার মহৎ, তখন মণ্ডলীর অজ্ঞাতসারে কাজ করিবার সার্থকতা কি আছে?

যেখানে মণ্ডলীর সদস্যেরা ঝগড়া-কলহে লিপ্ত, সেখানে বুদ্ধিমান্ লোকেরা মণ্ডলীর মতামত না লইয়া কাজ করিতে বাধ্য হইবে। ঝগড়া যদি না মিটে, তবে ইহা ছাড়া গত্যন্তর

নাই। কোথাও কলহ দেখিলে আমি মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিবার পক্ষপাতী। কলহের জন্ম অহংকার হইতে, ক্ষমার জন্ম প্রেম হইতে। প্রেমহীন মানুষ রুষ্ট আক্রোশে সহকর্মীকে বারংবার দংশন করিয়াও ক্ষান্ত হয় না। প্রেমিক মানুষ সকলের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করিয়া হাসিমুখে সকলের সহিত কাজ করে। নেতৃপদে অভিলাষ থাকিলে তোমাকে সেবক হইতে হইবে। কাজ কিছুই করিব না, আবার নেতা নামটা চাই, ইহা মারাত্মক। অনেক ভাল ভাল মণ্ডলীই ঝগড়া-কলহের দরুণ কাজ করিতে পারিতেছে না। যে সময়ে কাজ করিবে, সে সময়ে তাহারা ঝগড়া করিতেছে। একদল লোক সম্মান আঁকড়াইয়া রহিতে চাহে, অন্যদল লোক অপরের সম্মানে ঈর্ষ্যা অনুভব করে। প্রকৃত কাজ ইহাদের কাহারও লক্ষ্য নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে মণ্ডলী তুলিয়া দিলে দোষ কি? এমতাবস্থায় অন্যান্য লোকেরা স্বাধীন ভাবে কাজ অবশ্যই করিবে।

জনে জনে নূতন নূতন প্রগ্রাম করিলে কাজের ক্ষতি হয়। কাজের প্রগ্রাম বহুজনকে লইয়াই করা উচিত। পরামর্শের জন্য এমন লোকদের ডাকিতে হইবে, যাহাদের কর্ম্মশীলতা আছে, অতীত অভিজ্ঞতাও আছে। মণ্ডলী যদি পরিমাণের দিক দিয়া অল্প কাজও করে, তবে তাহাও স্থায়ী সুফল দান করিতে পারে, যদি মণ্ডলীতে ঝগড়া-কলহের আবহাওয়া না থাকে। ত্যাগস্বীকার করিব না, তথাপি মণ্ডলীর প্রধান হইয়া থাকিব,

এইরূপ জিদ ভাল নহে। প্রকৃত ত্যাগী ও কর্ম্মীদিগকে সম্মান দিব, কাজ করিবার পথ তাহাদের জন্য খুলিয়া দিব, তাহাদের প্রতিজনকে কাজে লগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিব কিন্তু নিজে কোনও সম্মান, অধিকার বা প্রতিষ্ঠা কামনা করিব না, মণ্ডলীর সেবকের এইরূপ মনোভাব হওয়া উচিত।

প্রতিজনের চেষ্টা মিলিত হইয়া মণ্ডলীকে এইরূপ করিয়া তুলুক। দম্ভের আন্দোলনে দীর্ঘকালের সেবকদিগের হৃৎকম্পন শুরু করাইয়া দিব বা তর্জ্জনে গর্জ্জনে তাহাদের প্লীহা ফাটাইয়া দিব,—এইরূপ মনোভঙ্গী প্রকৃত পৌরুষের পরিচায়ক নহে, বরঞ্চ কাপুরুষদেরই প্রকৃতি ইহা।

সঙ্ঘের জন্য জীবনে অতীতে সত্য সত্যই যাহা কদাচ কর নাই, তেমন সকল অত্যুক্তি দিয়া নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়িয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করিও না। কারণ, তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে সেবক হিসাবে কতটুকু দামী, তাহা তোমার বর্ত্তমান কার্য্য দ্বারাই বিচারিত হইবে। অতীতের ইতিহাস মিথ্যা করিয়া রচনা করিতে পটু লোকদের হাঁড়ি হঠাৎ একদিন হাটের মধ্যে ফাটিয়া যায়। কৃতী ব্যক্তির বিনয় থাকে, দম্ভ থাকে না। কাজের লোকের লক্ষ্য কার্জের প্রতি থাকে, আস্ফালনের দ্বারা পর-গর্হণ সে করে না। সকলের কাছ হইতে আলাদা করিয়া নিজেকে বিশেষ এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করিবার চেষ্টা তোমাদের পক্ষে ভুল হইবে। কারণ, আমি

তোমাদিগকে মহামিলনের মন্ত্র দিয়াছি, বিচ্ছিন্নতার বীজমন্ত্র দেই নাই। তোমরা জপ করিবে মিলনের মন্ত্র আর কাজ করিবে বিচ্ছিন্নতাবাদীর, ইহা চলিতে পারে না।

কথাগুলি পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি। একই কথা বারংবার কতবার বলিব?

আমার এই নশ্বর শরীর যখন থাকিবে না, তখনও বহু নূতন নূতন স্বরূপানন্দ-সন্তানের আর্বিভাব ঘটিবে, যাহারা আমাকে পাঞ্চভৌতিক দেহে না পাইয়াও আত্মতঃ সম্পূর্ণরূপে পাইবে এবং আমারই জন্য নিজেদের সর্ব বস্ব সমর্পণ করিবে। তোমরা কি তখন তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবে? তোমরা কি তখন নানা ওজুহাত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবে? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনায় কি তোমরা উদাসীন বা কৃপণ রহিবে? তোমরা কি আমার নিকটে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন ভুলিয়া যাইবে? কি হইলে কে আমার আপন হয়, কি করিলে কে আমার অন্তরতম ভক্ত হয়, তখন কি তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে? ব্যক্তিত্বের অভিমান ও পরছিদ্রান্বেষণ ত্যাগ না করিতে পারিলে তোমরা আমাকে আর কোথায় পাইলে? কতটুকু পাইলে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাছাড়-জেলা পল্লী-পরিক্রমা হরিওঁ-মহানাম সঙ্কীর্ত্তনের কালাইন বাজারের সন্নিকটস্থ সিন্দুরায় আগমনের যে সুন্দর ছবিখানা তোমার পত্রে দেখিলাম, তাহাতে মুগ্ধ হইলাম। তুফান-বৃষ্টি, পথশ্রম, পথের কাদা প্রভৃতি সব-কিছু বিঘ্ন-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া জনসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হওয়া এবং বিমল আনন্দে প্রেমের কল্লোলে ধরিত্রী প্লাবিত, মথিত ও ফেনিল করিয়া দেওয়া সত্যই এক বিচিত্র দৃশ্য। এই দৃশ্য তোমরা মানুষকে দেখাইলে বলিয়া চিরকাল মানুষ তোমাদের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবে। জল-ঝড় সাময়িক কিন্তু তোমাদের এই কীর্ত্তি অবিনশ্বর।

কাজ তোমরা চালু রাখ। এক বৎসরের জন্য সঙ্কল্পিত পল্লী-পরিক্রমা কাছাড়ে প্রায় দেড় বৎসরে পড়িতে যাইতেছে। তিন বৎসর একাজ তোমরা করিয়াই যে যাইবে, তাহাতে ভুল নাই। মঙ্গলময় ভগবান্ ইচ্ছা করিলে আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া রোমাঞ্চিত-তনু হই। ভগবানের নামের মহিমা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। প্রত্যেকে নামের সেবক হও, নামে বিশ্বাস

কর। জনে জনে সর্ব্বসাধারণের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া যাইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঘটনাবলী তোমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। যাহাকে নিজের জীবন-সঙ্গিনী করিবে বলিয়া ভাবিতেছিলে, সে বিবাহ দ্বারা অপরের স্ত্রী হইয়াছে। এতবড় আশাভঙ্গের পরেও তুমি বিহ্বল বিরহীর করুণ ক্রন্দন হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে পারিয়াছ দেখিয়া আমি পরম আহ্লাদ আস্বাদন করিতেছি। ঘটনাবলিকে তুমি অতি স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছ। এজন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দেও নাই বা কোনও অভাবনীয় ভবিতব্যের দিকে নিজেকে টানিয়া নাও নাই, ইহাই ত' পুরুষোচিত কার্য্য।

যুগপ্রবাহের আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে দ্রুত রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহার ফলে যুবক ও যুবতীদের মনে নিত্য নূতনতর ভাবোদয় ও সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। ঝোঁকের বশে

বা ভাবালুতার মোহে বিতাড়িত না হইয়া ধীরমস্তিষ্ক-সেনাপতির ন্যায় নিজ চমুর বিনাশ দেখিয়াও সুস্থির থাকিবে, ইহাই ত' যুগের দাবী এবং প্রয়োজন! পুনঃ পুনঃ তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

খুবই ভাল বাসিয়াছিলে। ভালবাসার হেতুও ছিল। কিন্তু ভালবাসিলেই ভালবাসার বস্তুকে দেহ-লালসার ইন্ধন-রূপে ব্যবহার করিতে হইবে, মানুষের জগতে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। ভালবাসাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ-সুখের লালসায় জলাঞ্জলি দেওয়া যায়। পশুপক্ষী তাহা পারে না, মানুষ তাহা পারে। মানুষ যাহা পারে, তুমি তাহাই করিতে সমর্থ হইয়াছ। মানুষরূপে তুমি পুনরায় আমার আশীর্ব্বাদ লও।

মানুষ নামটা বর্ত্তমানে বড় বিভ্রান্তিকর অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। মানুষ হইলেই নাকি নোংরা গলিতে ভ্রমণ করিতে হইবে। মানুষ হইলেই নাকি সুরাপান করিতে হইবে। মানুষ হইলেই নাকি প্রমাণ দিতে হইবে যে, সজ্জন-সমাজে প্রচলিত সদাচারের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ব্যভিচার করিতে সমর্থ, পরদার করিতে সমর্থ, ধর্ষণ করিতে সমর্থ, মুগ্ধ মানুষকে চোখের চাহনী দিয়া বন্দী করিয়া চরিত্রচ্যুত করিতে সমর্থ। এসব পশুপক্ষীসুলভ গুণ যাহাতে সুপ্রচুর ভাবে পরিব্যক্ত নহে, সে নাকি কাপুরুষ, সে নাকি অমানুষ, সে নাকি নপুংসক।

এই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করিয়া দিবার যোগ্যতা যে তোমাদের আছে, তুমি তাহার একটী প্রমাণ স্থাপন করিলে। এজন্য তুমি ধন্যবাদার্হ। এজন্য তুমি প্রশংসার্হ। এজন্য তুমি পুনরায় আমার আশীর্ব্বাদার্হ। তুমি অভিনন্দন-যোগ্য।

যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে, তোমার কোনও অবিবেচিত আচরণের জন্য তাহার যেন দেহে, মনে, প্রাণে, সম্মানে, সুযশে, জীবনযাপনে ও উন্নতি-পথারোহণে কোনও প্রকারের আঘাত না পড়ে, এই দিকে তোমাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আগেকার যুগের মানুষ হইলে বলিতাম, সংস্রব বর্জ্জন কর কিন্তু এ যুগে সর্ব্বক্ষেত্রেই হয়ত সেই উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে, তোমার যে সাবধানতার প্রয়োজন আছে, ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না। বিস্মৃত হইও না যে, তোমার একটা মলিন চিন্তাও তোমার ভালবাসার পাত্রের ক্ষতি করিতে পারে, মলিন সংস্পর্শ ত' অনেক দূরের কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিবাহ-সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইলাম। আশা করি, তুমি মনের মত বরই পাইয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে মিলিয়া নূতন পৃথিবী গড়িবার যোগ্য ভূমিকা নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টায় নামিবে। বিবাহকে সাধারণ লোকে যেই অর্থে বুঝিয়া থাকে, যেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, আমি সেই অর্থে বা সেই দৃষ্টিতে দেখি না।

যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই ঘটিতেছে। ইহার ভিতরে কোষ্ঠী-ঠিকুজীর বা জ্যোতিষী মহাশয়দের কিছু করিবার নাই। সর্ব্বপ্রযত্নে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং অন্তর হইতে যাবতীয় আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া দাও।

স্বামীর যাহাতে কুশল হয়, তদ্রূপ ভাবে চলিও। স্বামীর মনকে ক্লেদমুক্ত, গ্লানিমুক্ত, আতঙ্কমুক্ত, কলুষমুক্ত ও লালসামুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিও। কারণ, এই চেষ্টার মধ্যেই সহধর্ম্মিণীর প্রকৃত কর্ত্তব্য নিহিত আছে। স্বামীর আনন্দায়িনী হও, তাহার বলবর্দ্ধিনীও হও। তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া আনন্দ দিও না, আনন্দ দিয়া দুর্ব্বল করিও না। যে আনন্দ সবলতা-বর্দ্ধক, তেমন আনন্দের দানসত্র খোল। দুই চারি মাস অতিক্রান্ত হইলেই স্বামীর ভিতরের দেবত্বকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইবে অথবা তোমার চেষ্টায় সেই দেবত্ব প্রস্ফুটিত হইবে। পতি কেবল ভর্ত্তা নহেন, তিনি দেবতাও। স্ত্রী কেবল অনুগতা নহেন, তিনি প্রতিপালিকাও বটেন, পরিচালিকাও বটেন। এই

হিসাবে তিনি দেবী। প্রকৃত দেবীর সংসর্গে সাধারণ একটী স্বামী প্রকৃত দেবতায় অর্থাৎ পতিদেবতায় পরিণত হইয়া থাকে। মানুষটাকে দেবতায় রূপান্তরিত করিবার জন্যই স্বামী সারা জীবনের সাথী, স্ত্রী নিত্য-জীবন-সঙ্গিনী। উভয়ে উভয়ের দেবত্বকে খুঁজিয়া বাহির কর, জীবজন্তু-সুলভ ইন্দ্রিয়মোহ তোমাদের জন্য নহে। তোমাদের ইন্দ্রিয়-ব্যবহার শুধু সাময়িক সুখ-বিনোদনের জন্য নহে, পরন্তু তাহা পরস্পরের দেবত্বকে নিঃসঙ্কোচে বিকশিত করিয়া তুলিবার বিরল উপায় মাত্র। একটী সঙ্গমও যাহাতে ঈশ্বর-স্মরণ ব্যতীত সমাধা না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র। তিনি তোমাদের ভিতরে, তোমাদের বাহিরে, তোমাদের মিলনে, তোমাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ওতপ্রোত। তাঁহাকে বাদ দিয়া কেহই কিছু করিতে পারে না। তিনি তোমাদের প্রতিটি রোমকূপের হর্ষণে প্রতিটি স্নেহবর্ষণে তোমাদের সঙ্গী, তোমাদের সাথী, তোমাদের সাক্ষী। যাহা কিছু করিতেছ, তাঁহারই ক্রোড়ে বসিয়া করিতেছ বলিয়া বিশ্বাস রাখিও। এই বিশ্বাস তোমাদের অনন্ত সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৬শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৮৩

(৯ই মে, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। বিবাহের পরে তাহারা যাহাতে সৎ জীবন যাপন করিতে পারে, কুরুচির বন্যায় ভাসিয়া না যায়, তাহার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিও তোমাদিগকে করিতে হইবে। একদিনকার পশু-মানব আজিকার পূর্ণ মানবে পরিণত হইয়াছে বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক নিয়মে। এই পূর্ণ মানবের ভিতরটাতে পশুটা এখনো লুকাইয়া রহিয়াছে। ধারাবাহিক তপস্যার দ্বারা এই পশুটাকে দেবতায় পরিণত করিয়া নিয়া পূর্ণ মানবকে দেব-মানবে রূপান্তরিত করিবার সাধনা হইতেছে তোমাদের দায়। অতীতের মানুষেরা এই কথাটা বুঝিত না বলিয়া স্বভাবের গতির উপরে তাহাদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কিছু কিছু পূর্ব্বপুরুষ এই কথাটা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই মনুষ্য-সমাজে নানা প্রথা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার শুভফল অনস্বীকার্য্য কিন্তু জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলে যেমন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, তেমনি সামাজিক নানা ব্যবস্থা মানুষের অবদমিত কামুকতাকে প্রচ্ছন্ন

উন্মাদ হইয়া চিরকালই কি মানুষের মন বিভ্রান্তি চয়ন করিবে? তাহার প্রতীকার চাই, তাহার প্রতিষেধ চাই।

তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিবেশ তৈরী কর। মহামানবদের দলে দলে আবির্ভাবের পটভূমিকা তবেই প্রস্তুত হইবে, তবেই দেবতার ও দেবত্বের আত্মবিকাশের অনুকূল পরিস্থিতির জন্ম হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি আমার শিষ্য মাত্রকেই প্রয়োজন হইলে আমার প্রতি দ্রোহ করিতে অধিকার দিয়াছি শুধু এই একটী মাত্র কারণে যে, আমি গুরু হইলেও কোনও শিষ্যকে দাস মনে করি না, তাহার যুক্তির ও উক্তির স্বাধীনতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেহ গুরুদ্রোহও করিবে আবার সঙ্ঘের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিদের লইয়া কাজও করিবে, এই বিপরীত অবস্থাকে সমর্থন করা যায় না। কাহাকেও গুরুদ্রোহী বলিয়া জানিবার

পরেও তোমরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি কার্য্যে সহযোগ দিবে, এই অবস্থা সত্যই আপত্তিজনক। একই ব্যক্তির একই সঙ্গে ভগবান ও শয়তান উভয়েই প্রভু হইতে পারে না।

নিজেকে মহৎ বলিয়া প্রচারিত করিতে হইলে অন্য মহৎ ব্যক্তির নিন্দা-চর্চ্চা করিতে হয়, এই বুদ্ধি হীনমনা নীচবুদ্ধি অতীব ইতর ব্যক্তির। পরার্থে আত্মদানের গভীরতা ও অকপটতা হইতে মহত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে। মহৎ যে হইতে চাহে, সে প্রথমেই বর্জ্জন করে অহঙ্কার, পরনিন্দা এবং মিথ্যা। নিঃস্বার্থ পরোপকারকে যে ব্রত করিয়া নিয়াছে, সে নীরবে কাজ করিলেও একদা জগৎ তাহাকে স্বীকার করে, ভালবাসে, প্রণাম করে, আদর করে।

কথাগুলি প্রচারের জন্য নহে, মনে রাখিবার জন্য, জানিও। স্বার্থ-সাধনের জন্য কেহ তোমাদিগকে প্রতারণা করিতে চাহে বলিয়াই বোকার মতন প্রতারিতই হইতে হইবে, এমন কি কোনও মাথার দিব্যি দেওয়া আছে?

তোমাদের সাধন-নিষ্ঠা দিনের পর দিন যদি কেবল শিথিলই হইতে থাকে, তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ কি হইতে পারে, ভাবিয়া দেখিও। এক টুকরা পচা রুটির জন্যও আমি কদাচ তোমাদের প্রত্যাশী নহি, কিন্তু কেবলই চাহিতেছি যে, তোমরা সাধন কর। এই একটা মাত্র প্রত্যাশা পূরণে তোমরা কৃপণ হইবে কেন?

সাধন করিলে টের পাইবে যে, কোন্‌টা হীরা, কোন্‌টা

কাচ। সাধন করিলে বুঝিতে পারিবে, তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি। সাধন করিলে একথা স্পষ্ট হইবে যে, সুদুর্ল্লভ মানব-জনম বৃথায় আর হেলায় খেলায় কাটাইয়া দেওয়ার মতন ভুল নাই। সাধন করিলে প্রেম আসিবে, প্রেম আসিলে দোষদৃষ্টি নাশ পাইবে, দোষদৃষ্টির বিনাশ ঘটিলে আবার সমগ্র বিশ্বকে আপন রূপে দেখিতে পাইবে। শাশ্বত সনাতন ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া প্রত্যেকটী কাজ কর। সাময়িক হুজুগে মাতিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি পবিত্র ওঙ্কার-মন্ত্রে একবার দীক্ষা লইয়াছ। এই অবস্থায় আবার আর একটা মন্ত্রের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে, ওঙ্কার-মন্ত্রে যখন সকল মন্ত্রই নিহিত আছে, তখন অন্য মন্ত্রে নুতন করিয়া দীক্ষা নিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং উৎপীড়ন সত্ত্বেও তুমি নিবে না। আমি কখনও অন্যত্র দীক্ষিত ব্যক্তিকে নিজ মন্ত্র ত্যাগ করিয়া আমার প্রদত্ত মন্ত্র নিতে প্ররোচনা দিই না। ইহা

আমার সহজ, স্বাভাবিক ভদ্রতাজ্ঞান। এই সরল সৌজন্যটুকু অন্যত্র কেন দেখিতে পাই না, ইহাই আশ্চর্য্য মনে হয়।

যাহা হউক, তুমি তোমার মন্ত্রে লাগিয়া থাক, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে দাও।

আমি কলিকাতা হইতে পুপুন্‌কী আসিবার পূর্ব্বদিন তোমারই বয়সী একটী মেয়ে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল যে, তাহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা সবাই একযোগে তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে যে, তাহাকে তাহাদের বাড়ীর গুরুদেবের কাছ হইতে নূতন আর একটী মন্ত্র নিতে হইবে। ইতিহাস শুনিয়া বুঝিলাম, ইহা মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার পুনরাবৃত্তি মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটীকে যদি মারপিট করিয়া মারিয়াই ফেলে, এই আশঙ্কায় তাহাকে বলিয়া দিলাম,—"যাও নূতন মন্ত্রেই দীক্ষা নাও, কিন্তু পরিণামে ওঙ্কার-মন্ত্রই তোমার জীবনে জয়ী হইবে।"

কুমারীদিগকে দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এই একটা অনিশ্চয়তা থাকে। নগাঁও জেলার লঙ্কায় একটী মেয়েকে নূতন করিয়া অন্য দীক্ষা দিবার জন্য পোড়া লোহা দিয়া পাছার চামড়া ছেঁকিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং মেয়েটী নাকি মারাই গিয়াছিল।

আমি তোমাকে আশ্বাস দিতেছি যে পরিণামে ওঙ্কার-মন্ত্রেরই জয় হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিরভিমান চিত্তে কাজ কর, তবেই কাজ সফল হইবে। আত্মাভিমানীর জীবসেবা কলুষে পঙ্কিল।

নিজে কাজ কর, পুত্রকন্যাদের দিয়াও কাজ করাও। তোমাদের সমস্ত বংশটাই কর্ম্মীর বংশে পরিণত হউক।

তোমাদের মধ্যে যেন দলাদলির সৃষ্টি কখনও না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে বৈশাখ, ১৩৮৩
(১২ই মে, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ ক—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছে

জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তবে অনির্দ্দিষ্ট কাল মৌনী না থাকিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া অভ্যাস করিলে ব্রত-পালনের দিকে নানা সুবিধা হয়। যথা, এক মাস, ছয় মাস বা এক বছর। ভবিষ্যতের কাজের জন্য নিজেকে যোগ্যতর ভাবে তৈয়ার করিয়া নেওয়াই মৌনব্রতের আসল উদ্দেশ্য। অসত্য-ভাষণ, অসত্য-আচরণ, অসদনুরক্তি প্রভৃতি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নেওয়াও মৌনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। মৌনকালে ঈশ্বর-সাধনে মনকে অধিকতর লগ্ন করিবার চেষ্টায় সাফল্য লাভও মৌনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন থাকিয়া যেন শ্রীমান্ ক—মৌনাবলম্বন না করে। সৎসঙ্গ করা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা, স্বাধ্যায়-শ্রবণ, উপাসনা, কীর্ত্তনাদি শ্রবণ, সদালোচনা শ্রবণ এবং অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে থাকা, মাদক দ্রব্য পরিহার করা, পরিমিত ভোজনে নিযুক্ত থাকা এবং সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের সহিত সাধ্যানুরূপ ও যুক্তিযুক্ত-ভাবে সংযুক্ত থাকা মৌনকালে বিধেয়। মৌনকালে অস্ফুট আওয়াজ করিয়া মনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন বা শ্লেটে ও কাগজে অবিরাম লিখনের অভ্যাসকে সংযত রাখা সঙ্গত।

ইত্যাদি করিয়া আমি দুই চারি পাতা উপদেশ লিখিয়া দিতে পারি কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই যে, মৌনী তাপস প্রত্যহ যেন নিজ অন্তর-জগতের পরিসর বাড়িতেছে কিনা, ঐশ্বরিক আনন্দে হৃদয় ভরপুর হইতেছে কিনা, অসংযমের

দিক হইতে মন ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতেছে কিনা, সংযমের ও পবিত্রতার দিকে গতিবেগ বর্দ্ধিত হইতেছে কিনা, এই বিষয়ে তাহাকে প্রত্যহ দিনে ও রাত্রে দুইবার আত্মানুসন্ধানের কার্য্য চালাইতে হইবে।

কিছুদিন মৌনী থাকিবার পরে স্বভাবতই কিছু কিছু লোকের কাছ হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ, ভক্তিরসাপ্লুত, সম্মানসূচক সদ্ব্যবহার পাওয়া যায়। এই সময়টা মৌন-সাধকের পক্ষে বড় মারাত্মক কাল। হয় কাহারও ঈর্ষ্যা তাহাকে অপঘাত করিতে চাহিবে, নতুবা নিজের সুপ্ত অহঙ্কার বিপথে চলিয়া বিপত্তির সৃষ্টি করিবে। এই বিষয়ে তাপসকে সাবধান হইতে হইবে। একদিন মৌনভঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে, তখনও তুমি মৌনীর সম্মান নাও পাইতে পার। মৌনী তাপস যেন নিজেকে সাধারণ মানুষের ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেবদূত বা মহাপুরুষ বলিয়া ভ্রম পা করে। ডন-কুস্তি করিবার মতন মৌনও একটা অভ্যাস মাত্র, অসাধারণ কৃতিত্ব কিছু নহে।

আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ ক—র মৌনব্রত নিরাপদে উদ্‌যাপিত হউক এবং ইহার ফলে তাহার আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্ববিধ কুশল বর্দ্ধিত হউক। তাহার দৃষ্টান্ত তোমাদের প্রত্যেককে অনুপ্রণিত করুক এবং এভাবে ব্যাপক কুশলের হেতুভূত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। পত্র যত সংক্ষেপে পার লিখিও। নতুবা পাঠ করিয়া শেষ করা যায় না।

কেহ নিরুদ্দেশ হইলে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। হা-হুতাশ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া লাভ নাই। পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাইতে হয়, তাহার কুশল হউক, তাহার দ্বারা জগতের হিত সাধিত হউক। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদে ব্যথিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, সে মঙ্গলমত ফিরিয়া আসুক এবং তাহার পুনরাগমন গৌরবজনক হউক।

বিশ বৎসর বয়সে চূড়ান্ত শ্রম করিতেছ, দৈনিক আট মাইল পায়ে হাটিয়া কারখানায় যাইতে বাধ্য হইতেছ। এমতাবস্থায় দুপুরে কিছু জলযোগ না করিলে হঠাৎ স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। কিছু ব্যয় হইলেও জলযোগ অবশ্যই করিও। এত শ্রমের পর অরুচি আসা অস্বাভাবিক নহে। আহারে যাহাতে অরুচি না আসে, তাহার জন্যই তোমাকে দুপুরে জলযোগ করিতে হইবে।

বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র নিয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের একাগ্র মনে এবং সতর্ক ভাবে কাজ করিতে হয়। এই কথাটী স্মরণে রাখিও।

কাহারও সহিত একদা কলহ হইয়াছে বলিয়া তাহার সহিত জীবনে আর কথা বলিবে না, ইহা শোভন নহে। কালক্রমে অন্তর হইতে বৈরভাব দূর হইয়া যায়। ইহাই ত' স্বাভাবিক। মানুষ কেন সাপের মত ক্রুদ্ধ হইবে? মানুষ কেন নেকড়ে বাঘের মত নির্ম্মম নিষ্করুণ হইবে? মানুষ কেন শৃগালের মত ধূর্ত্ত হইবে? মানুষ কেন কীটের মত বিষ্ঠাকুণ্ডে গড়াগড়ি দিবে?

এমন কতকগুলি অপরাধ আছে, যাহার মার্জ্জনা কেহ করিতে পারে না। আমার মাতা বা ভগিনীকে যে অসম্মান করিবে, তাহার সহিত সৌহৃদ্য অসম্ভব। পরধর্ম্মের নিন্দাই যাহার উপজীব্য ও পেশা, তাহার সহিত বন্ধুত্ব ক্ষতিকর। পরধন লুণ্ঠনে যাহার লজ্জা, ভয়, ঘৃণা কিছুই নাই, তাহার সহিত মিত্রতা আত্মহত্যার নামান্তর। অপরের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে নিজের কূটকৌশল দিয়া যে কলঙ্কিত করে, বিপর্য্যস্ত করে বিনষ্ট করে, তাহার সহিত আত্মীয়তা আর চিরনরক-বাস এক কথা।

উপরে লিখিত দুইটী দিকই বিবেচনা করিয়া কাজ করিও। তোমার অন্তরের প্রভু তোমার অন্তরেই বাস করেন। প্রত্যহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, কি করিতে হইবে।

কারখানার সঙ্গীরা যদি হাজার নোংরাও হয়, তোমাকে নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধই থাকিতে হইবে। সেই চেষ্টা তুমি প্রাণপণে করিবে। কাজ ভাল ভাবে শিখিতে পারিলে তোমার জন্য ভগবান্ অন্যত্র সুযোগ নিশ্চয়ই করিয়া দিবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ এবং ধৈর্য্য সহকারে কালপ্রতীক্ষা কর। দুনিয়ার লোক গোল্লায় গিয়াছে বলিয়া তোমাকেও যাইতে হইবে, এমন কথা নাই। কারখানার কাজ করিতে করিতে বাড়ীতে বসিয়া পড়াশুনাও চালাও। বিদ্যার্জ্জন না করিলে শুধু কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করা যায় না। সহস্র বাধার মধ্য দিয়াও তুমি সফল হইবে, এই বিশ্বাস রাখিও। * * * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। আশা করি, নিরাপদে স্বগৃহে পৌছিয়াছ। দীক্ষা নেওয়াইবার জন্য একটী তরুণ বন্ধুকে নিয়া আশ্রমে আসিয়াছিলে। যত্ন বা

আদর কিছুই এখানে পাও নাই। তবু হৃষ্ট মনে আশ্রমে বাস করিয়া গিয়াছ। ইহাতে বড়ই সুখী হইয়াছি। আরও খুশী হইব, যদি নিজ অঞ্চলের সকল তরুণদের মধ্যে সচ্চরিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূলে উৎসাহ-সঞ্চারের কাজে লাগিয়া যাও। হাজার হাজার লোকে যখন একটা সৎকথা অবিরাম বলিতে ও প্রচার করিতে থাকে, তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দুই, দশ, বিশ জন করিয়া যুবকের মন গ্রামে গ্রামে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ইহাই সদান্দোলনের সৎফল। বিশ্বাস রাখিও যে, তোমরা কচি বয়সের হইলেও প্রত্যেকে অনেক সৎকাজ করিতে পার। আমি শ্রান্ত হইলেও কাজে কখনও বিরাম দেই না এই জন্য যে, সৎকাজ অল্প করিলেও তাহার অল্প সুফল আছে। পরমেশ্বরের নামে পূর্ণ নির্ভর নিয়া কাজ করিলে সামান্য কাজেরও ব্যাপক সুফল হয়। তোমাদের অন্তরের শুচিতা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৯শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তুমি আমার বহি পড় জানিয়া সুখী হইলাম। আরও সুখী

হইব যদি বহি পড়িয়া পড়িয়া অন্যান্য মহিলাদিগকে শুনাও। একখানা পুস্তক হইতে শত শত জনে জ্ঞান ও প্রেরণা লাভ করিবে বলিয়াই ত' বহি ছাপান হইয়াছে।

উপাসনায় বসিয়াই প্রথমে প্রার্থনা করিয়া লইবে,—"হে প্রভু, আমার মন যেন তোমার কাজে বসে।" তারপরে উপাসনা শুরু করিবে। ভগবানের নামে মন মজাইতে হইলেও ভগবানেরই সাহায্য প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের ঝবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার নববর্ষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। এজন্য আমি বৎসরের প্রতিদিনই সবাইকে নববর্ষের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাই।

আমার কাছে মন্ত্র না লইয়াও আমার শিষ্য হওয়া চলে, যদি কেহ নিজ সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালনে, চরিত্র গঠনে, সংযম-সাধনে, পরহিত-সম্পাদনে ও ঈশ্বরানুরাগে নিজেকে

পুণ্যবান্ করে ও পবিত্র হয়। হঠাৎ একদিন আমি গুরু হইয়া পড়িয়াছিলাম ত' নিতান্তই এক ঘটনার দায়ে পড়িয়া। আমার গুরু হইবার সাধ বা সাধনা ছিল না, আজও সেই আকাঙ্ক্ষা আমাতে নাই। যে যেই দিক্ দিয়াই যে ভাবে আমায় সন্নিহিত হইবে, আমি প্রাণপণে তাহার সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিব, তাহার অস্তিত্বকে সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া দিয়া জগতের হিতসাধনে প্রযত্ন নিব,—তাহাকে শিষ্য নাম ধারণ করাইয়া তাহাকে দিয়া আমার তল্পী বহন করাইতে আমি চাহি না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণী আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেও একটী ব্যক্তির কাণকেও আমি আমার ওষ্ঠ-সমীপে টানিয়া আনিয়া মন্ত্র শুনাইয়া দিতে আগ্রহী নহি। সমগ্র বিশ্বই আমার শিষ্যে ভরা, প্রত্যেকের প্রাণে ওঙ্কার-মন্ত্র স্বভাবের নিয়মেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, একটু চেষ্টা করিলে তাহারা নিজেরাই সেই নাম শুনিয়া নিতে সমর্থ। তবে আবার আমার পরাধীনতায় আসা কেন? তোমরা কাজ করিয়া যাইতে থাক, কিন্তু জানিও, শিষ্যসংখ্যা-বৃদ্ধি আমার লক্ষ্য নহে। তবে, স্থলবিশেষে ইহা উপলক্ষ্য মাত্র। কোথাও কোথাও দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে হইতে দুই চারিটি সৎকর্ম্মী আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইতেছে বলিয়া এই উপলক্ষ্যটীকে আমি নিষ্ঠুর হস্তে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারি নাই বা চাহি নাই। নতুবা সাধারণ ক্ষেত্রে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, হুজুগের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায়

শিষ্যচমূ দীক্ষা-শিবিরে প্রবেশ করিতেছে এবং অন্য কোনও মহৎ কাজ না করিয়া দলাদলি আর কলহ-কচায়ন করিতে করিতে সমাজ-দেহের প্রতিটি অঙ্গে অঙ্কুরিত পল্লবগুলি দাঁতে কাটিয়া ছিন্নভিন্ন করিতেছে। স্বেচ্ছাগৃহীত ব্যাপক দীক্ষার এমন নাজির আমার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কয়েক শত বৎসরের মধ্যে অপর কেহ দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান্ যীশুর মতন মেষপাল না পাইয়া আমি পাইতেছি শুধু নেকড়ে বাঘের পাল, যাহারা হিংসাশ্রয়ী, কলহপ্রিয়, অস্থিরচিত্ত, চিরদুর্ব্বল, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও ক্ষমতালিপ্সু। যুগেরই হয়ত ধারা। তাই আমি শিষ্য মাত্রকেই আমাকে পথের বাধা মনে করিলে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অধিকার দিয়া রাখিয়াছি। মন্ত্রশিষ্য কিছুই নহে, ভাবশিষ্যই প্রকৃত শিষ্য। শিষ্যের ভাব জমাট বাঁধিলে তবে সে প্রকৃত কর্ম্মশিষ্য হয়। কেহ কর্ম্মশিষ্য হইবার পরে গুরুর লক্ষ্যের সহিত তাহার নিজ লক্ষ্যের কোনও ভিন্নতা আর থাকে না। তোমরা যে প্রচার-কার্য্য করিতেছ, তাহা যেন আমার ভাব ও আদর্শ নিয়াই চলে, আমি-রূপ ব্যক্তিটাকে প্রচারের কোনও সার্থকতা নাই। এই নশ্বর দেহ আমার বেশী দিন টিকিবে না কিন্তু আমার আদর্শ ও ভাব অক্ষয়, অমর, অবিনাশী হইয়া থাকিবে। যাহা অক্ষয় ও অমর, তাহারই প্রচার কর। শাশ্বত সত্যকেই আলোচনা-প্রত্যালোচনা দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত কর। দুদিন পরে আমাকে সকলে ভুলিয়া গেলে আমার কোন্ ক্ষতি হইবে?

কাজ চালু রাখ। সৎকাজের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। প্রেমের উৎপত্তি আছে, বিলয় নাই। প্রেম সহকারে প্রতিজনে কাজ কর। একজনের কাজ দশজনকে কর্ম্মযজ্ঞে হবিঃপ্রদানে প্রোৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুক। ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের ন্যায় তোমরা প্রতিটি কুটীরের দ্বারে গিয়া স্নেহমধুর করস্পর্শ কর। সকলের রুদ্ধ দুয়ার তোমরা খুলিয়া দিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই এই কাজের ভার তোমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিতেছি। তোমরা সংখ্যায় প্রায় আঠারো জন একযোগে আমাকে পত্র লিখিয়া যে ভক্তি নিবেদন করিয়াছ, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি যে, অন্যান্য বহু স্থানের বহু সৌভাগ্যবান্ নরনারীর ন্যায় মন্ত্রদীক্ষা না পাইয়াও তোমরা আমার শিষ্য হইয়াছ। আমি নিশ্চয়ই অনন্ত কালের জন্য তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি ত কদাচ চাহি না যে, তোমরা আসিয়া দলে দলে

দীক্ষা নাও। চাহি না যে, হঠাৎ করিয়া কিছু না-জানিয়া না-বুঝিয়া দীক্ষার ঘরে প্রবেশ কর। দীক্ষা নিতে হইলে দীক্ষাদাতার সাধন-পদ্ধতি, রুচি-প্রকৃতি, জীবন-চর্য্যা ও উদ্দেশ্য গুলি সম্পর্কে যতটা সম্ভব স্পষ্ট ধারণা নিতে হয়। তারপরে রুচিপ্রদ মনে হইলে আসিয়া দীক্ষা নিতে হয়। হুজুগে যাহারা দীক্ষা নেয়, দীক্ষা নিবার কিছুকাল পরে তাহাদের মনে নানা বিষয়ে সংশয় জাগিলে তখন গুরুকে এই সংশয়চ্ছেদনের শ্রমবহুল দায়িত্বে পড়িতে হয়। ইহা ক্লেশকর।

ওঙ্কার-মন্ত্রেই সব মন্ত্র, সব ধ্বনি, সব তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং ওঙ্কার-বিগ্রহে সকল আরাধ্য দেবতারা যুগপৎ (অর্থাৎ একই সঙ্গে) বিরাজ করিতেছেন। অতএব একমাত্র ওঙ্কার-স্মরণেই সকলকে স্মরণ করা হয়। এই কথাটায় যাহার প্রত্যয় হয় নাই, তাহার পক্ষে আমার নিকটে আসিয়া দীক্ষা নিবার কোন্ প্রয়োজন ছিল?

তোমার মনের অশান্তির গভীরতার দিক্ তাকাইয়া আমাকে বলিতেই হয় যে, এত ঝক্কি সহিয়া প্রণব-মন্ত্র জপ না করিলেও পার। যেই নামটী আবাল্য ভালবাসিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাই অবলম্বন কর। এইরূপ করিলে আমার দিক্ হইতে তোমার প্রতি বিরক্তি জন্মিবার কারণ বিন্দুমাত্রও নাই। কারণ, আমি সহিষ্ণু গুরু এবং নিয়ত ক্ষমাশীল। ওঙ্কার জপিতে জপিতে সব দেবতার ধ্যান করা চলে, এমন কি, নিজ মাতা, নিজ পিতা বা ইচ্ছা করিলে

নিজ গুরুর মূর্ত্তিও ধ্যান করার বাধা নাই। কিন্তু ক্লীং জপ করিলে কৃষ্ণ ধ্যান করিতে হইবে, ক্রীং জপ করিলে কালীধ্যান করিতে হইবে। তোমার মনের গতি বুঝিয়া তুমি তোমার জপনীয় মন্ত্র ঠিক করিয়া লও, আমার দিক হইতে এই বিষয়ে কোনও আপত্তি করিবার নাই। কিন্তু আমি আবাল্য যে মন্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছি, একদা সেই মন্ত্রে জগতের প্রত্যেক সাধককে ঘুরিয়া ফিরিয়া হইলেও আসিতে হইবে, শরণাপন্ন হইতে হইবে, এই সত্যকে আমি জানিয়াছি। শিষ্য দিয়া আমার কোনও প্রয়োজন নাই বা শিষ্যদের দ্বারা আমার কোনও ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থও নাই। সুতরাং তাহারা যাহাতে লাগিয়া পড়িলে তাহাদের মানসিক স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা বাড়িতে পারে, তাহাতে আমার কোনও বিরুদ্ধতা নাই, জানিও।

যে মন্ত্রই ভাল লাগে, জপে তোমাকে বসিতেই হইবে। ইহা হইতে নিস্তার নাই। বীজ বুনিবার অবসর পাইবে না, সংসারই সব সময়টুকু গ্রাস করিয়া ফিলিবে, অথচ ফলের প্রত্যাশা করিবে, ইহা ঠিক নহে। যে মন্ত্রই জপো না কেন, জপে তোমাকে বসিতেই হইবে। আমার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নাই, আর অলৌকিক কোন ক্ষমতা থাকিলেও এত সাধারণ প্রয়োজনে তাহার ব্যবহার আমি সঙ্গত মনে করি না। তোমার অবসর, তোমার সুযোগ, তোমার রুচি তোমাকেই সৃষ্ট করিয়া লইতে হইবে। কোনও পুরুষকারই প্রয়োগ করিবে

না, আর হাতে হাতে সাধন-সিদ্ধি আসিয়া যাইবে, ইহা আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় একান্তই বিরল।

মন হইতে দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাও। যে নামটীতে মন বসে, সেই নামেই ঈশ্বরকে ডাক। ডাকিতে ডাকিতে একদিন যদি উপলব্ধি করিতে পার যে, তোমার সে নব-গৃহীত নামটী তোমাকে আমারই দেওয়া নামেই আসিয়া লগ্ন করিয়া দিতেছে, তখনই মাত্র স্বীকার করিও যে, আমি তোমার গুরু। জগতে কোটি কোটি নরনারী কেবল সংশয়ের অন্ধকারেই হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের প্রতিজনেরই সাহায্য প্রয়োজন। আমার যদি দৈববল থাকেও, তথাপি এত লোককে সেবা দিব কি করিয়া? ছোট-বড়'র ভেদ-বিচার ত' আমার অভিধানে নাই। সুতরাং নিজেদের সংশয় নিজেরা মোচন করিবার জন্য তোমাদের প্রতিজনেরই নিজেদের শ্রম, নিজেদের পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে।

পুরুষকারের পথ বড় প্রশস্য পথ এবং উহা প্রশস্তও বটে। সাহস করিয়া নিজেকে নিজে সাহায্য করিতে নামিয়া পড়িলে দেখিতে না দেখিতে চারিদিক হইতে নিত্য নূতন পুরুষকারের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। তাহারা নির্ভীক পথচারীর পাদ ধৌত করিয়া দিয়া পথকে সহজে চলনশীল করে। তাহারা স্নিগ্ধ শীকর-বর্ষনে পথ-ক্লান্তি দূর করে। তাহারা আশা যোগায়, উৎসাহ যোগায়, দীর্ঘতম পথেও অবিচলিত বিক্রমে চলিবার উৎসাহ যোগায়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যাত্রা শুভ

হউক। নির্ভয়ে পথ চল। নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করিয়া লইতে সমর্থ হও।

একটী অক্ষরও বিরক্তি, অসন্তোষ বা অপ্রীতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া লিখি নাই, জানিও। অন্য গুরু হইলে নিশ্চয়ই লিখিতেন, —"জোর করিয়া আমার প্রদত্ত নামেই মনঃসংযোগ করিতে হইবে। পার আর না পার, ঐ নামেই লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। অন্য মন্ত্রকে বা অন্য নামে অভিনিবেশকে বলপূর্ব্বক হঠাইয়া দিতে হইবে। নতুবা তুমি গুরুত্যাগিনী হইবার অপরাধের জন্য দায়ী হইবে।"—আমার মত বা পথ তদ্রূপ নহে। আমি গুরু হইলেও শিষ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অসঙ্গত মনে করি। আমি বলিব,—"স্বভাবের পথে চল। স্বভাবের পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখিতে পাও যে, তুমি আমারই পথে আসিয়া পড়িয়াছ, তবেই জানিবে, আমি সত্যই তোমার গুরু। একটা মন্ত্র নিলেই কেহ শিষ্য হইয়া যায় না, একটা মন্ত্র দিলেই কেহ গুরু হইয়া পড়ে না।—দীক্ষাদানকালে তোমার অতীত পাপতাপ আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। তৎকালে ইহাও উপলব্ধি করিয়াছি যে, তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব অসাধারণ। সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি যে, মনের অশান্তি যদি কোনও যুক্তিবলেই দমাইতে না পার, তবে মনের শান্তির জন্যই আমার প্রদত্ত প্রণব-মন্ত্র জপ করা কিছুকালের জন্য নির্ভয়ে ছাড়িয়া দাও এবং তোমার নিজ অভিলষিত মন্ত্রযোগে ভগবানের আরাধনা করিতে থাক।

কালক্রমে স্বভাবের পথে তোমার মনের যে গতি ও তোমার সাধনের যে পরিণতি ঘটে, ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার প্রতীক্ষায় থাক। আমার সম্পর্কে কিছু না জানিয়া শুধু বাহিরের নাম-ডাকে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করার ফলে তোমাদের এই সকল দ্বন্দ্ব-সংশয় জন্মিতেছে। কিন্তু আমি ত' হাজার হাজার লাখ লাখ শিষ্য চাহি না। আমি ত' তেমন দুই চারি জনকে পাইলেই খুশী, যাহারা আমাকে জানিয়া, চিনিয়া, বুঝিয়া, বিচার করিয়া সর্ব্বসংশয় আগেই দূর করিয়া দিয়া তারপরে দীক্ষার ঘরে ঢোকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই জৈষ্ঠ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার জরুরী পত্র পাইলাম। ঠিক এই জাতীয় একটী প্রশ্নের উত্তর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ৭১ ইং সালের ১১ই মে তারিখে বদরপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে দিয়াছিলাম। ভ্রমক্রমে তাহা "প্রতিধ্বনি"তে ছাপান হয় নাই। সেই পত্র

হইতে অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। যথা,—

"অখণ্ড-মতে বিবাহ সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট মত এই যে, দুইটী পুরুষ ও নারীর উদ্দাম কাম-চরিতার্থতার সুযোগ-দান রূপে অখণ্ড-মতের বিবাহকে কদাচ গ্রহণ করা উচিত নহে। অন্য কোনও বিধিতে একবার আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহ হইয়া যাইবার পরে পুনরায় অখণ্ড-মতে বিবাহের কি সার্থকতা থাকিতে পারে, বল। কুলাচারের-মতে বিবাহ হইলে যেখানে সামাজিক-বর্গ সন্তোষ লাভ করিবেন, সেই ক্ষেত্রে রেজেষ্টারী-করা বিবাহের পরেও শাস্ত্রীয় বিবাহ সঙ্গত। শুধু বর আর কনের সন্তোষের জন্য অখণ্ডমতে বিবাহ সঙ্গত ও শোভন হইবে না। উভয় পক্ষের অভিভাবকেরা আগ্রহ হইলে রেজেষ্ট্রী-করা বিবাহের পর নেহাৎ আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে বেচারীদিগকে সমাজ-স্বীকৃত করিয়া নিবার উপায়-স্বরূপে নিতান্ত দায়ে ঠেকার মত অখণ্ডমতে বিবাহ চলিতে পারে। তবে, এইরূপ দৃষ্টান্ত যত কম হয়, ততই মঙ্গল।"

আজিকার যুগে যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, তাহাকে বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়োজন নাই। সময়মত কন্যাদের বিবাহ হয় না, স্কুলে-কলেজে, ট্রামে-বাসে, অপিসে-আদালতে যুবক-যুবতীরা হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করিয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়, সিনেমার ছবি আর কুসাহিত্যিকের রচনা দেখিয়া ও পড়িয়া ইহাদের অনেকের মনে অবচেতন বিকার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ইহাদিগকে রুচি-বিগর্হিত কার্য্যে

প্ররোচনা দিতে পারে এবং এতদুপলক্ষ্যে পিতা-মাতার নির্দ্দেশের প্রতি দ্রোহ-ভাব পোষণে উত্তেজিত করিতে পারে। সুতরাং বিবাহের ব্যাপারে ইহারা গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিতে বাধ্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জাতিভেদ-প্রথাকে এমন ভাবে কাবু করিবে, এই কল্পনা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও করা যায় নাই। সুতরাং কুমারে আর ব্রাহ্মণে, তাঁতিতে আর মুচীতে, কাঁসারিতে আর ক্ষত্রিয়ে, সুবর্ণ-বণিকে আর সুত্রধরে, কপালীতে আর শ্রোত্রিয়ে, মালীতে আর বৈদ্যে যদি বিবাহ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা রুখিবার জন্য আয়োজন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হইবে। রক্ত-মাংস যখন রক্ত-মাংসকে টানে, তখন জাতি আর ছোট-বড় বাছে না। যাহারা এইরূপ বিবাহ করে, তাহারা সামাজিক দিক দিয়া কিছুদিন কিছুটা বিপত্তি ভোগ করিলেও তাহাদের বিবাহকে নাকচ করিবার রাস্তা কিছু নাই। সুতরাং যুগধর্ম্ম হিসাবে যতটা সম্ভব ইহাকে মানিয়া লওয়াই ভাল।

গুরু-নানক জাতিভেদ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা দলে দলে তাঁহার পন্থে ভিড়েন নাই। তাঁহারা দূর হইতে প্রশংসা বা নিন্দা করিয়াছেন। দলে দলে ভিড়িয়াছে জাঠ-ক্ষত্রিয়েরা এবং কিছু ক্ষত্রিয়েতর জাতি। জীবিকায় ক্ষত্রিয়রূপে একটা নূতন জাতির উদ্ভব হইল কিন্তু পাঞ্জাব হইতে জাতিভেদ দূর হইল না। শ্রীচৈতন্য জাতি-সংহারের জন্য কোনও তীক্ষ্ণ উপদেশ দেন নাই। ভক্তদের মধ্য হইতে

তিনি জাতিভেদ দূর করিলেন অর্থাৎ অপর জাতির স্পর্শে মহাপ্রসাদ কলুষিত হইল বলিয়া আর কেহ ভ্রম করিল না। অত্যন্ত নিম্নস্তরের অতি দরিদ্র ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবদের মধ্য হইতে বিবাহ-ব্যাপারে জাতিভেদ দূর হইল বটে কিন্তু তাহা সার্ব্বজনিক হইল না। রাজা রামমোহন জাতিভেদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন, তাঁহার প্রেরণায় জাতিভেদ-বুদ্ধি-বিরহিত এক উন্নত সমাজের অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজের আবির্ভাবও হইল। সুশিক্ষা, সু-সংস্কৃতি, জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম সত্ত্বেও তাঁহাদের সমাজ ক্রমবর্দ্ধমান হইল না। চমৎকার রূপে বাড়িতে বাড়িতে সমাজ-শরীরের জীবকোষগুলি আরও বাড়িতে হঠাৎ যেন অস্বীকার করিল। তাহার কারণ হয়ত এই হইবে যে রামমোহনের অনুবর্ত্তীরা বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করিয়াছিলেন। সমাজরূপ রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সহিত তাঁহাদের পরিচয়- স্থাপন হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ আসিলেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লইয়া। তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ভাষায় কথা কহিয়াছেন কিন্তু আমাদের বিবেচ্য জাতিভেদ কতটা দূর হইল?

মহোৎসবের সময় সর্ব্বজাতির লোক এক পংক্তিতে বসিয়া যে কোনও জাতির পরিবেশন খাইতে পারিলেই জাতিভেদ যাইবে না। উহাতে ছুঁৎমার্গ কিছুটা কমে।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে হাজার হাজার লোক যখন কারাগারে যাইতে আরম্ভ করিল, তখন সামসুদ্দিন ভট্টাচার্য্যের

রান্নায় আর আদম আলি চক্রবর্ত্তীর পরিবেশনে ছুঁৎমার্গটা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। রেলের কামরা আর রেস্তোরাঁর ভোজন সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া ছুঁৎমার্গ সংহার করিয়া যাইতেছে কিন্তু জাতিভেদ ইহাতেও দূর হইল না।

বরটি যদি বন্দ্যোপাধ্যায় হয় আর কনেটি যদি সাহা হয়, তাহা হইলে দম্পতির নবজাত সন্তানের উপাধি কি সাহা হইবে, না বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে? বরটি যদি মিত্র হয়, কনেটি যদি আগুরি হয়, নবজাত পুত্রের উপাধি কি হইবে? বরটি যদি হয় সামসুল আলম, কনেটি যদি হয় লতা চ্যাটার্জ্জী, নবজাত পুত্রটির উপাধি কি আলম হইবে না চ্যাটার্জ্জী হইবে? এখন বুঝিয়া দেখ, বহু অসবর্ণ বিবাহের পরেও জাতিভেদ যে দূর হইতেছে না, তার কারণটি কি?

জাতিভেদ-প্রথা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় সুকঠিন। এই প্রথা শ্রম-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংখ্যাল্প নরসমাজে ইহা বেকার-সমস্যার একটি চমৎকার সমাধান ছিল। কুমারের ছেলে কামার সাজিলে কামারের অন্ন যায়। ব্রাহ্মণের ছেলে ক্ষত্রিয় সাজিলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা যায়। তাঁতি আসিয়া মন্দিরে পূজা ধরিলে ব্রাহ্মণের পেটে খিল ধরিবে। ঝাড়ুদার আসিয়া পাদুকা নির্ম্মাণ শুরু করিলে মুচীর অন্নগ্রাস দুর্লভ হইবে। সুতরাং জীবিকার দ্বারা জাতি গণ্ডীবদ্ধ হইল এবং নিজ নিজ জীবিকা বংশানুক্রমিক হইয়া বেকারত্বের বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টি

হইল। কিন্তু ইহা অতীত যুগের কথা। বর্ত্তমানে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, ভয়াবহ রূপে বাড়িতেছে। এখন জাতি কাহারও গ্যারান্টি নহে। জাতিভেদ-প্রথার অর্থনৈতিক উপযোগিতা আর রহিল না।

সুতরাং জাতিভেদ-প্রথা ক্রমশঃ কিরূপ রূপান্তর নেয়, তাহা কেবল লক্ষ্য কর। ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে শ্রম করিবার প্রয়োজন তোমার দেখি না। যাহাদের সুবিধা, তাহারা অসবর্ণে বিবাহ করুক বা করাউক। যাহাদের প্রয়োজন, বিবাহ অসবর্ণেই হউক, কিন্তু বিবাহিত-মাত্রেই আদর্শ জীবন-যাপনের চেষ্টা করুক, এইটুকুই আমাদের দেখিবার।

সমগ্র মানব-জাতি এক জাতি হইবার চেষ্টা করিতেছে অথচ জাতিভেদ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ, ভাষাভেদ, দেশভেদ, সংস্কৃতিগত ভেদ এবং সংস্কারের বিভেদ মধ্যস্থলে পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পাহাড় কবে মাথা নোয়াইবে, তাহা কাহারও জানা নাই কিন্তু আশা ও প্রত্যাশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

যে যাহার সহিতই বিবাহিত হোক্, তাহাদেরই মস্তকে যেন তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। অন্যান্য খুঁটিনাটি তাহাদের মা-বাবা বা সামাজিক-বর্গ ভাবুন গিয়া। তোমার আমার ইহাতে কিছুই দুর্ভাবনা নাই। তবে কেহ কাহাকেও প্রতারণা-মূলে বিবাহ করিতেছে, অসদুদ্দেশ্যে বিবাহ করিতেছে অথবা হীন-জঘন্য অপরাধ করাইবার জন্য বিবাহ করিতেছে দেখিলে তাহা প্রতিরুদ্ধ করিতেই হইবে।

বিবাহ-বাসরে বর-কনে ঢুকিলে তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, হর-গৌরীকে পূজা করিবার অবকাশ পাইলাম। মনে করিতে হইবে, উমা-মহেশ্বর মিলিত হইতেছেন প্রজ্ঞাবান্ গণেশ এবং বীর্য্যবান্ কার্ত্তিকেয়ের শুভ আবির্ভাব সম্ভব করিবার জন্য,ধনধান্য-সম্পৎ-রাশির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষী দেবীর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর অবতরনের জন্য। পৃথিবীর একটি বিবাহও যেন নিষ্ফল না হয়, এই প্রার্থনা কর। প্রতিটি বিবাহ মানব-জাতিকে ক্রমশঃ অভ্যুন্নতির দিকে অগ্রসর করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটী শিশুর আবির্ভাবের মানে হইতেছে পিতা, মাতা, পরিজন বর্গের গুরুতর দায়িত্ব। ইহাকে জীবনের মহীরুহে পূর্ণ বিকশিত করিতে হইবে।

‘শিশুরে লইয়া কোলে যে চিন্তা করিবে,
এই শিশু জগতেরে সেই বস্তু দিবে।’—প্রত্যহ এই নবজাত

শিশুকে কোলে লইয়া বেশ কতকক্ষণ তোমরা জগৎকল্যাণ চিন্তা করিও। এই শিশু তোমার মুখের ভাষা বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহার আত্মা তোমার আত্মার চিন্তাকে চিনিতে, জানিতে, ধরিতে পারিবে। সেই ভাবেই বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতি গৃহের প্রতিটি পিতামাতা যদি এই একটী বিষয়ে সচেতন হন, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জগদ্বাসী মানবজাতির এক অত্যাশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়া যাইতে পারে। আমি আমার সমস্ত জীবন এই একটী অত্যাবশ্যকীয় কথাই অবিরাম মনে মনে অনুধাবন করিয়া আসিতেছি।

তোমরা তো স্থানে স্থানে চরিত্র-গঠন আন্দোলন করিয়া যাইতেছ। তোমরা প্রত্যেকে আমার এই অনুধ্যানটীর কথা শ্রোতাদের মধ্যে প্রেম সহকারে পরিবেশন করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা প্রত্যেকে বিশ্বাস কর যে, তোমাদের দেহ এক একটা দেবতার মন্দির। এই মন্দিরকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিচ্ছন্ন, ধূলি-মালিন্য বিবর্জ্জিত এবং নিষ্কলঙ্ক রাখিতে হইবে। তোমার প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর জ্ঞানার্জ্জনের গবাক্ষ রূপে বিরাজমান। ইহাদের অসদ্ ব্যবহার নিবারণ করিতে হইবে। তোমার শরীরের প্রত্যেকটা অনু এবং পরমাণু ভগবানের বিচরণভূমি। ইহাদের ভিতরে ভগবানের অস্তিত্ব তোমাকে তপোবলে আস্বাদন করিতে হইবে। মানুষই যে ঈশ্বর, একথা প্রাচীনেরা কেহ কেহ আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহারা করিয়াছিলেন পবিত্রতার শক্তিতে, সংযমের বলে, ইন্দ্রিয়ের উপরে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের প্রভাবে। তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়-সমূহের জৈব ব্যবহারও আছে। ইন্দ্রিয়গ্রামকে তাহাদের পক্ষে সঙ্গত কাজে নিয়োগ করিলে ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হয় না। সদ্ব্যবহারই হয়। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া তুমি ভগবানের পুণ্য অভিপ্রায় পূরণের চেষ্টা কর। অন্তরের দিকে তাকাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কে পরিচালন করিও।

"মানুষই ঈশ্বর",—এই কথা ভাবিলে বা বলিলে ঈশ্বরদ্রোহিতা হয় বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারের দিক হইতে তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন কিন্তু যাহা-কিছু ব্রহ্মাণ্ডে আছে কিম্বা নাই, যাহা-কিছু ব্রহ্মাণ্ডে ছিল কিম্বা

হইবে, তাহার সবকিছুই যে পরমেশ্বরের প্রকাশ, এই কথা ভাবিতে দোষ কি? কেহ কেহ নিজ নিজ উপলব্ধিতে এই কথাটীকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উদ্দামতা আপনা আপনি দূর হইয়া গিয়াছে।

পরমেশ্বর আমার পরম প্রেমাধার, আমি তাঁর নিত্যপ্রেমের চিরভিখারী, এই উপলব্ধি জাগ্রত হইলেও ইন্দ্রিয়ের অবাধ্যতা থামিয়া যায়। মোট কথা, পরমেশ্বরকে নিয়াই যখন তোমার চিত্ত, মন, প্রাণের অভিনিবেশ, তখন তাহা যেই দৃষ্টিকোণ হইতেই প্রধাবিত হউক, তোমার দেহমন্দিরকে নির্ম্মল, শান্ত ও স্নিগ্ধ করে।

এমন পরম সম্বল হাতের মুঠার মধ্যে থাকিতে তোমরা চিত্তচাঞ্চল্য, প্রশমিত করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপকর সুলভ উপায়, কেন অন্বেষণ করিতে যাইবে?

সৎকথা বল, সৎকথা শোন, সৎকথা শোনাও, সৎকথার চর্চ্চা কর, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সাধনাকে জীবনের পরম লক্ষ্যে পরিণত কর, দিগ্‌দেশ ব্যাপিয়া পবিত্রতার পুণ্যময় জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সন ১৩৮০র ১৬ই আশ্বিন তারিখে একজনকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার অনুলিপি আরও দশ পনেরটী স্থানে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার পত্রখানার উত্তরও তাহাতেই রহিয়াছে। নিম্নে তাহা দেখ।

"বিশ্বাস ও ঐক্যবল লইয়া চল, জয় তোমাদের সুনিশ্চিত। বৃথা সন্দেহে, বৃথা সংশয়ে, বৃথা দ্বিধায়, বৃথা আতঙ্কে আত্মগ্লানি করিও না। তোমরা পারিবে। তোমরা কল্পনাতীত সুমহৎ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। বাহিরের কাহারও উপরে দোষারোপ না করিয়া সদা-প্রসন্ন মনে নিজেদের স্বল্প-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার এবং একীভূত করিবার কাজে লাগিয়া যাও। হাতে সময় কম কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধগুলি ত' জয় হইয়াছে শেষ দিকের কয়েকটী ঘণ্টার মধ্যে। স্বল্প সময়কে স্বল্প ভাবিও না, ক্ষীণ শক্তিকে ক্ষীণ জ্ঞান করিও না। দ্রুত সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হও। সাফল্যের ইহাই মূল সূত্র।"

আরও একজনকে ঐ ১৩৮০ সালেরই ১৬ই আশ্বিন

অর্থাৎ দুই বৎসর আট মাস আগে আর একখানা পত্রে লিখিয়াছিলাম,—

"সৎকার্য্য হাতের কাছে আসিয়া পড়িলে শতকরা একশত জনেরই কর্ত্তব্য তাহাতে লাগিয়া পড়া। সকলেই সমভাবে বা সমভাগে কাজ করিতে পারে না, কেহ অগ্রে থাকে, কেহ পশ্চাতে থাকে, কেহ দক্ষিণে থাকে, কেহ বামে দাঁড়ায়, কিন্তু সকলেরই নিজ নিজ সাধ্যমত বা যোগ্যতানুযায়ী কাজে লাগিতে হয়। এমন যদি হয় যে, অধিকাংশেই কর্ত্তব্যের দায়কে স্বীকার করিল না, কর্ত্তব্যের আহ্বানকে গ্রাহ্য করিল না, তাহা হইলেও দুই চারি জন নিতান্ত গোঁয়ার-গোবিন্দকে নাছোড়বান্দা হইয়া কাজে নামিয়া পড়িতে হয়। অসাফল্যের সম্ভাবনা দেখিয়া বা বিপদের আশঙ্কায় তাহারা যদি কাজ না ছাড়ে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে দর্শকের জনতা জমিয়া যায় এবং উদাসীন দর্শকদের মধ্য হইতেই সহসা আগ্রহী কর্ম্মীদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। এই চিরন্তন সত্যকে অবিশ্বাস করিও না।"

ঐ তারিখেই অপর একজনকে আর এক পত্রে লিখিয়াছিলাম,—"অনুষ্ঠান-বিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা বেশ জাগ্রত হও, ঘুম হইতে উঠিয়া চখমুখ মুছিয়া কাজে লাগ। অনুষ্ঠান শেষ হইলে হাত-পা না ধুইয়াই বিছানায় ঢলিয়া পড়। এই যে মজ্জাগত তন্দ্রালস স্বভাব, ইহা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এবার যদি একটা জাগরণের ভঙ্গী তোমাদের মধ্যে আসিয়া থাকে, তবে

খাট-পালঙ্ক নদীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও এবং প্রতিজ্ঞা কর যে আর শুইবে না। ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিশ-পঁচিশটা শতাব্দী পার করিয়া দিলে, আর কত ঘুমাইবে?"

আড়াই-তিন বৎসর পূর্ব্বেকার পত্রগুলির মন্তব্য যদি আজও তোমাদের পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তোমাদের কাজে অগ্রগতি অতি অল্পই হইয়াছে। অবশ্য, অল্প হইলেও অগ্রগতির নিজস্ব একটা কৌলীন্য আছে, কেননা, অল্প কিছু লোকও যে অকপটে কর্ম্মে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছে, এই অল্প অগ্রগতির মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। সুতরাং এতগুলি দিনে যাহা তোমরা করিয়াছ বা করিতে পারিয়াছ, তাহাতেও আমি খুশী। আমি সহজে বিরক্ত বা রুষ্ট হই না কিন্তু অতি অল্পেই আমার খুশীর সাগর উথলিয়া ওঠে। তোমরা কাজ কর এবং করাও, ইহাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তোমার কন্যার বিবাহ-সংবাদে সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, নবদম্পতীর জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও সুদীর্ঘ হউক।

কন্যা নিজের রুচিতে বিবাহ করিয়াছে, অসবর্ণ পাত্রকে বরণ করিয়াছে, এই বিষয় নিয়া মনঃকষ্ট রাখিও না। বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা কন্যার নির্ব্বাচন ও রুচিতে বিরোধ করিয়া কোনও লাভ নাই। পাকা বাঁশ বাঁকান যায় না, কচি বাঁশ বা কাঁচা বাঁশ সম্পর্কেই সেই প্রত্যাশা করা যায়।

যুগধর্ম্মেই আস্তে আস্তে নানা স্থানে বহু ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে। অথবা, সত্য করিয়া বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, জাতিভেদ-প্রথা সৃষ্ট হইবার পর হইতেই একদল লোক স্বাভাবিক ভাবে এই প্রথার প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং ঠিক একই কারণে অন্যদল লোক সুযোগ পাওয়া মাত্র ইহাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। পূরাণে অসবর্ণ বিবাহের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়াই কপিল, জমদগ্নি, প্রভৃতির মত শত শত তপোব্রত মহামুনির জন্ম হইয়াছে। ইহাদের আবির্ভাবকে তাৎকালিক সমাজ ক্ষতির হিসাবে নিতে পারে নাই। অসংখ্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়াই লক্ষ্য করা যাইতেছে বলিয়া এই কথাটা স্বীকার করিয়া নিতে হইতেছে যে, জাতিভেদ-প্রথাকে ভাঙ্গিবার বা শিথিল করিবার চেষ্টাও সম্ভবতঃ আদিকাল হইতেই চলিতেছে।

তথাপি মনে হয়, এদেশে ব্যাপক ভাবে বিবাহ চালু হইতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়া যাইবে। এমনও হইতে পারে যে, অসংখ্য অসবর্ণ বিবাহ চলিবার পরেও চাতুর্ব্বর্ণ্য তাহার পুরাতন কাঠামোটীতে পুনরায় অসবর্ণ-বিবাহ-প্রসূত সন্তানদের আস্তে আস্তে গ্রাস করিয়া ফেলিবে বা ফেলিতেছে।

সুতরাং আমার বা তোমার দিক হইতে জাতিভেদ-প্রথাকে বজায় রাখার জন্য দারুণ শ্রম করা যেমন অনাবশ্যক, তেমনি আবার এই প্রথাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অধ্যবসায়েও হয়ত শ্রম আমাদের বৃথাই যাইবে। স্বভাব নিজ নিয়মে চলুক। আমরা দর্শক মাত্র থাকিলে দোষ কি?

যে বিবাহের ফলে দুইটী ভিন্ন পরিবার একে অপরের একেবারে নিকট ও আপন হইয়া যায় না, তেমন বিবাহ সুখকর হয় না। বিবাহিত দম্পতীর প্রকৃত সুখ যেমন সংযত সাত্ত্বিক জীবন-যাপনে, তেমনি আবার তাহা সমাজের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির উপরেও অনেকাংশে নির্ভর করে। দম্পতীকে আমি সৎ, সাধু, সংযত দেখিতে চাহি। কে কোন্ জাতি হইতে আসিল, তাহা নিয়া আমার শিরঃপীড়া নাই।

নির্ব্বিচারে সকলে শূদ্রাচারী হইয়া গিয়া জাতিভেদরহিত একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার কল্যাণ কি আর অকল্যাণ কি, নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে। একটী বা দুইটী অপ-বিবাহের দ্বারা সমাজ গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারে কিন্তু অসংখ্য বিবাহ যদি জাতিকে শূদ্রাচারী, আচারভ্রষ্ট

ও জীবনের মহিমা সম্পর্কে উদাসীন ও সন্নিয়ম ও সদনুশীলনের বিরোধী করিয়া তুলিতে যায়, তখন আত্মরক্ষার তাগিদ প্রতি অন্তরেই জাগ্রত হইবে। উদারতা দেখাইতে গিয়া জাতি শূদ্রাধম বা ম্লেচ্ছাধম না হইয়া যায়, ইহা দেখিতে ব্যগ্র থাকা সনাতনপন্থীদের পক্ষে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। ইহাকে দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে গর্হণ করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহাদেরও দুশ্চিন্তা করিবার কারণ নাই, যেহেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা বিশেষ শ্রেণী তাঁহাদের শুচিতা, পবিত্রতা, সততা, সরলতা ও স্বাভাবিকতা নিয়া যতকাল বিরাজমান রহিবেন, ততকাল ভারতীয় মনুষ্যের পক্ষে ঐ জীবনাদর্শটীই আদর্শ স্বরূপ ও প্রেরণাদায়ক হইবে। ব্রাহ্মণ নামে পরিচয়-প্রদানকারীরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতেছেন না বলিয়াই ত' তাঁহাদের প্রতি সাধারণ মানুষের আজ এত অশ্রদ্ধা। এই অশ্রদ্ধা হইতেই গণ্ডীলঙ্ঘন-প্রবৃত্তির উদ্ভব। নতুবা ব্রাহ্মণ চিরকাল সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হইবার যোগ্য। যোগ্যতা থাকিলেই লোকে বিশেষ হয়, সে আর সাধারণ থাকে না কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া একটী বিশেষ শ্রেণী থাকিলে তাহাই ব্রাহ্মণেতর অন্য আরও একটী, দুইটী বা তিনটী শ্রেণীও থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনাকে সৃষ্টি করে। কোনও ঘরের যদি ঈশান কোণে খুঁটি পোত, তাহা হইলে বায়ুকোণ, অগ্নিকোণ, নৈঋৎকোণ খালি থাকিবে না। যার যার জায়গায় যার যার জাতির খুঁটি আপনা আপনি বসিয়া যাইবে। যে-কোনও একটা গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ

বা রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ঠিক এই ব্যাপারটী ভারতীয় সমাজ-জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

জাতিভেদকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতে বহুবার বহু ভাবে চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সম্ভবতঃ এই কারণেই এতদিনেও তাহা পূর্ণ সফলতা লাভ করিল না। আমাকে কত জনে বলিয়াছে,—"আপনি এই কাজটায় লাগুন।" আমি হাসিয়া বলিয়াছি,—"আর একটা নূতন জাতি সৃষ্টির জন্য তো? আগের জাতি মরিল না, অথচ নূতন একটা জাতির পত্তন হইল, ভেদবুদ্ধি ও কলহ কি আরও বাড়িয়া যাইবে না?

আমার মতে সে-ই ব্রাহ্মণ, যে বিবাহের পরেও সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করে। কারণ, এই দম্পতীর এই পুণ্য প্রয়াসের ফলে ভবিষ্যতের ব্রাহ্মণ বা দেবমানবদের অবতরণের পথ পরিস্কৃত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৩
(২৪শে মে, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমরা যে চরিত্রগঠন-আন্দোলন নিয়া কাজ করিতেছি, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে আগে আমাদেরই নিজ নিজ চরিত্র-গঠন করা। আমাদের প্রতিজনের চরিত্রে নানা স্থানে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ত ঘটিতেছে, তাহার পুনঃ-সম্ভাবনা হইতে নিজেদিগকে বাঁচাইয়া চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণই আমাদের প্রথম কথা। অপরের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় উৎসাহ দিতে গিয়া আমরা আমাদের নিজ নিজ অন্তরকেও যেন প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করি। ভাল বলিলাম, লোকে বাহাবা দিল, ঘরে গিয়া আমার অপূর্ব্ব ভাষণের প্রশংসা করিল, লোকমান আমার বাড়িল, লোকের আমি পূজ্য হইলাম,—প্রকৃত চরিত্র-আন্দোলনের কর্ম্মীর ইহা কখনো মনোভঙ্গী হইবে না, হইতে পারে না।

তুমি আমি মিলিয়া একটা সংঘে যতগুলি পুরুষ ও নারী আছি, শুধু আমরা এই কয়জনেই যদি চরিত্রবত্তাকে পূর্ণ ও অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পণ করি এবং তদনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে থাকি, তাহা হইলে ইহারই ফলে বিশাল মনুষ্য-সমাজে একটী স্তরে নব-নির্ম্মাণের মহাসমারোহ আপনা আপনি সৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বিশ্বসমাজের কাছে যাইবার পূর্ব্বে বা কিছু প্রত্যাশা করিবার পূর্ব্বে আমাদের নিজ সমাজটির কাছেই যাইতে হইবে এবং প্রত্যাশনীয় প্রতি বস্তুর প্রত্যাশা করিতে হইবে। এই কারণেই আমার দ্বারা সূচিত চরিত্রগঠন-আন্দোলনকে কেবল বহির্ম্মুখ একটা বক্তৃতাবাজীতে না পরিণত

করিয়া জগন্নাথদেবের রথ চলার মতন একটা বাস্তব ব্যাপারে পরিণত করিতে হইবে। ইহাতে ছোটবড়, জ্ঞানি-অজ্ঞান, ধনি-নির্ধন, সবল-দুর্ব্বল, শূদ্রাধম আর ব্রাহ্মণোত্তম প্রত্যেকেই দড়ি ধরিবে।

তোমাদের সংগঠন-কার্য্যের আসল লক্ষ্যটী যেন এই দিকে অবশ্যই পড়ে।

চরিত্রগঠন-আন্দোলনের জনসভাগুলি যথাসাধ্য মিতব্যয়িতার মধ্য দিয়া সুসম্পাদিত করিবার চেষ্টা করিবে। অতীব বিশাল জনতা আকর্ষণের প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ সভাগুলি অনাড়ম্বর রাখিবার চেষ্টা করিবে। অপব্যয়ের অভ্যাসও যে চরিত্রগঠনের বিপরীতে যায়, এই কথাটা মনে রাখিবে। যাহারা এই আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছ, তাহারা একদিকে নীরব সাধনে মনোনিবেশ কর, অন্যদিকে সদ্‌ভাবের প্রচার-প্রসারে মুখর হও। কথা বল অন্তরের ধ্যান-প্রশান্ততা বৃদ্ধি আনুকূল্য করিয়া।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কাজ সর্ব্বত্র ধারাবাহিক ভাবে এমন ঢংয়ে চলিতে থাকুক, যেন তোমাদের এক স্থানের কাজের সুখ্যাতি-সুফল ও সর্ব্বাঙ্গীণতা অন্যান্য স্থানে ঐরূপ আরও নূতন অনুষ্ঠান করিবার ব্যাপারে মানুষকে প্রেরণা যোগায়।

একজন দুইজনের মধ্যে যখন সৎ-প্রেরণার শিহরণ জাগে, তখন তাহা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে সময় লাগে। বহুজনের

ভিতরে যুগপৎ এই শিহরণ জাগিলে এবং বহুজন একমন একপ্রাণ হইয়া কাজে লাগিলে তাহা আস্তে আস্তে আন্দোলনের রূপ পায়। সভা-সমিতি করা আন্দোলন চালু রাখিবার একটী প্রচলিত সদুপায়। কিন্তু চরিত্র আন্দোলন সম্পর্কে তোমরা যতই নানাবিধ বক্তৃতা কর, অখণ্ড-সংহিতা হইতে নির্ব্বাচিত অংশ সমূহ যদি সুপাঠক ও সুপাঠিকারা ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করিয়া করিয়া সর্ব্বত্র শোনাইবার দ্বায়িত্ব নিতে পারে, তবে ফলের দিক দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী কিছু না হইলেও প্রাপ্তির গভীরতার দিক দিয়া তাহা কৌলীন্য পাইবেই পাইবে। সুতরাং সুবক্তা সৃষ্টির চেষ্টার চেয়েও সুপাঠক সৃষ্টির চেষ্টা তোমাদের পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি প্রকৃত মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। কেহ হয়ত মহাকবি হইয়াছেন, কিন্তু কে জানে হয়ত মানুষ হিসাবে তিনি খুবই ছোট। কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বৈমানিক, কেহ চিত্রকর, কেহ ভাস্কর, কেহ বাগ্মী, কেহ সাংবাদিক, কেহ বা প্রচারক রূপে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু কে জানে, তাঁহার নানা কৃতিত্বের চাপে পড়িয়া আসল মানুষটী আর বাড়িতেই পারে নাই, মাটির হাঁড়ি দিয়া আবৃত বরাক বাঁশের করুলের (অঙ্কুরের) মতন চাপা পড়িয়া একটী ফুলকপির মত কুঞ্চিত ও কুণ্ঠিত হইয়া আছেন। বিশাল

জনতার মধ্য হইতে এই প্রকৃত মানুষটীকে আবিষ্কার করাই আমাদের চরিত্র-আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

চরিত্র-আন্দোলন লইয়া আমাদের সাহস পূর্ব্বক জনারণ্যের ভিতরে প্রবেশ করার ফলে অনেক সম্ভাবনাময় মানব-সন্তান হঠাৎ একসঙ্গে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রত্যেক উন্নয়নশীল দেশের ইতিহাস এইরূপ ঘটনাই প্রত্যাশা করিবে।

তরুণ বা প্রবীণ, আমাদের প্রতিজনেরই স্বভাব-চরিত্রে ও আচরণে এমন অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, যাহা হয়ত অন্যে দেখে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। চেষ্টা করিয়া ঐ দোষগুলি আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং আপ্রাণ প্রয়াসে তাহা আস্তে আস্তে দূর করিয়া দিতে হইবে। তবেই আমরা প্রতিজনে চরিত্রগঠন-আন্দোলনের পক্ষে উপযুক্ত কর্ম্মী, সেবক বা প্রচারক হইতে পারিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১১ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৮৩

(২৫-৬-১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধৃতং প্রেম্না

তুমি কত কত সৎপরিকল্পনা কর কত ভাল ভাল কথা বল, লোকে মুগ্ধ হয় কিন্তু অনুপ্রাণিত হয় না। কারণ, বিবাহিত জীবনকে তুমি সাধনার জীবনে পরিণত করিতে পার নাই। বিশ্বের সমস্ত নারীকে একটী মাত্র নারীর ভিতরে পূর্ণতঃ পাইবার তপস্যারই নাম বিবাহ। এই জন্যই প্রকৃত বিবাহিতের জীবনে স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠা অতীব প্রবল, প্রগাঢ় ও সুস্থির। বাহিরে হয়ত তোমার লক্ষ্য নাই, কিন্তু আচরণে মানুষ ভুল বুঝিতেছে। একটা বিরাট চরিত্র-আন্দোলনের একটা মূল্যবান্ নেতৃত্ব তুমি তোমাদের সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে লইতে চলিয়াছ। এখন যে তোমাকে প্রশ্নাতীত, সন্দেহাতীত, সংশয়াতীত, বিতর্কাতীত, অভ্রান্তরূপে প্রশংসিত জীবন যাপন করিতে হইবে বাবা।

এই পত্রকে অভিযোগ, অনুযোগ, সম্মানহানি বা তিরস্কার বলিয়া মনে করিও না। চরিত্রগঠন-আন্দোলনের ব্যাপারে তোমরা তোমাদের বাজারখানাতে প্রত্যাশাতীত সংখ্যায় জনসমাগম সম্ভব করিয়াছিলে। কিন্তু ভাষণে মানুষ খুশী হয় নাই, হয় অতৃপ্তি, নয় বিরক্তি নিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। শ্রম করিলে, সময় অর্থাৎ আয়ু দিলে, ব্যয়ও করিলে অর্থাৎ ট্যাঁকে টান পড়িল। সবই হইল কিন্তু হইল না শুধু শ্রোতাদের সন্তোষ!

মানুষ যদি নৈতিক মেরুদণ্ডে শক্ত হয়, তাহা হইলে অন্য মানুষেরা তাহার সাধারণ কথাবার্ত্তাও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শোনে। শুধু শোনেই না, তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হয়।

এবার তোমাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, পরবর্ত্তী বারের চেষ্টা যেন অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জ্জন করে, তার জন্য কায়মনোবাক্যে তৈরী হইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১১ই আষাঢ়, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার স্বামীর ভিতর জনসেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, মানুষকে নারায়ণ ভাবিয়া পূজা করিবার প্রেরণা আছে, অন্তরে প্রচুর ধর্ম্মভাব রহিয়াছে। তবু সে তোমাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পরিতেছে না ভাবিয়া আমি আকুল হইয়াছি। বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া তোমার অন্তরে চলিয়াছে বনবাসের ঝঞ্ঝা। রূপ চিরকাল থাকে না, যৌবনও চিরস্থায়ী নয়। তোমার দেহ মন অকালে প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু তবু বলি, প্রতীক্ষা কর মা, প্রতীক্ষা কর, শবরীর প্রতীক্ষা, যতক্ষণ রামচন্দ্র তাঁর দিব্যমোহনকান্তি নিয়া স্মিত হাস্যে ত্রিভুবন উজ্জ্বল করিয়া আসিয়া সম্মুখে না দাঁড়ান, ততকাল তোমাকে ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

স্বামীকে আহ্বান কর, সমাজের মঙ্গলকর মহৎ কর্ম্মে লাগিয়া যাইতে। সেই কাজে তুমিও যথাসাধ্য সেবাদান কর। ভোগের রাস্তায় যাহাকে নিজের আপন করিতে পার নাই, সেবার পথে তাহাকে আপন করিতে পার কিনা, তাহার একটা জীবন্ত পরীক্ষা শুরু কর। ভয় পাইও না, হতাশ হইও না,—সফল তুমি হইবেই হইবে।

বহু সন্তানের জননীরা স্বামী-প্রীণনে অক্ষমা হয়। সন্তানের অন্ন অর্জ্জনের জন্য যে মাতাকে পরিশ্রম করিতে হয়, সেও পারে না তার স্বামীকে সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে। সন্তান এবং শ্রম স্বামীর সন্তোষ-বিধানের বিঘ্ন-স্বরূপ হয়। তোমার এই দুইটী বিঘ্নই পূরা মাত্রায় বিদ্যমান। তথাপি বলিব, এখনো সময় আছে, এখনো সময় পার হয় নাই। হতাশ হইও না।

নানা সময়ে তোমার অনেক পত্র পাইয়াছি। কিন্তু গত চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটী পত্রেরও জবাব দিতে পারি নাই। আজ কি কারণে জানিনা তোমার বিষয়ে প্রাণটা কাতর হইয়া পড়িল।

আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সর্ব্বসঙ্কট হইতে মুক্ত হও, সর্ব্বসংশয়ের অবসান ঘটুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১১ই আষাঢ়, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ক্ষুদ্র পত্রখানা আমাকে সাগরসম সন্তোষ দিয়াছে। চরিত্র-গঠন-আন্দোলন তোমরা শুরু করিয়াছ এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমানসের কাছ হইতে প্রত্যাশাতীত সাড়া পাইয়াছ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই আন্দোলনের সত্যই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশ-রাজত্ব কালে আমরা কথা কহিতাম অস্ফুট স্বরে তবু লোকে কাণ পাতিয়া কথা শুনিত। বর্ত্তমান আমলে দাপটের সহিত কথা বলিলেও অনেকে কর্ণপাত মাত্র করে না। কারণ, ত্যাগ এখন জাতীয় আদর্শ নহে, আদর্শ হইয়া দাঁড়াইছে স্বার্থ। এমন পরিস্থিতিতেও তোমরা যে আসর ভাল ভাবে জমাইতে পারিয়াছ, ইহা তোমাদের যোগ্যতার পরিচায়ক।

কিন্তু আরও যোগ্য তোমাদের হইতে হইবে। প্রত্যেক প্রভাবশালী ও সামর্থ্যবান্ ব্যক্তিকে নেতৃত্বে আনিয়া ফেলিতে হইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কাল যে অসৎ ছিল, তবু সমাজের সম্মান পাইতে বাধে নাই, আজ তাহাকে

সম্মান-অসম্মানের তোয়াক্কা ছাড়িয়া দিয়া যে-কোনও উপায়ে সৎ, সদাচারী ও সচ্চিন্তক হইতে হইবে। মনের দিক দিয়া সুস্থ নহে বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিতেছ, তাহাদেরও যখন কর্ম্মশক্তি ও প্রভাব-বল উভয়ই আছে, তখন সকলে মিলিয়া তাহার মনের রুগ্নতা দূর করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। শুধু কিশোর-কিশোরীদের জন্যই এই চরিত্র-গঠন আন্দোলন নহে, ইহা জাতির অঙ্গীভূত প্রতিটি প্রাণীর জন্য। সাধু, সন্ত আর বৈরাগীরই জন্য এই আন্দোলন নহে, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রচারক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, ঠিকাদার, ঝাড়ুদার, মেথর, ডোম বা চণ্ডাল সকলের জন্যই এই আন্দোলন। নির্দ্দিষ্ট ভাষাভাষী, নির্দ্দিষ্ট-দেশবাসী, নির্দ্দিষ্ট-রংয়ের গাত্র-চর্ম্ম-বিশিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির জন্যই এই আন্দোলন নহে, এই আন্দোলন সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বকালের, সর্ব্ববয়সের মানব-মানবীর জন্য। তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ চরিত্রকে শুদ্ধতর করিয়া নিবার চেষ্টা অতি গোপনে চালাও। এই কাজে প্রচারশীলতা বড়ই ক্ষতিকর। চরিত্র-আন্দোলন বিবাহিত দম্পতীদের ভিতরেও সংযম প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা দিবে কিন্তু তাহা নিয়া বাখানি করিতে নাই। তোমরা প্রত্যেকেই আংশিক ভাবে এক একজন রামকৃষ্ণ পরমহংস। অর্থাৎ তিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনে যে পবিত্র-সুন্দর দৃষ্টান্ত অবিকৃত ভাবে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন,

তাহার আংশিক অনুকরণ এবং অধ্যবসায়ে আংশিক সফলতা অর্জ্জন প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। মানুষের এই সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা আমার মনে আছে বলিয়াই আমি ষাট বৎসর পূর্ব্ব হইতে দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্যের বাণী প্রকাশ্যে এবং নির্ভয়ে বলিয়া বেড়াইয়াছি। তাহার সুফল কিন্তু সত্য সত্যই ফলিয়াছে। কিন্তু এই পথে যাঁহারা পদচারণা করেন, তাঁহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মন্ত্রগুপ্তির। যাহারা মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা নানা ভ্রমে পতিত হয় এবং দুঃখ পায়।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন তোমরা ছাড়িয়া দিও না। কিন্তু প্রতিটি গৃহী সঙ্গোপনে ভিতরে ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আগ্রহী হও, অগ্রসর হও। দুই চারি সপ্তাহ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেই নিজের ভিতরে অপার শক্তির অবস্থিতি অনুভব করিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনে ব্রতী ব্যক্তির মুখের সামান্য বাক্যও অসাধারণ প্রভাব লইয়া নির্গত হইয়া থাকে। কি শিক্ষক, কি দোকানদার, কি ষ্টেশান-মাষ্টার, কি দালাল, কি ঠিকাদার, কি গ্যাংম্যান্-কুলী, প্রত্যেকের পক্ষেই এই কথা সমান সত্য।

ব্রহ্মচর্য্যের মতন অমূল্য সম্পদ থাকিতেও দেশের নেতারা খুব কমজনেই সেই দিকে দৃষ্টি, বিবেচনা, বুদ্ধি বা জিজ্ঞাস্যকে ধাবিত হইতে দিয়াছেন। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু এই একটী

কথাকে জীবনের সার করিয়াছিলেন। আমার মত এই যে, বেদান্ত বা ভাগবত যত ইচ্ছা পড়, ভাল কথা। উহা পড়িতে না পার, ক্ষতি দেখি না। ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও, ব্রহ্মচর্য্য-ভাবনা ভাব এবং ভাবাও, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কর এবং করাও, একাজে ঢিলা দিও না। দেখিও এই একটী পথেই দেশের অধিকাংশ জটিল সমস্যার স্থায়ী ও ত্বরিত সমাধান হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আসিলে প্রেম জাগিবে, প্রেমের উদ্বোধন ঘটিলে কাম পলাইবে, কাম গেলে শক্তিসামর্থ্যের প্রাচুর্য্যে তোমরা জগতে নরোত্তম হইবে, দেবোত্তম হইবে, পূরুষোত্তম হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

কথাকে জীবনের সার করিয়াছিলেন। আমার মত এই যে, বেদান্ত বা ভাগবত যত ইচ্ছা পড়, ভাল কথা। উহা পড়িতে না পার, ক্ষতি দেখি না। ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও, ব্রহ্মচর্য্য-ভাবনা ভাব এবং ভাবাও, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কর এবং করাও, একাজে ঢিলা দিও না। দেখিও এই একটী পথেই দেশের অধিকাংশ জটিল সমস্যার স্থায়ী ও ত্বরিত সমাধান হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আসিলে প্রেম জাগিবে, প্রেমের উদ্বোধন ঘটিলে কাম পলাইবে, কাম গেলে শক্তিসামর্থ্যের প্রাচুর্য্যে তোমরা জগতে নরোত্তম হইবে, দেবোত্তম হইবে, পুরুষোত্তম হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

[illegible] সাধনা

[illegible]

সাধনা [illegible] প্রতিষ্ঠ [illegible]

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড